বাবর শা।

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

(প্রেসিডেন্সী থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

ইতিনা সারস্বত নাট্য-সমাজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক

শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ, বি, এ, প্রণীত

"অমরধাম"

৮নং উল্টাডাঙ্গা জংসন্ রোড, গৌরিবেড়ে,

কলিকাতা।

কার্ত্তিক, সন ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

প্রকাশক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বাবর শা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বাবর ... তাইমুরের বংশধর, ভারতে প্রথম মোগল সম্রাট।

নসির মির্জ্জা ... ... ঐ সহোদর।

হুমায়ূন ... ... ঐ পুত্র।

মহম্মদ রমজান ... ... ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।

সফিউল্লা ... ... ঐ চর।

বাবা দোস্ত ... ... ঐ বয়স্য।

হাসান্ ... হিরাটের নির্ব্বাসিত বাবরাশ্রিত যুবক।

সেখজিন্ ... ... ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারক।

শাইবানি খাঁ ... ... উজ্‌বেক্ সর্দ্দার।

গোকুর খাঁ ... ... ঐ সেনানায়ক।

ইব্রাহিম লোদী ... ... দিল্লীর শেষ পাঠান সম্রাট।

আলাউদ্দিন ... ... ঐ খুল্লতাত।

দৌলৎ খাঁ লোদী ... ... পঞ্জাবের স্বাধীন বাদশা।

রাণা সঙ্গ ... ... মেবারের রাণা।

বিক্রমজিৎ ... ... ঐ পুত্র।

শীমাদীসিংহ ... ... ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।

মোগল, পাঠান, উজ্‌বেক্, রাজপুত-সৈন্যগণ, পথিকগণ, ভৃত্যগণ, তাঞ্জাম-বাহকগণ, সরাপ-বিক্রেতাগণ, ধীবরগণ ইত্যাদি—

স্ত্রী।

নিসা বেগম	... ...	বাবরের পত্নী।
রাজিয়া বেগম	... ...	নসির মির্জ্জার কন্যা।
রৌশন্	... ...	দৌলৎখাঁর কন্যা, পরে নসির মির্জ্জার দ্বিতীয়া পত্নী।
রাণী কর্ণাবতী	... ...	রাণাসঙ্গের দ্বিতীয়া পত্নী।

চারণী, পাঠান-কীর্ত্তি, বাঁদীগণ, পার্ব্বত্যরমণীগণ ইত্যাদি—
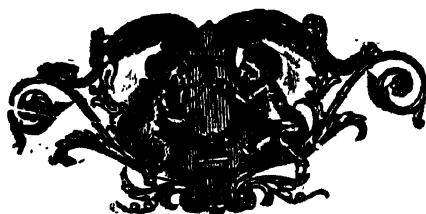
শ্রীঅমর চন্দ্র ঘোষ।

উৎসর্গ।

নটকুল-শিরোমণি অমরধামবাসী মহাকবি গিরীশচন্দ্রের পুণ্য-স্মৃতি উদ্দেশে মদ্রচিত ক্ষুদ্র বন-কুসুম-হার ভক্তি-অর্ঘ্য-স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

মহাত্মন্!

আপনি এখন স্বর্গে! অমরা মাধুরীতে আপনার নয়ন-মন-মুগ্ধ। কিন্তু তবুও এ নশ্বর ধরার স্মৃতি বোধ হয় একেবারে আপনার মানসপট হইতে বিধৌত হইয়া যায় নাই। বঙ্গ-নাট্য-পিতা! আজ আপনার আশীর্ব্বাদ লাভাশায়, তুচ্ছ, নশ্বর ধরাবাসী আমি, আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত—আশা করি, আমার এ সামান্য অর্ঘ্য সানন্দে গ্রহণ করিয়া, আমায় চির ঋণপাশে আবদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। ইতি—

অমরধাম
কলিকাতা, উল্টাডাঙ্গা
জংসন রোড।
কার্ত্তিক, সন ১৩২৪ সাল।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী-
শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ।

পূর্ব্বাভাস।

বর্ত্তমান বঙ্গদেশে নাট্যকলার উৎকর্ষ ততদুর সংসাধিত না হইলেও নাট্যকলার প্রতি লোকের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং উহার চরমোৎকর্ষ সাধনের প্রয়াশ সর্ব্বত্রই পরিস্ফুটরূপে দৃশ্যমান। বঙ্গবাসীর মস্তিষ্কে কল্পনার অভাব নাই—দারিদ্র্যের, ব্যাধির ও দুশ্চিন্তার কঠোর নিষ্পেষনে নিষ্পেষিত হইয়াও বঙ্গবাসীর মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই।—কলার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন কল্পে বঙ্গবাসী সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কিন্তু অভাব তাহার ঘোর প্রতিবন্ধক! আজ আর রাজকৃষ্ণ নাই, মাইকেল নাই, গিরিশচন্দ্র নাই, দ্বিজেন্দ্রলাল নাই—! কেবলমাত্র দুইটী পুরাতন প্রদীপ-শিখা কালের প্রভঞ্জন-বাতে প্রকম্পিত; তাহাও শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবে! শূন্য গগন! কেবল মাঝে মাঝে ক্ষীণ নক্ষত্র-জ্যোতিঃ আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে—। ক্ষীণ! অতি ক্ষীণ! সুদূরাগত সূক্ষ্ম রশ্মিরেখা—জানিনা, কালে তাহারা চন্দ্র সূর্য্যে পরিণত হইবে কি না!—

নাট্য-কলার প্রতি আমার আগ্রহ ও অনুরাগ থাকিলেও অভিজ্ঞতা আছে কি না সে বিষয়ে আমি সন্দিহান্। তবে প্রাণের আবেগে ও বন্ধুগণের উত্তেজনায় এই সামান্য নাটক খানি রচনা করিয়াছি—জানি না দেশবাসীর এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর প্রীতি ও অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছে কি না। একদিন মহাকবি স্বর্গগত গিরীশচন্দ্রের তীর্থ-কল্প, পূত ভবনে বসিয়া তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, উদার ও মিতভাষী সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ ঘোষের সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত হইলাম। তথায় মহাকবির সুযোগ্য লেখক এবং মিষ্টভাষী পূজ্যপাদ নাট্যকলাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। কথায়, কথায়, তাঁহারা আমায় "বাবরশা" বিষয়ক একখানি নাটক প্রণয়নে যুক্তি প্রদান করেন। আমিও নবীন উৎসাহে তাঁদের পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া আমার পরম আত্মীয়, সুদক্ষ নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু চুণিলাল দেব মহোদয়কে এই বিষয় জ্ঞাপন করি। তিনিও আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। আমি অতি অল্পদিনে এ পুস্তক সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করাই। তাঁহারা আনন্দে আমার পুস্তকখানি অভিনয়ার্থে গ্রহণ করেন। এই পুস্তকের প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁহারা বিবিধ উপায়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ও আমার পরম আত্মীয় বিদ্যোৎসাহী,কলাভিজ্ঞ, শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথমোহন বসু এম,এ, মহোদয়ের নিকট আজন্ম ঋণী থাকিব। দৈব দুর্ব্বিপাকে মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে আমার এ পুস্তক অভিনীত হইল না—তজ্জন্য আমি এবং আমার শ্রদ্ধাস্পদ সুরেন্দ্রবাবু, অবিনাশবাবু ও চুনিলালবাবু সকলেই মর্ম্মাহত হইলাম। অবশেষে আমার স্নেহাস্পদ সোদরোপম,প্রেসিডেন্সী থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা শ্রীমান সুরেশচন্দ্র নাগ আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করে ও সম্মানাস্পদ বাবু ভুবনেশ মুস্তাফির সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত করিয়া দেয়, তজ্জন্য তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। স্বর্গগত পূজ্যপাদ,স্বনামধন্য অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, ভক্তিভাজন, প্রেসীডেন্সী থিয়েটারের সুদক্ষ শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ মুস্তাফি মহাশয়ের আনুকূল্যে ও উৎসাহে আমি এ পুস্তকখানি অভিনীত করাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হই। তজ্জন্য

তাঁহাকে ও কোম্পানীর ডিরেক্টারগণকে এবং সুহৃদ্বর, সুযোগ্য অভিনেতা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার বাবু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমি হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। তাঁহারা এই নাটকের অভিনয় কল্পে যেরূপ আশাতীত অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না। শ্রীভগবৎ পদে প্রার্থনা যেন তাঁহাদের শ্রম সফল হয়। পরিশেষে বক্তব্য এই যে বঙ্গের বিশ্রুতকীর্ত্তি মূর্ত্তিমান্ তান্‌সেন, শ্রদ্ধাস্পদ সঙ্গীতাচার্য্য 'সুধাকণ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বাগ্‌চি বহু আয়াশে দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই নাটকের গীতগুলি সুরলয়ে সংযোজিত করিয়াছেন এবং নৃত্য-গীতগুলি অতি মনোমদ করিয়া তুলিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমি পুণ্য-শ্লোক, অমরকীর্ত্তি টড্, কর্ণেল ম্যালিসন, দেশ পূজ্য সার রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস মহোদয় ও সুবিখ্যাত এলফিন্‌ষ্টোণ হইতে ভূরি ভূরি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।

ভাগ্যবীর বাবর অকালে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগে বিপর্য্যস্ত হইয়া ভীষণ শমন সদৃশ শত্রু উজবেক্ সর্দ্দার শাইবানির সহিত কি কঠোর প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে ও নিজশৌর্য্য ও প্রতিভার বলে কীর্ত্তির কাঞ্চনজঙ্ঘায় উপনীত হইয়াছিলেন—ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বাবর শার স্বহস্তে লিখিত Memoirs অর্থাৎ জীবন-বিবরণী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাগুলির যাথার্থ্য নির্ণয়ে সক্ষম হইবেন। এলফিন্‌ষ্টোণ ও টডের রাজস্থান যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থোল্লিখিত বহু ঘটনাবলী অলীক বা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতীত

হইবে না। ফতেপুর সিক্রির ভীষণ রণস্থলে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মার্ত্তণ্ড-জ্যোতিঃ রাণা সঙ্গের সহিত ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত বাবর শা কি ভীষণ বিপদ-বহ্নিতে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং মহাযোগী সেখজিনের অনুজ্ঞায় ইহজন্মের মত সুরাবর্জ্জন ও সুরাপাত্র চূর্ণ করণ এবং কেমনে পরিশেষে বিজয় অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসানভিজ্ঞের নিকট স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হইবে। রাজপুত জাতির অমানুষিক বীরত্ব এবং বাবর শার দৃঢ় বিশ্বাস, অকপট ভক্তি ও অসীম শৌর্য্য ও সাহস জীবজগতকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু হায়! তিনি জীবনের সন্ধ্যায় ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগ্যে ভারত সিংহাসন স্বল্পক্ষণ-স্থায়ী হইয়াছিল। "The paths of glory lead but to the grave" তিনি বিজয় গৌরবের তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ কালেই পদস্খলিত হইয়া মৃত্যুর করাল ব্যাদানে কবলিত হইয়াছিলেন—তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল—এবং বহু পরে তাঁহার সুযোগ্য প্রৌত্র আকবর শা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া মোগলকীর্ত্তি ভারত ব্যাপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উপসংহারে শেষ দৃশ্যের করুণ ও অলৌকিক আলেখ্য—অমূলক বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু এ জগতে অসম্ভব কি তাহা আজিও কেহ স্থির করিতে সক্ষম হয় নাই—কখন হইবে কি না জানি না। আজ যাহা অসম্ভব বলিয়া লোকে ধারণা করে, কাল তাহা সম্ভব হইতে কতক্ষণ? প্রাণের প্রাণ স্নেহের নন্দন হুমায়ুন পীড়িত,—ব্যাধি ক্রমশঃ তাহার জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়াছে—তার আশা ফুরাইয়াছে—হকিম হতাশ দীর্ঘশ্বাসে রুগ্নগৃহ পরিত্যাগ করিল—উপায় কি! পুত্রপ্রাণগত পিতা—পিতৃ-প্রাণগত পুত্র! প্রেমের স্নেহের কি স্বর্গীয় শক্তি! ঈশ্বরের কি

অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই স্নেহ! মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা—মৃতস্বামী অঙ্কে পাগলিনী সাবিত্রী—বিবশা গলিতস্বামী-শবক্রোড়ে বেহুলা যেরূপ শমনকে পরাজিত করিয়াছিলেন বাবর শাও সেই ঐকান্তিক প্রেমে করাল মৃত্যুকে বিফলমনোরথ করিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বিনিময়ে স্বীয় জীবন দান করিতে হইল! পুত্রের মুখে শেষ চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল! এ ঘটনা অমূলক বলিতে পারেন—কিন্তু গবেষণা-পর ও চিন্তাশীল মানবের নিকট ইহা পূর্ণ সত্য বলিয়া চিরদিন প্রতীত হইয়া থাকে। ঐকান্তিকতার দ্বারা, ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যে যাকে আমরা অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া থাকি—তাহা সহজসাধ্য ও সম্পূর্ণ সম্ভবপর হইয়া ওঠে! বাবরের স্বরচিত জীবন-বিবরণী "Memoirs" ও ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। কৌতূহলাক্রান্ত ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই ইহার যাথার্থ্য প্রমাণে উদ্যোগী হইবেন।

ইতি—[illegible] বশংবদ

গ্রন্থকার।

প্রথম অঙ্ক ।

"Sweet are the uses of adversity,
Which like the toad, ugly and venomous,
Wears yet a precious jewel in his head."

—*Shakespeare.*

বাবর শা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সামারকান্দ গিরিপথ।

[পর্ব্বতের সানুদেশে সেখজিন্ ও শশিকণা-লাঞ্ছিত দণ্ড পর্ব্বতে নিহিত রহিয়াছে।]

(বাবরের প্রবেশ)

বাবর। পূর্ণ মনস্কাম! আমরা সামারকান্দ জয় ক'রেছি। একদিকে উল্লাসে, গর্ব্বে আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হচ্ছে, আবার অপরদিকে ভীষণ সঙ্কট! বিজয়ী রণোন্মত্ত সৈন্যগণের প্রার্থনা— তারা নগর লুণ্ঠন ক'রে, গৃহরাজি অগ্নিতে ভস্মীভূত ক'রে হত সৈন্য-

গণের প্রতিশোধ নিতে চায়! কি ক'রবো? তাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর না ক'র্‌লে সকলে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমায় পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবে! অনুমতি দেব? আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় অনেক বীর এই যুদ্ধে অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রেছে। তার প্রতিশোধ সৈনিকেরা যে কোন উপায়ে হ'ক নিতে চায়। তা নিক্ না। (চিন্তা) না—না—বাবর! এ কি! এ তুমি কি ক'রতে যাচ্ছ! নিরীহ প্রজারা তো কোন অপরাধ করে নাই! তবে তাদের উপর এ অত্যাচার ক'রতে কেন উদ্যত হ'চ্ছ!

(কোলাহল করিতে করিতে সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈঃ। হুকুম দিন,হুকুম দিন, আমরা আর অপেক্ষা ক'রতে পারছিনা। আমরা নগর লুণ্ঠন ক'রতে চাই, নগরে অগ্নি কাণ্ডের সৃষ্টি ক'রে, বায়ু-প্রকম্পিত অগ্নিশিখার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ক'রে, উল্লাসে উন্মত্ত হ'য়ে আমাদের আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু-যন্ত্রণা বিস্মৃত হ'তে চাই। আমরা প্রতিশোধ চাই! কেমন সত্য কি না?

সৈন্যগণ। হ্যাঁ; আমরা এই রকম একটী স্ফূর্ত্তি চাই।

বাবর। না আমি এতে সম্মত হতে পারবো না। তোমরা অন্য কিছু প্রস্তাব কর।

১ম সৈঃ। জনাব! আমাদের এ ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাব নাই। আমাদের এ রকম একটা স্ফূর্ত্তি না হ'লে, আমরা রণশ্রম বিস্মৃত হ'তে পারি না। আমরা জীবনের মমতা পরিত্যাগ ক'রে, হাঁসতে হাঁসতে, উল্লাসে নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে, আপনার জন্যে রণ-ক্ষেত্রে ছুটে এসেছি! আমাদের দেহের শোণিতে ঐ দেখুন তরঙ্গ-ময়ী,গর্জ্জনময়ী প্রবাহিনীর সৃষ্টি হ'য়েছে! আমাদের হৃদয়ের সাধ পূর্ণ

করুন, প্রতিশোধ নিতে দিন। আমরা উন্মত্ত, অস্থির! হুকুম দিন, হুকুম দিন, সময় বয়ে যায়!

বাবর। এঁ্যা! তাই তো! কি করব? র'স আমায় একটু স্থির হ'য়ে ভাবতে দাও।

সেখজিন্। (স্বগত) দেখি স্রোতের গতি কোন দিকে ধাবিত হয়।

সৈন্যগণ। আমরা আর এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকতে পারব না। হুকুম দিন, হুকুম দিন।

বাবর। এঁ্যা! এঁ্যা! তবে—তবে—তোমরা—

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো। (উচ্চরব) চল, চল। আমরা হুকুম পেয়েছি। [প্রস্থানোদ্যত।

বাবর। না—না—র'স—র'স—আমার মস্তিষ্ক বিকৃত ক'র না, মুহূর্ত্ত আমায় ভাবতে দাও।

১ম সৈন্য। আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছে! রণোল্লাসে উন্মাদ! রণশায়ী স্বজনগণের প্রতিশোধ চাই! আমরা তিল মাত্র অপেক্ষা ক'রতে পারব না! আমাদের এ প্রস্তাব এই মুহূর্ত্তে মঞ্জুর না ক'রলে, আমরা জন্মের মত আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যাব।

বাবর। এঁ্যা! তবে—তবে—তোমরা যাও! এঁ্যা! একি ক'র্লাম!

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো!

[প্রস্থানোদ্যত।

সেখজিন্। (উঠিয়া) নিরস্ত হও! নিরস্ত হও।

সৈন্যগণ। কে তুমি? আমরা কারুর কথা শুন্‌ব না! আমরা জনাবের হুকুম পেয়েছি চলো, চলো। আল্লা আল্লা হো!

[প্রস্থানোদ্যত।

বারর। অপেক্ষা কর! (সেখজিনেরপ্রতি) ফকির সাহেব! আপনি কি বলছেন?

সেখজিন্। নবীন বীর তোমার মুখে এক অভিনব স্বর্গীয় ভাব প্রত্যক্ষ ক'র্‌ছি! তুমি দিগ্বিজয়ী বীর হবে। তোমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছি—উন্মত্ত সৈন্যগণের উত্তেজনায়, তোমার মহত্ত্ব বিসর্জ্জন দিও না। তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি, খোদার বিরুদ্ধাচারী হ'য়ো না. কোরাণের অসম্মান ক'রনা। ওদের নিরস্ত হতে আদেশ কর!

(অবতরণ)

বাবর। আমার সেলাম গ্রহণ করুন ফকির সাহেব! (কুর্ণিশ) আমি কোরাণ-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য ক'র্‌ছি না। শত্রু-দমন কি কোরাণ-বিরুদ্ধ কার্য্য ফকির সাহেব?

সেখজিন্। শত্রু দমিত! তুমি নগরের অধিকারী। অসহায়, নিরীহ নগরবাসীগণ তোমার কোন অনিষ্ট করেছে কি? ছিঃ! তাদের উপর এ পাশবিক নির্য্যাতন ক'রো না। অবলা স্ত্রী জাতির অসম্মান করো না! বৃদ্ধ, রুগ্ন শিশুর উপর তোমার শোণিত-রঞ্জিত তরবারি উত্তোলন ক'রো না! নিরীহ কৃষকদের কুটীরগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত করে ফে'ল না! যদি আমার এ অনুরোধ, খোদার নিষেধ না রাখ, তাহ'লে সেই সমবেত নগরবাসীগণের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদে, খোদার প্রাণ কেঁপে উঠবে! কোরাণের অসম্মানে, তাদের ব্যাকুল রোদনে সমাধিস্থ পয়গম্বর আবার শবাধার ভেদ করে উঠে প'ড়বেন। তাদের উপর এ অত্যাচার ক'রলে, তোমায় জাহান্নমে যেতে হবে! বোঝ, ভাব! স্থির হয়ে চিন্তা ক'রে দেখ, কোন পথ অবলম্বন ক'রবে।

বাবর। ভীষণ সমস্যা! খোদা! এ কি ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় আমায়

ফেল্লে ! একদিকে আমার সমস্ত সহায় সম্পদ, যারা আমার জন্য প্রাণপাত ক'রেছে, তাদের অনুরোধ,- অন্যদিকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার, ফকিরের উপদেশ। কোনটা লঙ্ঘন করি ? আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়-মান ! খোদা ! মেহেরবান ! নিরুপায়কে উপায় বলে দাও ! কি করি ! কি করি !

সৈন্যগণ। আমরা চল্লাম ! আল্লা আল্লা হো।

সেখজিন্। তোমরা জাহান্নমে চলেছ, এ বীরকে কেন সঙ্গী ক'রতে চাও ? ক্ষণকাল স্থির হও, হুকুম নিয়ে যাও।

সৈন্যগণ। আমরা তো হুকুম অনেকক্ষণ পেয়েছি ! আমরা চ'ল্লাম। আল্লা আল্লা হো।

[প্রস্থানোদ্যত]

সেখজিন। (বাবরের প্রতি) এদের নিষেধ কর ! নইলে তোমার ভয়ঙ্কর বিপদ সম্মুখে ! তোমার সকল আশা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাবে। তোমার পরিণাম কি বোঝ !

বাবর। তবে তাই হ'ক্। তোমরা নিরস্ত হও। আমি কোন-মতে এ প্রস্তাব মঞ্জুর ক'রতে পারব না। আমি মুসলমান, কোরা-ণের অসম্মান ক'রতে পারব না। এখন তোমাদের যা অভিরুচি ক'রতে পার।

১ম সৈন্য। তবে আমরা জন্মের মত তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'ল্লেম। এমন অকৃতজ্ঞ বীরের পক্ষ নিয়ে আর কখন দেহের শোণিত ঢালব না। চল, আমরা এই দণ্ডে শত্রু-পক্ষে যোগদান করিগে।

সৈন্যগণ। হঁ্যা, চল চল।

[সৈন্যগণের প্রস্থান]

বাবর। এঁ্যা! একি হল! সব চলে গেল! সব চলে গেল! ফকির! ফকির! আমার উপায় কি হবে?

সেখজিন্। খোদা তোমার উপায় ক'রে দেবেন। আমি ভবিষ্যৎবাণী ক'রছি, তুমি ঐ সকল সৈন্যেরই সহায়তায় তোমার সাম্রাজ্য গঠনে সক্ষম হবে! তুমি দিগ্বিজয়ী বীর হবে, অদ্বিতীয় সুলতান হ'য়ে জগতের সম্মান লাভে সমর্থ হবে। খোদা সুপ্রসন্ন—তোমার ভবিষ্যৎ আলোকময়!

(নসির মির্জ্জার প্রবেশ)

নসির। দাদা! দাদা! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! উজবেক্-সর্দ্দার শাইবানি খাঁ আমাদের পিতৃরাজ্য ফারগানা আক্রমণ করেছে, কি ক'রে রক্ষা হবে? উপায় কি দাদা?

বাবর। গেল, গেল, সব গেল! আমায় সকলে ত্যাগ ক'রে চলে গেল! আমি উন্মাদ হয়ে যাব, আমি উন্মাদ হয়ে যাব! ফকির! এখন—এখন উপায়?

সেখজিন্। বিচলিত হয়ো না! ধৈর্য্য হারিও না! এ সামান্য বিপদে এত মুহ্যমান হ'লে, জগতের সম্মান কেমন ক'রে লাভ ক'রবে বীর? স্থির হও। আমি কায়মনোবাক্যে খোদার কাছে তোমার অভ্যুদয় কামনা ক'চ্ছি। নিশ্চয় তুমি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রতে সক্ষম হবে। নিশ্চয় তুমি দেশ দেশান্তরে গৌরবের কুসুম-মাল্য উপহার প্রাপ্ত হবে। একটু ধৈর্য্য ধারণ কর।

নসির। দাদা! দাদা! ফকিরের কথায় আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হ'চ্ছে। আপনি অধীর হবেন না, খোদা নিশ্চয়ই কোন উপায় মিলিয়ে দেবেন।

বাবর। আর কি উপায় আছে? আমার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ সৈন্যগণ সব আমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। আর উপায় কি! আর উপায় নাই! আমি অকুল পাথারে! এ সাগরের পার কোথায় জানি না! ও হো হো! আমি ডুবে ম'রবো, ডুবে ম'রবো!

নসির। দাদা! দাদা! আশ্বস্ত হ'ন! আমি ফারগানা রাজ্যের প্রজাবৃন্দের নিকট আমাদের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন ক'রব! দ্বারে দ্বারে প্রজাবৃন্দের সহানুভূতি প্রার্থনা ক'রব! পবিত্র উমার সেখের পুত্র আমরা,—আমরা এরূপ অসহায় অবস্থায় প'ড়েছি শুন্‌লে,—তারা আগ্রহে আমাদের সাহায্যে ছুটে আস্‌বে! উমার সেখ সমাধিস্থ! কিন্তু তাঁর স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। দেখি খোদার মনে কি আছে! [প্রস্থান।

সেখজিন্। ভয় নাই! আশ্বস্ত হও! আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি, তুমিই মোগলের কীর্ত্তিসূর্য্য হবে! তুমি জাতির, জগতের উন্নত আদর্শ হবে! এস, আমার সঙ্গে এস।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ ছাদ—নিম্নে পথ।

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। (আপন মনে) কোথায় যাব? যে দিকে তাকাই, কেবল গাঢ় অন্ধকার আমার দৃষ্টি শক্তি রোধ করে! চারিদিক্

হ'তে কেবল নৈরাশ্যের কৃষ্ণ-মেঘরাশি ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌ছে! কেবল হতাশ, আর বিষাদের ব্যাকুল রোদন ধ্বনি ছুটে আস্‌ছে! ও হো হো! পিতামাতা আমায় অনাদরে পরিত্যাগ ক'রেছেন! অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'য়েও, অদৃষ্ট-দোষে তাহ'তে বঞ্চিত! খোদা! আমায় কেন সৃষ্টি করেছিলে? এ হতভাগ্যকে সৃষ্টি না ক'রলে কি তোমার এত বড় দুনিয়াটা চ'ল্‌ত না? (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

(বীণাহস্তে গীত সহকারে ছাদের উপর রাজিয়ার প্রবেশ)

(গীত)

পূরবী মিশ্র—ঠুংরি।

আমার কুসুমে গড়া এ দেহ কান্তি, বাতাসে গড়া এ প্রাণ,
আমার চাঁদিমা-কিরণে গড়া এ হাঁসি, জলদ বরণে মান।
পাপিয়ার তানে বেঁধেছি এ বীণা,
ভ্রমর-ঝঙ্কারে উঠিছে মূর্চ্ছনা
পুলক পরশে যেতেছে উড়িয়া,
নিখিলে মরম-গান।
হৃদয়ে কেনগো আকুল পিয়াসা,
কেমনে কাহারে প্রাণে দিব বাসা,
নিজেরে বেসেছি সদা যে গো ভাল
নিজেরে সঁপেছি প্রাণ॥

(হাসান অলক্ষ্যে গীত শুনিতে শুনিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সঙ্গীত শেষ হইলে রাজিয়ার নয়নপথবর্ত্তী হইল। রাজিয়া চকিতে চলিয়া গেল)

হাসান। দামিনীঝলক! পলকে সে বেহেস্তের রূপরাশি

যে মধুর চন্দ্রমা হাঁসি দৃষ্টি বহির্ভূত! কি সুন্দর, কি মনোহর, পুলকময় ছবি! একি যথার্থই বাস্তবের সজীব মূর্ত্তি? না, না, তা হয় না! ও নিশ্চয়ই স্বপনের ছবি! কল্পনার মোহিনী প্রতিমা! ও ছবি কি হৃদয়ে ধ'রতে পারব? একি! অপদার্থ হতভাগ্য হাসান! তোমার একি অাশ্চর্য্য ভাব! সংসারে ঘৃণ্য পরিত্যক্ত জীব তুমি, তোমার বামন হ'য়ে চন্দ্রমা-লাভে স্পৃহা কেন? তবে কেন ও ছবি আমার নেত্র সম্মুখে প্রকটিত হ'ল? আমার অন্ধকার ময় জীবনকে আলোকিত ক'রবার জন্য?—না, মরীচিকার মত সমস্ত জীবন আমায় প্রতারিত ক'রবার জন্য?

(ছাদে নিসাবেগমের প্রবেশ)

নিসা। কে তুমি?

হাসান। আমি? আমি? মোসাফের।

নিসা। এ গৃহের সম্মুখে আর তিল মাত্র অপেক্ষা ক'রনা, এখান থেকে চ'লে যাও, নইলে তোমায় বিপদে প'ড়তে হবে।

হাসান। আমি যাচ্ছি মা। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! যেখানে যাই সেখান হ'তেই অনাদরে বিতাড়িত হই! তবে এ জীবনের প্রয়োজন কি? ওহো! আমি নিতান্তই ভাগ্যহীন! দুনিয়ার আবর্জ্জনা, মানবের ঘৃণা, বিদ্রূপ ও রোষের পাত্র! যাই দেখি, কোন পথ আবিষ্কার ক'রতে পারি কি না! যদি না পারি, তবে আত্মহত্যা ক'রে দুর্ব্বিসহ জীবন ভার লঘু ক'রে দেব।

[প্রস্থান।

(দূতের প্রবেশ)

নিসা। কি সংবাদ?

দূত। বেগম সাহেবা! সৈন্যগণ বিদ্রোহী হ'য়ে জনাবকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে! ফারগানাও শাইবানির হস্তগত হ'য়েছে। জনাব চিন্তায়. হতাশায় উৎকট রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন। এই পত্র প্রেরণ ক'রেছেন।

নিসা। সে কি! কি ব'লছ? শীঘ্র নিয়ে এস।

(ছাদে গমন)

নিসা। (স্বগত) একি হল! জনাব রোগাক্রান্ত! শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত! আর আমি কোথায়! আমি প্রাসাদে মহাসুখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছি। হা আল্লা! এ কি বিপদে ফেল্লে! (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) একি! কে এ ফকির? জনাব ব'লেছেন আমরা এ স্থান পরিত্যাগ ক'রব না। ক'রলে ভীষণ বিপদ্। আর লিখেছেন চিরদিন সমান যাবে না। খোদা! কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাকব?

দূত। কি হুকুম?

নিসা। (স্বগত) হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ছে! জনাবের হুকুম, আমরা এ স্থান পরিত্যাগ ক'রব না। কিন্তু প্রাণ তা শোনে কৈ! কি ক'রব? জনাবের হুকুম পালন কর'ব? (চিন্তা) হ্যাঁ তাই ক'রব (প্রকাশ্যে) এখনি তুমি জনাবের কাছে যাও। তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা সব বিস্তারিত জেনে, অনতিবিলম্বে ফিরে আসবে। দ্রুতগামী অশ্বে যাও। বিলম্ব ক'র না। যাও।

[দূতের প্রস্থান।

নিসা। আতঙ্কে সর্ব্বশরীর কাঁপছে, চিন্তায় মাথা ঘুরে আসছে! খোদা রক্ষা কর! বিপদের উপর আর বিপদ্ দিও না প্রভু! রাজিয়া! রাজিয়া! [প্রস্থান।

(হাসানের পুনঃ প্রবেশ)

হাসান। পথ পেয়েছি! পথ দেখতে পেয়েছি! দেখি গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে পারি কি না! মোগল-বীর বাবরের শরণাপন্ন হব! শুন্‌লাম এ গৃহ তাঁরি। শুনেছি তিনি উদার, দয়াবান! বোধ হয় তিনি আমায় ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ ক'রবেন না। দয়া ক'রে কি এঁরা তাঁর কাছে যাবার উপায় ব'লে দেবেন না?

(দূতের পুনঃ প্রবেশ)

হাসান। কে তুমি ভাই?

দূত। আমি মোগল বীর বাবরের দূত! তুমি কে?

হাসান। আমি—আমি এক জন ভিক্ষুক।

দূত। কি চাও?

হাসান। আমি জাঁহাপনার কাছে কিছু ভিক্ষা পাবার প্রত্যাশা করি!

দূত। তিনি গৃহে নাই।

হাসান। কোথায় আছেন ব'লবে কি ভাই?

দূত। (স্বগত) বেশ ভূষা দেখে, কথা বার্ত্তা শুনে, বোধ হ'চ্ছে, এ সামান্য ঘরের ছেলে নয়। (প্রকাশ্যে) আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি, যদি ইচ্ছা কর, তবে আমার অনুসরণ ক'রতে পার।

হাসান। তবে ভালই হল, চল ভাই আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

দূত। তবে দ্রুতপদে এস। [প্রস্থান।

হাসান। চল। এইবার দেখব আমার মনোসাধ পূর্ণ হয় কি না। বুঝব, আমি দুনিয়ার আবর্জ্জনা কি না। এইবার বুঝব, খোদা আমার কাছে কোন কার্য্যের প্রত্যাশা রাখেন কি না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ফারগানা বিলাসভবন।

[রত্নাসনে শাইবানি খাঁ, পার্শ্বে চাটুকারগণ, দক্ষিণপার্শ্বে গোক্ষুর খাঁ। একদিকে সুরাপাত্র সজ্জিত। রক্ষীগণ দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান।]

শাই। স্ফূর্ত্তি কর, স্ফূর্ত্তি কর! ফারগানার প্রাসাদের উপর উজবেক্ জাতির গৌরব-জ্ঞাপক বিজয়-নিশান উড়িয়ে দাও। নগরের সর্ব্বত্র উৎসবের আয়োজন ক'রতে হুকুম কর। যে গৃহে উৎসব না হবে, সে গৃহের পুরুষ রমণী,বালক বৃদ্ধ, সকলকে দরবারে বেঁধে নিয়ে আসবে। আমার সম্মুখে তাদের নগ্ন করে, এক এক জনকে হাজার কশাঘাত ক'রবে! নগরের গৃহে গৃহে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এস। যার মুখে বিষাদের চিহ্ণ মাত্র দেখবে, তার মুখ পুড়িয়ে দেবে। যারা ক্রোধের অথবা ব্যঙ্গের পরিচয় দেবে, তাদের গৃহ জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত ক'রে ফেলবে। কেমন, পারবে গোক্ষুরখাঁ ?

গোক্ষুর। নিশ্চয়ই পারব জাঁহাপনা।

শাই। বহুৎ আচ্ছা। যাও এখনি নগর পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এস।

[প্রস্থান।

শাই। সিরাজী লে আও। ওমরাহদের দাও! আমি বিজেতা— আমি এ দেশের সুলতান। আমার আনন্দে সকলে আনন্দ ক'রবে। (ভৃত্যগণ সরাব বিতরণ করিতে লাগিল) কই হায়? বাঁদীদের আসতে বল।

শাই। ওমরাহগণ! আমায় আপনারা কি বিবেচনা করেন?

ওমরাহগণ। শাইবানি হো আকবর। (উচ্চনিনাদ)

শাই। হাঁ, আমি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হব। আপনারা সকলে আমার সহায়তা ক'রবেন বলুন?

ওমরাহগণ। জাঁহাপনা, আমরা আপনার গোলাম; আপনার জন্য আমরা প্রাণদিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

শাই। বহুৎ আচ্ছা! আমরা উন্মত্ত ঝঞ্ঝার মত, দেশ হ'তে দেশান্তরে ছুটে যাব। সম্মুখে যা কিছু দেখব, সব বালুকারাশির মত উড়িয়ে নিয়ে যাব। মানব-রাশি, কোমল পাদপ-রাজির মত আমাদের উন্মুক্ত তরবারির আঘাতে,দ্বিখণ্ডিত হয়ে প'ড়বে। তাদের আবাস শ্রেণী,যোজন-বিস্তৃত অরণ্যানী অগ্নিসংযোগে নীল আকাশকে রক্তিমবর্ণে অনুরঞ্জিত ক'রবে। অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি হবে! সেই মহান সৌন্দর্য্যের পার্শ্বে আমার বিজয়-মুকুট অধিকতর ঔজ্জ্বল্য ধারণ ক'রবে। সেই সংহার-মূর্ত্তির মোহন-দৃশ্যের উপর আমার বিজয়-নিশান সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হ'য়ে জগতকে ভয়ে, বিস্ময়ে, ভক্তিতে স্তম্ভিত ক'রে ফেল্‌বে! কেমন সত্য কিনা?

চাটুগণ। অবশ্য, অবশ্য, জাঁহাপনা! শাইবানি হো আকবর!

(উচ্চরব)

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

(নৃত্য গীত)

ইমন্‌-মিশ্র—খেমটা।

কেমনে সামলে চলি, দরিয়ায় তুফান ভারি।
পানসি যে লো দুলছে বায়ে, আমরা বুঝি ডুবে মরি॥
যৌবনের বাণ ডেকেছে,
পীরিতের ঢেউ লেগেছে,

কেমনে রাখবো বেঁধে
বাঁধা নাহি মানে তরী।
জোরে যখন বইছে হাওয়া,
পড়ে থাক্ আর ফিরে যাওয়া,
দরিয়ার তুফান মাঝে
আয়লো মোরা ডুবে মরি॥

(বহুরূপী বেশে সফিউল্লার প্রবেশ ও নৃত্যে যোগদান।
বাঁদীগণ নৃত্য সহকারে চলিয়া গেল, সফি আপন মনে
নৃত্য করিতে লাগিল)

চাটুগণ। বহুত বড়িয়া নাচ, দিল-খোস-করনা নাচ। বাহবা কি বাহবা!

শাই। স্ফুর্ত্তি কর, স্ফুর্ত্তি কর! নাচ, নাচ, তোমার উপর আমি ভারি খুসী হ'য়েছি। বহুত এনাম পাবে।

সফি। (কুর্ণিশ করিয়া) শাহেন শা! এই উৎসবের দিনে বান্দার প্রাণে বেজায় স্ফুর্ত্তি জেগেছে, তাই বাঁদীগুলোর নাচ দেখে একটু নাচতে সখ হ'ল। তাই একটু কোমর দুলিয়ে হাত পা ছুঁড়ে নিলুম।

শাই। বেশ ক'রেছ! খুব ভাল ক'রেছ! আমার দিল্ খোস ক'রেছ! বল কি বক্শিস চাও?

সফি। তাইত জাঁহাপনা! র'সুন একটু ভেবে নি।—স্ফুর্ত্তিতে মাথাটা কেমন বেঠিক হ'য়ে যাচ্ছে। মেহেরবানী ক'রে একটু ভাব্তে দিন।

শাই। কুচ্ পরোয়া নেই! ভাব—যতক্ষণ ইচ্ছে ভাব—যত দিন ইচ্ছে ভাব।

(সৌনকদ্বয় নাসরকে বান্দ কারয়া লইয়া আসিল।
অগ্রে গোফুর খাঁর প্রবেশ)

গোফুর। শাইবানি হো আকবর!

সকলে। শাইবানি হো আকবর!

শাই। ওকে কেন বেঁধে এনেছ?

গোফুর। জাঁহাপনা, ও বিষণ্ণ মনে গৃহের দ্বারদেশে ব'সেছিল, আপনার হুকুম মত, আপনার সমক্ষে কশাঘাত ক'রব ব'লে, বেঁধে নিয়ে এসেছি।

শাই। বেশ ক'রেছ! কে তুমি?

নসির। কে আমি? কে আমি? আমি মহাত্মা উমার-সেখের পুত্র। যাঁর সোণার ফারগানা তোমার সৈন্যগণ নির্ম্মম-হৃদয়ে অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে, আকাশে প্রতিফলিত রক্তিমাভা দেখে তাণ্ডব নৃত্য ক'রেছে, আমি তাঁরই পুত্র; যাঁর নিরীহ প্রজাবৃন্দের শোণিতে তোমার সহচর পিশাচগণ খরস্রোতা প্রবাহিনীর সৃষ্টি ক'রেছে, আমি তাঁরি পুত্র; যাঁর পবিত্র স্মৃতি-পুত রত্নাসন তোমা হেন নারকীর পাপ-স্পর্শে কলুষিত হ'য়েছে, আমি সেই উমার-সেখের পুত্র।

শাই। অসহ্য! বৃশ্চিক-দংশন! বৃশ্চিক-দংশন! কশাঘাত কর, জোরে কশাঘাত কর! আমার রোষ শীতল ক'রে দাও!

গোফুর। বহুৎ আচ্ছা! (কশাঘাত)

নসির। মার—মার! আরও জোরে মার! আমায় মেরে ফেল! আমার ভস্মীভূত পিতৃরাজ্য আর যাতে না দেখতে হয়, তাই করে দাও, আমায় একেবারে মেরে ফেল!

শাই। হাঃ হাঃ হাঃ! বটে বটে! এত বড় বীর তুমি!

যন্ত্রণায় অধীর হবে না ! কশাঘাতে বেদনা অনুভব ক'রবে না ! বেশ, আরও জোরে মার !

(গোকুর অপেক্ষাকৃত শক্তিতে কশাঘাত করিতে লাগিল)

শাই । র'স ! ওতে হবে না ! ওর পরিচ্ছদ উন্মুক্ত ক'রে ফেল । ওকে নগ্ন ক'রে, ওর চর্ম্মের উপর কশাঘাত কর, দেখি ওর চর্ম্ম কত শক্ত !

সফি । (স্বগত) এইবার মারা যাবে ! কি ক'রে রক্ষা করি !

নসি । আল্লা ! এ পাশবিক নির্য্যাতন কি তুমি স্থির হ'য়ে দেখ্‌বে ! এর কি প্রতিশোধ নাই ? ওহো হো বিষম যন্ত্রণা !

শাই । বটে ! আমায় অপমান ! আমার নেত্র-সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমায় অপমান ! আমি থাকতে আমায় না ডেকে, খোদাকে ডাক্‌ছিস ? ওর নগ্ন গাত্রে কশাঘাত কর ! দেখি আমায় ডাকে কি না ! দেখি আমার সম্মুখে নত-জানু হ'য়ে প্রাণ ভিক্ষা চায় কিনা !

নসি । (স্বগত) একি বিভীষিকা ! একি ভয়ঙ্কর জাহান্নম-চিত্র ! আমি কোথায় !

সফি । জনাব ! গরীবের বক্‌শিস্ ?

শাই । বল, ভেবে কি ঠিক ক'রলে ?

সফি । জনাব ! ব'লতে বড় ভয় হয় ।

শাই । নির্ভয়ে বল ।

সফি । জনাব ! যদি এই লোকটাকে আমায় দিতেন, তাহ'লে আমার একটু কায হ'ত !

শাই । ওকে দিয়ে তুমি কি ক'রবে ?

সফি। এই উৎসবের দিনে একটু মজা ক'রতুম। ওর নাকে দড়ি বেঁধে কশাঘাত ক'র্ত্তুম আর ও লাফাত, বড়ই মজা হ'ত। একটু স্ফূর্ত্তি ভালবাসি কিনা জনাব, তাই ব'ল্‌ছিলুম।

শাহ্‌। বহুৎ আচ্ছা, নিয়ে যাও। এখনি ওর নাকে দড়ি বেঁধে আমার সামনে এনে কশাঘাত কর, দেখি কেমন লাফায়!

সফি। বহুৎ আচ্ছা। (স্বগত) আল্লা! দোহাই তোমার। যেন পালিয়ে যেতে পারি। নইলে দুজনেই মারা যাব। খোদা রক্ষা কর, খোদা—রক্ষা কর! [নসিরকে লইয়া প্রস্থান।

শাহ্‌। আর কি ক'রলে গোকুর?

গোকুর। (বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া) ঐ দেখুন জাঁহাপনা! বিদগ্ধ নগরীর রক্তিমাভা নীল আকাশে কি অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি ক'রেছে।

শাহ্‌। হাঃ হাঃ হাঃ! কি সুন্দর, কি উল্লাসকর দৃশ্য! এস, সবাই দেখবে এস! (সকলে বাতায়ন সমীপস্থ হইল) ঐ দেখ! ঐ দেখ! শত শত লোক অগ্নি-সাগর সন্তরণ ক'রে, অর্দ্ধ-দগ্ধ অবস্থায় পালিয়ে যাচ্ছে! বৃদ্ধ, রুগ্ন, শিশু, আর্ত্তনাদ ক'রতে ক'রতে, ছুটে গিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা ক'রছে! বৃথা চেষ্টা! (হাস্য) ঐ দেখ অগ্নির লেলিহান শিখা তাদের গ্রাস ক'রে নিমেষে ভস্মীভূত ক'রে ফেল্‌ছে! তাদের ভস্মাবশেষ নিয়ে, দুরন্ত বায়ু শূন্য মার্গে অপূর্ব্ব ক্রীড়া ক'র্‌ছে! দেখ, দেখ!

সকলে। বাহবা কি বাহবা! শাহবানি হো আকবর!

(উচ্চনিনাদ)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ফারগানার সম্মুখে অরণ্য।

(দুইজন সরাব-বিক্রেতা ভার স্কন্ধে প্রবেশ করিল)

১ম সরাব বিঃ। আর ফিরে দেখ্‌ছিস্ কি! এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্! জান্ বাঁচাই!

২য় সরাব বিঃ। সর্ব্বনাশ ক'ল্লেরে! একেবারে ধনে প্রাণে মাল্লে! ঘরেতে কল্‌সী কল্‌সী সরাব মজুত র'য়েছে। সব গেলরে সব গেল!

১ম সঃ। আর চ'ল্‌তে পারছি না। বড্ড ভার! কাঁধ ব্যাথা হ'য়ে গেল!

(বাবা দোস্তের প্রবেশ)

বাবা দোস্ত। কুচ্ পরোয়া নেই! আমি তোমাদের ভার হাল্‌কা ক'রে দিচ্ছি।

১ম সরাব বিঃ। বাবাদোস্ত? পালিয়ে এসেছ না কি?

বাবাদোস্ত। আরে মিঞা! আমার সাত পুরুষে কেউ কখন পালায়নি, তা আমি কোন ছার! চারিদিকে আগুণ! কোথাও একটু সরাব খুঁজে পেলাম না। তাই মনে বড় কষ্ট হ'ল! যে দিকে তাকাই, কেবল ধূ ধূ করে রং মশাল জ্ব'লে ওঠে! শেষকালে সেই লাল রং মশাল দেখে অমনি হঠাৎ লাল ইস্পাহানি সরাবের কথা মনে প'ড়ল! আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি জিব বেয়ে জল! চোখ বেয়ে জল! একেবারে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়্‌তে সুরু কল্লে! আমার এই ইজের চাপকান্, এমন কি এই পয়জার পর্য্যন্ত সরাবের শোকে আমার সঙ্গে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে আরম্ভ ক'ল্লে! তাই আর

সেথায় টে'কতে না পেরে, একেবারে এই বনের ভেতর সেঁধিয়ে প'ড়্লাম। বহুৎ তকুলীপ হুয়া বাবা! দেনা একটু।

১ম সঃ। বাবা দোস্ত! এই বিপদ্, এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, এতেও তোমার স্ফূর্ত্তি! তুমি একটা আস্ত পাহাড়ে মেষ! তোমার না আছে কাণ্ডজ্ঞান, না আছে কিছু। কেবল পার কলসী কলসী সরাব টান্তে, আর বাজে ইয়ারকি, বাজে বুজরুকি ক'র্ত্তে।

দোস্ত। তা বল বাবা। একশবার বল! তোমরা আমার ছেলের বয়সী, তোমরা বলবে না-ত কে ব'লবে সোণার চাঁদ! বল, বল, যত ইচ্ছে বল। খোদাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর, তিনি আমায় পয়দা ক'রেছেন কেন?

১ম সরাব বিঃ। তোমায় কেন পয়দা ক'রেছেন শুনবে? এই দুনিয়ার ভার বাড়াবার জন্য।

দোস্ত। না, ঠিক তা নয়। এক হিসাবে ভার বাড়াচ্ছি বটে, কিন্তু মিঞা, বলত আর এক হিসাবে ভার কমাচ্ছি কি না?

২য় সঃ। কি রকম?

দোস্ত। বুঝলে না মিঞা ভাই! তোমরাও বুঝে উঠ্তে পাল্লে না! হায়রে আমার নসীব! ও ব্যাটাদের ভার দিনরাত হাল্‌কা ক'চ্ছি তবুও যদি তা বুঝবে। ব্যাটারা এমনি নিমকহারাম, যে কিছুতেই তা মানবে না।

১মঃ স। তোমার মুণ্ডু ক'চ্ছ!

দোস্ত। হাঁ, হাঁ, সেটা অবিশ্যি ঠিক ব'লেছ। খোদা আমার মুণ্ডুটা ক'র্ত্তে বাকী রেখেছেন, তাই কোন মতে সেটাকে ক'রে নিচ্ছি! কি ক'রব মিঞা? মুণ্ডুটা দিয়ে কথা আওড়াতে হবে, পথ দেখে তোমাদের খুঁজেও ত বার ক'ত্তে হবে বটে। আর এই হাঁ

ক'রে, কল্‌সী কল্‌সী সরাব গিলে তোমাদের ভারটা হাল্‌কাও ত ক'র্ত্তে হবে বটে? ওরে মিঞা ভাই! এটাও বুঝলে না?

২য় সঃ। তুমি ব'সে ব'সে বোঝ, আমরা চ'ল্লাম।

দোস্ত। এঁ্যা সে কি! ওরে নিদেন একটা কলসী দিয়ে যা। নইলে এখনি পেট ফেঁপে মারা যাব! এই বনের ভেতর হাঁ ক'রে প'ড়ে থাক্‌ব!

১ম সঃ। তুমি যেমন লোক তোমার ঐ রকম ক'রে থাকাই ঠিক্। চল হে চল।

দোস্ত। দোহাই তোদের! আল্লার কসম্ বল্‌ছি, তোদের অত কষ্ট আমি সহ্য ক'র্ত্তে পাচ্ছি না। আমার জানে বড় ব্যাথা লাগ্‌ছে! তোরা সরাবের ভারে নুয়ে পড়ছিস্ দেখে, আমার বড্ড দুঃখু হ'চ্ছে। আম্যর দুঃখু বোঝরে বোঝ!

২য় সঃ। বেশ, এই কল্‌সীটা দিচ্ছি, নগদ দাম চাই।

দোস্ত। আরে মিঞা! আগে জান বাঁচাই! দে বাপ জান্।

২য় সরাব। এই নাও। এখনই দাম চাই। (মদ্যভাণ্ড দান)

দোস্ত। আচ্ছা তা দেখ্‌ব এখন: আগে একটু খেয়ে চাঙ্গা হ'য়ে নি। দামের কথা তখন র'য়ে ব'সে ভাব্‌ব এখন। (সুরা-পান) আঃ তোফা! বড়িয়া মিঠি মাল! 'মিঠে! (পান) মিঠে বেজায় মিঠে! আমার পা থেকে মাথা অবধি বিলকুল্ মিঠে হয়ে গেল! বাহবা কি বাহবা! (অবশিষ্ট পান) নাও।

২য়ঃ স। ওকি হবে? দাম কই?

দোস্ত। এঁ্যা! দাম—দাম—দা—ম। তাইত (পোষাক অনুসন্ধান) তবেই ত মুস্কিল। কই, দাম টাম ত কিছু সঙ্গে নাই।

১ম সঃ। কোন কথা শুনব না। দাম চাই।

দোস্ত। তা, অন্য দিন দিয়ে দিলেই হবে এখন।

১ম সঃ। সে দিন অমনি ক'রে খেয়ে দাম দাও নি। আজও ফাঁকি দেবার মত্‌লব? র'স আজ তোমার ভুঁড়ি ফাঁসাবই ফাঁসাব। (দোস্তকে ধরিল)

দোস্ত। ধর্‌ ধর্‌! বেশ ভাল করে ধর্‌। দেখিস্‌ যেন আমি পড়ে না যাই।

২য়ঃ সঃ। কোন কথা শুন্‌ব না। আজ তোমার ভুঁড়ি ফাঁসাবই ফাঁসাব।

দোস্ত। ওরে না, না। অমন কর্ম্ম করিস্‌ না! অমন কর্ম্ম করিস্‌ না! তাহলে অমন গোলাপী রংদার মাল, সব পয়মাল হয়ে যাবে। যাই এই ভুঁড়ি ফাঁসাবি, অমনি গল্‌ গল্‌ গল্‌ গল্‌ করে সব বেমালুম্‌ বেরিয়ে যাবে। তখন মাল পয়মাল ক'রে, দাম চাইবি কেমন ক'রে বল্‌ত? থাক্‌ থাক্‌ হজম হ'ক্‌! আস্তে আস্তে হজম হ'ক্‌!

১ম সঃ। মার বেটাকে। (প্রহার)

দোস্ত। আঃ মারিস্‌ কেন ছাই! বরং এক কাজ কর?

২য় সঃ। কি কাজ?

দোস্ত। এই কাপড় চোপড়গুলো সব খুলে নে। বেচে যা পাস্‌ তাই লাভ। আর যদি তাতেও খুসি না হ'স্‌—তা হলে আমায় হাটে নিয়ে চল। অনেক দরে বিকোব। আমার অনেক কিম্মৎ। নে ধরে নিয়ে চল। আর তা না পারিস্‌ আমায় ভারে চাপিয়ে সরাবের কল্‌সীগুলো আমার কোলে বসিয়ে দে। দিব্যি এক সঙ্গে ঢক্‌ ঢক্‌ ঢক্‌ ক'ত্তে ক'ত্তে যাব এখন।

১ম সঃ। চল্‌, ব্যাটাকে ঐ গাছে বেঁধে আচ্ছা ক'রে প্রহার দেওয়া যাক্‌। [প্রস্থান।

২য় সঃ। চল, কোন কথা শুনব না। (ধাক্কা)

দোস্ত। আঃ পড়ে যাব যে ছাই! ধরে নিয়ে চল, ভারে চাপা। [দোস্তকে লইয়া প্রস্থান।

(সেখজিন ও বাবরের প্রবেশ)

সেখজিন। আর চিন্তা নাই। তুমি আরোগ্যলাভ ক'রেছ। খোদা তোমার সহায়। এইখানে একটু ব'স। আমি নেমাজ সেরে আসি। [প্রস্থান।

বাবর। চিন্তা নাই? চিন্তায় সর্ব্বশরীর অবসন্ন হয়ে আসছে! ওঃ! (উপবেশন) দিন যায়, দিন আসে! সূর্য্য ডুবে যায়, আবার প্রাচ্য গগনে মনোহর বর্ণে ফুটে ওঠে! ধরাকে সমস্ত দিন উত্তাপ দিয়ে, শান্তির কোমল অঙ্গে ঢ'লে পড়ে! গ্রহ উপগ্রহ যথা নিয়মে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। বাতাস তেম্‌নি ভাবে বইছে, জগৎ তেম্‌নি ভাবে চ'ল্‌ছে! শুধু আমি নিষ্ক্রিয় অলস হ'য়ে বসে আছি। সুদূর ভবিষ্যতের মনোহর ছবি মরীচিকার মত আমায় প্রতারিত ক'চ্ছে! আমি সেই ছবি প্রত্যক্ষ করবার জন্য বৃথা ব্যাকুল হয়ে প'ড়্‌ছি। তুঙ্গ শৈল-শীর্ষে কোহিনুর শোভা পাচ্ছে, পঙ্গু আমি, তাই দেখ্‌ছি, আর কেবল নিশ্চল হ'য়ে ব'সে ব'সে অশ্রুজল ফেল্‌ছি। এক ফকির ব্যতীত আর আমার কেউ নাই!

(সফিউল্লা ও নসির মির্জ্জার প্রবেশ)

নসির। আমায় কেন বাঁচালে সফি! মৃত্যুই আমার উপযুক্ত শাস্তি হ'ত! এ দুর্বিসহ যন্ত্রণা আর সহ্য ক'রতে হ'ত না।

বাবর। (উঠিয়া) ভাই, ভাই! কি বল্‌ছ?

নসির। দাদা! দাদা! শাইবানি আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছে। পবিত্র উমার-সেখের সোণার রাজ্য ভস্মীভূত ক'রে ফেলেছে!

আবাল বৃদ্ধ বনিতা, আর্ত্তনাদ ক'ত্তে ক'ত্তে, আমার চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিতে পুড়ে মরে গেছে। আমি স্থির প্রস্তরের মত তাই নীরবে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছি, আর অবিরল অশ্রু ফেলে এই পরিচ্ছদ সিক্ত ক'রেছি!

বাবর। অশ্রুজল! এ পাশবিক নির্ম্মম অত্যাচার প্রত্যক্ষ ক'ল্লে, অশ্রুজল দাবানলে পরিণত হয়! লোকে প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে যায়! তুমি উমার সেখের পুত্র হয়ে নীরবে তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে!

নসির। কেমন ক'রে সে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব দাদা! কেমন করে সে অনল নির্ব্বাপিত ক'রব দাদা!

বাবর। কেমন ক'রে নির্ব্বাপিত করবে? তার পিশাচ দলের শোণিতে, সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত না করে চ'লে এসেছ? তবে আমি সে অনল শীতল করে দিয়ে আসছি। (হঠাৎ) না, না,—এ উন্মাদনা! বৃথা উত্তেজনা! আমরা অসহায়! তুমি ঠিক ব'লেছ, শুধু নীরবে অশ্রুপাত কত্তে হবে! উপায় নাই, কি করব। ওঃ, ওঃ, ওঃ!

(উপবেশন)

নসির। এই সফি উল্লার সম্মুখে আমায় দরবারে বেঁধে নিয়ে অসংখ্য বার কশাঘাত করেছে! এই দেখুন বিচ্ছিন্ন চর্ম্ম! এই দেখুন শোণিত-চিহ্ন! এই দেখুন ছিন্ন পরিধেয়! অবশেষে যখন আমায় নগ্ন ক'রে কশাঘাত ক'ত্তে উদ্যত হয়, তখন কৌশলে সফি আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছে।

বাবর। (রোষে উঠিয়া) এঁ্যা! এতদূর! এতদূর অপমান! এই পাশবিক অত্যাচার, এই নির্ম্মম উৎপীড়ন! বাবর! বাবর! তুমি কি মৃত? সত্যই কি তুমি বেঁচে আছ? না, না, তুমি ম'রে

গেছ! নইলে নইলে তোমার সহোদরের অঙ্গে কশাঘাতে তোমার অঙ্গে বৃশ্চিক্ দংশন ক'চ্ছে, তবুও তুমি স্থির হয়ে অম্লান বদনে দাঁড়িয়ে তাই সহ্য ক'চ্ছ? তুমি ম'রে গেছ; তুমি ম'রে গেছ, এ তোমার প্রেতাত্মা!

নসির। দাদা, দাদা, আমাদের সব গেল! আমরা অপমানিত, নির্ব্বাসিত, হৃতসর্ব্বস্ব! আর জীবন-ধারণে প্রয়োজন কি? আসুন আমরা জীবিত অবস্থায় কবরে প্রবেশ করি।

বাবর।—খোদা! তুমি না ন্যায়বান্? তুমি নাকি অত্যাচারীর প্রতি বিধান-কর্ত্তা? মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! তুমি পাষাণ! তুমি অত্যাচারীর সহায়, তোমার রাজ্যে ন্যায়ের অস্তিত্ব অমূলক কল্পনা!

(সেখ জিনের পুনঃপ্রবেশ)

সেখজিন। অমন কথা আর উচ্চারণ ক'রনা! দ্বিতীয় বার ও কল্পনাকে মনে স্থান দিও না। খোদার দয়ার প্রত্যাশী যদি হ'য়ে থাক, তবে নীরবে সহ্য ক'ত্তে শেখ। ধৈর্য্য ধারণ করে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর; দেখবে চারিদিক আলোক-ময় হয়ে উঠ্‌বে!

বাবর। কিন্তু ফকির, আমার চারিদিক্ অন্ধকারময়। আমি প্রতিহিংসায় অন্ধ! অত্যাচারে বিবেক হীন, ধৈর্য্য হীন! যন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন! আমার বিশ্বাস যায়! ধর্ম্ম লোপ হয়! ইহকাল পরকাল যায়! আমার উপায় কি হবে ফকির!

সেখজিন্। স্থির হও! আমি তোমার উপায় ক'রে দিচ্ছি! উন্মত্ত হ'ও না। তুমি পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর হবে, এত উতলা হ'লে চ'লবে কেন?

বাবর। আর মনে আশার সঞ্চার ক'রবেন না। আমি তার ছলনায় আজীবন প্রতারিত।

(দূত ও হাসানের প্রবেশ)

সংবাদ কি ?

দূত।—জনাব সকলে কুশলে আছেন। আপনার আরোগ্য সংবাদ নিয়ে যদি এখনি আমি না ফিরি, তা হলে তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে প'ড়বেন।

বাবর। বেশ, যাও ব'ল আমরা ভাল আছি। আমরা বিপদের অনল-শিখা বেষ্টিত, তবুও আমাদের কুশল-সংবাদ দানে তাদের স্থির ক'রে রাখ্‌বে, যাও। ওকে ?

দূত। আপনার কাছে কি ব'লতে এসেছে।

বাবর। বেশ, শুন্‌ছি। তুমি যাও, তাদের আশ্বস্ত করগে। সফি সঙ্গে যাও !

সফি। যো হুকুম ! [প্রস্থান ও দূতের অনুসরণ।

বাবর। কে তুমি ?

হাসান। জনাব আমি এক জন দরিদ্র ! আপনার করুণা-ভিক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি। শুনেছি আপনি উদার ও মহৎ ! তাই আমি আপনার শরণাপন্ন ! এ দুনিয়ায় আমার কেউ নাই।

বাবর। তুমি কি প্রার্থনা কর ?

হাসান। আমি অনাদরে পালিত ! আমি নির্ব্বাসিত। স্বার্থপর ভ্রাতৃগণ আমায় বিতাড়িত করে দিয়েছে ! তাই আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কচ্ছি।

বাবর। বেশ, তুমি আমার সঙ্গে কষ্ট স্বীকার করে থাকৃতে পারবে ?

হাসান। তা অনায়াসে জনাব। আপনার সঙ্গে থাক্‌তে পাল্লে, কষ্ট ও আমার মহাসুখ বলে মনে হবে! শুধু আপনার আশ্রয় ভিক্ষা ক'চ্ছি।

বাবর। (স্বগতঃ) কথা বার্ত্তা, চেহারা দেখে মনে হ'চ্ছে,—এ কার্য্যদক্ষ হবে। আমিও ওরি মত অসহায়। আমি ওকে পরিত্যাগ ক'রব না! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বেশ, তুমি আজ থেকে আমার সঙ্গে থাক্‌বে। তোমার নাম?

হাসান। আমার নাম হাসান।

(নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল)

বাবর। ওকি?

নসির। আমি দেখে আসি। [প্রস্থান।

(পুনঃ সৈন্য কোলাহল)

বাবর। একি! আমাদের পিতৃ রাজ্য ভস্মীভূত ক'রে আমাদের বধ ক'ত্তে ছুটে আসছে বুঝি! অসম্ভব কিছু নয়। ফকির, ফকির! ঐ শুন্‌ন্ শাইবানির সৈন্যদল ভৈরব হুহুঙ্কারে গগন মুখরিত ক'ত্তে ক'ত্তে এইদিকে ধাবিত হ'চ্ছে। নিশ্চয় আমাদের বধ ক'ত্তে ধেয়ে আস্‌ছে। এখন উপায় কি? কোথায় পালাব? কোথায় আশ্রয় পাব? ফকির, ফকির! উপায় কি?

সেখজিন। ভয় নাই! খোদা রক্ষা ক'রবেন। ঐ শোন. ঐ শোন, ও উল্লাস-নিনাদ নয়! ও মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ! উৎপীড়িত সৈন্যগণ ফারগানা থেকে পালিয়ে আস্‌ছে! ওদেরই সাহায্যে তুমি শাইবানিকে দমিত ক'র্ত্তে সক্ষম হবে! খোদার ইচ্ছায় তুমি পূর্ণ-মনোরথ হবে! ঐ যে ওরাসব এই দিকেই আস্‌ছে!

বাবর। তা তো নয়! ওরা আমাদের বধ ক'ত্তে আসছে! এ আপনার ভ্রান্তি!

সেখজিন। বিশ্বাস হারিও না! বিচলিত হও না! খোদার দয়া, খোদার ন্যায়পরতা দেখ! নিজকৃত পাপের জন্য অনুতাপ কর! খোদার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর!

বাবর। (নতজানু হইয়া) খোদা! ভ্রান্তের অপরাধ মার্জ্জনা কর! আমার পিতৃরাজ্য রক্ষার উপায় বিধান কর। আমার জাতির নাম, আমার বংশের নাম, ধরা পৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত না হ'য়ে যায়, এমন উপায় বিধান কর প্রভু!

সেখজিন। ঐ দেখ দলে দলে সব এই দিকেই আস্‌ছে।

(সৈন্যদলের প্রবেশ)

বাবর। কে তোমরা? তোমরা কি শয়তানের জীবিত মূর্ত্তি শাইবানির প্রপীড়িত সৈন্যগণ? তোমরা কি নির্য্যাতিত, অপমানিত, পদাহত সৈন্যগণ? বল, বল, তোমরা কারা?

১ম-সৈন্য। জনাব! চিন্তে পারবেন না! আপনি মহৎ। এ বিশ্বাস-ঘাতকদের চিন্তে পারবেন না। আমরা আপনাকে অসহায় ফে'লে, রণোন্মাদে বিবেকশূন্য হ'য়ে আপনার শত্রু-পক্ষে যোগ দিয়েছিলাম। তার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছি। সেই বিশ্বাস—ঘাতকতার প্রতিফল, খোদা আমাদের হাতে হাতে দিয়েছেন!

২য়-সৈঃ। সেই দুরাত্মার জন্য আমরা অকাতরে দেহের শোণিত পাত করেছিলাম বিনিময়ে সে আমাদের স্ত্রী পুত্র, বৃদ্ধ পিতা মাতা, রুগ্ন আত্মীয় স্বজনকে জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত করে ফেলেছে!

বাবর। তোমরা কি এ অপমান, এ নির্য্যাতন, নীরবে সহ্য ক'রতে চাও? না, নির্ম্মম শার্দ্দুলের মত লাফিয়ে প'ড়ে, তার রক্তে নগরের অনল প্রশমিত ক'ত্তে চাও!

৩য়-সৈঃ। জনাব! আমরা শুধু আপনার সাহায্য চাই, আপনার হুকুম চাই।

১ম-সৈঃ। আর আমরা পূর্ব্ব-কৃত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। আজ থেকে আমরা আপনার গোলাম। আজ থেকে সেই শয়তান কে উপযুক্ত প্রতিশোধ দেওয়া—ও আপনাকে নিষ্কণ্টক করা আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত! জনাব। দোহাই আপনার! আমাদের সহায় হন!

বাবর। আমি প্রস্তুত। এই মুহূর্ত্তে আমার অনুসরণ কর!

সৈন্যগণ। চলুন!

বাবর। এস আর বিলম্ব নয়! শোণিত এখনও উষ্ণ! চলে এস। [প্রস্থান।

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো। [সকলের অনুসরণ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর সম্মুখে বৃক্ষতল।

(বাবাদোস্ত শায়িত, তস্করদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম-তস্কর। বেশী কিছু পাওয়া গেল না। যে হট্টোগোল!

২য়-তস্কর। আরে! এই পাগড়ী দুটোরই অনেক দাম। বেচতে পারলে অনেক আসরফি পাওয়া যাবে।

১ম-তস্কর। আমাদের ঘরের সাম্‌নে ও বেটা শুয়ে কেরে?

২য়-তস্কর। তাইতো! একি বাবা! চোরের উপর বাটপাড়ি নয়ত?

১ম-তস্কর। আয় তো দেখি। ওরে নারে! এ এক ব্যাটা কে ঘুমুচ্ছে! আয় তো দেখি ওর ঠেঁয়ে কিছু আছে কিনা।

(বাবাদোস্তের সমীপে গমন)

আগে ধাক্কা দিয়ে দেখা যাক্ (ধাক্কা প্রদান) বলি কেহে বাপু তুমি? এখানে পড়ে র'য়েছ কেন?

২য়-তস্কর। এযে সাড়া নাই। ওর মুখ দিয়ে সরাবের গন্ধ বেরুচ্ছে। বেটা সরাব খেয়ে বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে।

১ম-তস্কর। তবেই ত সুবিধে। আয় তো দেখি ওর পোষাকের ভেতর কিছু আছে কিনা। (পরিচ্ছদ অন্বেষণ)

দোস্ত। কেন মিছে কষ্ট কচ্ছ বাবা? (উঠিয়া বসিল) আমার ঠেঁয়ে যদি কিছু থাক্‌বেই, তাহ'লে সে বেটারা আমায় এমন ক'রে মেরে এখানে কুপোকাৎ করে রেখে যাবে কেন সোণার-চাঁদ?

২য়-তস্কর। এঁ্যা। না, না, তানা, তা বলছি না। বলছি তুমি এখানে এমন করে প'ড়ে রয়েছ কেন?

দোস্ত। মুখে জিজ্ঞেস কল্লেই তো চুকে যেত বাবা। হাত পা দিয়ে আমার এ দামী পোষাকটাকে ঘেঁটে কি জিজ্ঞেস কচ্ছিলে বাপ্‌জান্?

১ম-তস্কর। এই তোমার পোষাকে ধূলো লেগেছিল কিনা, তাই ঝেড়ে দিচ্ছিলাম। তুমি আমাদের ঘরের সাম্‌নে অমন ক'রে প'ড়েছিলে দেখে আমাদের মনে বড় কষ্ট হ'চ্ছিল। তাই তোমাকে ধরাধরি ক'রে আমাদের ঘরের ভেতর নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'চ্ছিলাম। এর ভেতর তুমি জেগে উঠ্‌লে।

দোস্ত। তাই নাকি। তবে ত নেহাত ভাল বেসে ফেলেছ

দেখছি। তবে যদি এতই পিয়ার কল্লে মিঞা, আমায় একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে চল, একটু সরাব দাও। একবার ধাতটা ফিরিয়ে নেয়া যাক্। এস।

১ম-তস্কর। আমরা সরাব কোথায় পাব? আমরা ও সব ছুঁই না।

দোস্ত। তাহলে আমার সঙ্গে অত ভাব না ক'ত্তে যাওয়াই তোমাদের উচিৎ ছিল। আরে মিঞা। দোস্তর সঙ্গে ভাব করা, আর হাতে হাতে বেহেস্ত পাওয়া, একই কথা, তা জান কি?

২য়-তস্কর। কি রকম?

দোস্ত। যদি এই দুনিয়ায় ব'সে, জল জ্যান্ত বেঁচে থেকে বেহেস্ত পেতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এস, দু পেয়ালা সরাব টান, দেখবে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হবে না। এইখানে এক কলসী সরাব নিয়ে এস, চ'খের নিমিষে দেখবে এ যায়গা কেয়া তোফা বেহেস্ত হ'য়ে প'ড়বে।

১ম-তস্কর। না আমরা তা পারব না। আমরা সরাব ছুঁতেই পারব না।

দোস্ত। তবে আর তোমাদের সঙ্গে পোষাল না বাবা। আমি চ'ল্লাম। তোমরা বেজায় বেয়াড়া রকমের বেরসিক।

(প্রস্থানোদ্যত)

২য়-তস্কর। মিঞা সাহেব! এই—তোমার ঘর কোথায়? শোন না।

দোস্ত। কেন বলত? তবে কি ভাব করবার ইচ্ছে হ'লো নাকি?

১ম-তস্কর। না, এমনি জিজ্ঞেস কচ্ছিলাম।

দোস্ত। জেনে লাভ ?

১ম-তস্কর। না এমন কিছু নয়। এই জিজ্ঞেস কচ্ছিলাম।

দোস্ত। আরে বাপ্ জান্। কেন মিছে রাত জেগে আমার ঘরে ঢুকে মেহানত ক'রবে ? আমার কিছুই নাই। পরখ ক'রে ত একবার দেখেছ ? বিশ্বাস না হয়, একদিন রাত দুপুরে আমার কুঁড়েতে ঢুকে হাল মালুম ক'রে এ'স না।

২য়-তস্কর। তুমি কি আমাদের চোর ঠাউরেছ ?

দোস্ত। তোবা ! তোবা ! কোন ব্যাটা তোমাদের চোর বলে ? যে বলে, আমি তার বোনাই। তোমরা আমার ভাই। খোদা আমায় যেমন এই দুনিয়াটার ভার হাল্‌কা ক'রবার জন্যে পয়দা ক'রেছেন, তোমাদেরও ঠিক তাই করবার জন্যে পয়দা ক'রেছেন ভাইজান্। বুঝলে মিঞা ? আরও বোঝ.—যাদের ভার আমরা দিনরাত হাল্‌কা করবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াই, সে ব্যাটারা দুচক্ষে আমাদের দেখ্‌তে পারেনা। দুনিয়াটা কি নিমক্‌হারাম, কি বেইমান্ তাই একবার দেখ।

১ম তস্কর। (জনান্তিকে) ওহে ব্যাটা আমাদের ঠিক চোর ঠাউরেছে।

দোস্ত। নাহে আমি তোমাদের সঙ্গে বেইমান ক'রবো না; আমি নিমক্‌হারাম নই মিঞা। তোমরা আদর ক'রে যখন আমার পোষাকের ধুল ঝেড়ে দিয়েছ, তখন আমি তোমাদের ভুলব না, ম'রে গেলেও না। সেলাম, সেলাম। [প্রস্থান।

১ম তস্কর। দ্যাখ্, বেটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা ! চল্, চল্, মাল-পত্তর সরিয়ে ফেলা যাক্। আসরফিগুলো কলসী ভর্ত্তি করেই গাছতলায় পুতে ফেলি আয়। [প্রস্থান।

২য় তস্কর। চল্ চল্, ব্যাটা হয় ত লোকজন নিয়ে এসে প'ড়ল। [প্রস্থান।

(শাইবানি, গোফুরখাঁ ও উজ্‌বেক-সৈন্যগণের প্রবেশ)

শাইবানি। শুষ্ক-পর্ণ-নির্ম্মিত কুটীররাজি অনল স্পর্শ মাত্রেই ভস্মীভূত হ'য়ে গেল, কিন্তু ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত সৌধরাজি ধরাশায়ী হ'তে একটু অধিক সময় লেগেছিল, না গোফুর ?

গোফুর। জাঁহাপনা! তা সত্য বটে। কিন্তু একটাকেও সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দি নাই। সবগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত ক'রে রেখে এসেছি।

শাইবানি। তোমার বাহাদুরী আছে! তোমার বাহাদুরী আছে! বৃদ্ধ রুগ্ন ও শিশুগুলোকে তরবারির আঘাতে যে একেবারে নির্ম্মূল ক'রে ফেলেছ,—তা ভালই ক'রেছ। যে বিকট চীৎকার! শুন্‌লে কর্ণ-পটহের অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল। হয়ত বা পাহাড়ের মত বধিরই হ'য়ে প'ড়তুম! বেশ ক'রেছ! খুব ভাল কায ক'রেছ! আমার প্রাণে গভীর উল্লাসের সৃষ্টি ক'রেছ! দেখ্‌ছি তুমি আমার আজ্ঞা বর্ণে বর্ণে, ছত্রে ছত্রে পালন ক'রেছ! তোমার উপর আমি খুব খুসী। (নেপথ্যে কোলাহল) ঐ বুঝি আবার মোগল সৈন্যপাল এই দিক পানে ছুটে আস্‌ছে! একদণ্ডও আমাদের স্থির হ'য়ে থাক্‌তে দেবে না! চল, চল, আরও এগিয়ে চল! ভয়ঙ্কর পরিশ্রম হ'য়েছে! আরাম চাই! আরাম চাই!

(জনৈক উজ্‌বেক্-সৈন্য একটী অপূর্ব্ব সুন্দরীকে ধরিয়া লইয়া আসিল)

এস, এস, ওকে আমার কাছে নিয়ে এস। (সকলে প্রস্থান করিল। কেবল সৈন্য আর যুবতী রহিল।)

যুবতী। ও হো হো! কে আছ রক্ষা কর, রক্ষা কর! দস্যুর হাত থেকে আমায় রক্ষা কর! প্রাণ যায়! ইজ্যৎ যায়!

(নসির মির্জ্জা ও কয়েকজন মোগল-সৈনিকের প্রবেশ)

নসির। ভয় নাই! ভয় নাই! (সৈন্যকে অস্ত্রাঘাতে বধ করিয়া যুবতীকে উদ্ধার করণ, সৈন্যের অন্তরালে পতন) সৈন্যগণ! রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত ওদের অনুসরণ কর! একটুও বিশ্রামের অবসর দিও না,—যাও, বিলম্ব ক'রনা।

[সৈন্যগণ আল্লা আল্লা হো রবে প্রস্থান।

যুবতী। কে তুমি আমার ইজ্যৎ রক্ষা ক'ল্লে! তুমি কি মানুষ, না বেহেস্তের কেউ হবে? তুমি যেই হও, তুমি আমার বাপ্। দয়া ক'রে আমায় বাড়ী পৌঁছে দাও বাবা! আমি চিরজীবন ঋণী হ'য়ে থাকৃব। দুষ্‌মনেরা আমার বাপ-মায়ের হাত থেকে আমায় জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে! তাদের কান্নায় পাষাণ ফেটে যাচ্ছে! আকাশ কেঁপে উঠ্‌ছে! হয়ত তারা এতক্ষণ পাগল হ'য়ে উঠেছে!

নসির। চল মা! আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমায় গৃহে রেখে আসছি। [প্রস্থানোদ্যত।

(নেপথ্যে) ঐ—ঐ—চ'লে যাচ্ছে! কেড়ে নাও, কেড়ে নাও! যদি ওকে ধ'রে নিয়ে জাঁহাপনার কাছে হাজির ক'ত্তে পারি—তাহ'লে বহুৎ এনাম পাব।

যুবতী। বাবা! বাবা! এখন উপায় কি! আমার বড্ড ভয় পাচ্ছে! কি হবে! কি হবে!

নসির। ভয় নাই মা! তাদের আমরা এ রাজ্যের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছি! ফিরে যদি আসে, তা হ'লে তাদের এই পথ

দিয়েই যেতে হবে। আমায় না মেরে ফেলে তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ ক'রতে পারবে না! যাও নির্ভয়ে চ'লে যাও! বিলম্ব ক'র না—ভয় নাই।

[যুবতী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

(উজবেক-সৈনিকদ্বয় প্রবেশ করিল)

১ম সৈনিক। ঐযে—ঐযে ছুটে পালাচ্ছে—চল, চল, ধরিগে চল। (বেগে গমনোদ্যত)

নসির। খবরদার! হুসিয়ার! আমায় আগে মেরে ফেলবি—তার পর অগ্রসর হবি!

২য় সৈঃ। তবে তোমায় একেবারে নিকেশ ক'রে রেখে যাচ্ছি। (আক্রমণ)

(নসির উভয়ের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়কে পশ্চাদপদ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল)

সৈন্যদ্বয়। (নেপথ্যে) মেরে ফেল্লে! মেরে ফেল্লে!

(নেপথ্যে নসির) ওঃ ওঃ! (নেপথ্যে ভীষণ পতন শব্দ)

দোস্ত। (নেপথ্যে)—র'স—র'স ভয় নাই—

(বাবাদোস্ত নসিরমির্জ্জাকে ধরিয়া কষ্টে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিল)

নসির। কে তুমি ভাই? তোমার এ ঋণ ইহজন্মে পরিশোধ ক'ত্তে পারব না। দূরে ঐ দেখ্‌ছ—দগ্ধ-নগর-প্রান্ত। ঐখানে যদি আমায় দয়া ক'রে পৌঁছে দাও, তাহ'লে চিরজীবন তোমার কাছে ঋণী থাকব ভাই!

বাবাদোস্ত। তা এক রকম ক'রে পারবই এখন মিঞা-ভাই! তবে কি জান? একটু সময় লাগবে! একটু তক্‌লীপ্ হবে ভাই—

কেননা,—তুমিও ট'লছ, আমিও ট'লছি—তবে আমি বিশ কলসী খেলেও বেহুঁস্ হই না। চল ভাই—আমার কাঁধে ভর ক'রে আস্তে আস্তে চল। (গমন)

নসির। তোমার এ মহদুপকারের যোগ্য-প্রতিদান কি আছে ভাই ?

বাবাদোস্ত। কিছুই না মিঞা ভাই—শুধু এক পেয়ালা সরাব দিলেই ঢের হবে এখন। এস। [উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ফারগানার দগ্ধ-নগর প্রান্ত।

(বাবর ও সৈন্যগণ আসীন।)

বাবর। সৈন্যগণ! বন্ধুগণ! তোমাদের সাহায্যে আমি শত্রুকে পরাজিত ক'রে আমার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রেছি। তোমাদের দেহের শোণিত দিয়ে আমি বিজয়-গৌরব ক্রয় ক'রেছি। তোমাদের এ উদারতার এ নিঃস্বার্থপরতার যোগ্য-প্রতিদান কি আছে ভ্রাতৃগণ ?

সৈন্যগণ। আমরা শুধু আপনার মেহেরবানি চাই, আর কিছু চাই না।

বাবর। যদিও এই দগ্ধ, ভগ্নাবশেষ নগর তোমাদের সেই অনৈসর্গিক, বীরত্বে অযোগ্য বিনিময়, তথাপি তোমরা দুঃখ প্রকাশ ক'রনা। কেন না এ আমার পিতৃরাজ্য! এর সামান্য ইষ্টক খণ্ডটী পর্য্যন্ত আমার কাছে প্রিয়। এর প্রতি ভগ্নস্তূপের নিয়ে এক একটী

পূণ্য-স্মৃতি নিহিত! এর প্রতি দগ্ধ সৌধের নিম্নে এক একটা শতাব্দীর গৌরব সমাধিস্থ!

সৈন্যগণ। আমরা এ নগর অবিলম্বে পুনর্গঠিত ক'রব।

(বাবাদোস্তের নসির মির্জ্জাকে লইয়া প্রবেশ)

বাবর। এ কি! এ কি!

নসির। দাদা! ভীষণ আঘাত! ভীষণ আঘাত! প্রজাদের রক্ষা ক'ত্তে গিয়ে—উঃ (পতন)

বাবর। সে কি! শাইবানি আমার সর্ব্বনাশ করেছে—নসির ভাই! দাও, সিরাজি দাও, নসিরকে সিরাজি দাও—সবল হ'ক—

নসির। দাদা! দাদা! অমন দুর্ল্লভ,মনোহর,প্রস্তর-বিনির্ম্মিত, অমন অপূর্ব্ব-শিল্প-নৈপুণ্যে-সুসজ্জিত সৌধ শ্রেণী, আজ ধরণী-শায়িত! কোনটা অর্দ্ধভগ্ন! কোনটা সমভূমি, কোনটা স্তূপে পরিণত! আমাদের শৈশবের মধুস্মৃতি প্রমোদ-কানন অগ্নিতে ঝলসিত! বিটপী-রাজি পল্লব-কুসুম-বিবর্জ্জিত! কেবল—কেবল সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে নৈরাশ্যের ও হাহাকারের ভাব ব্যক্ত ক'চ্ছে! নিরীহ কৃষকবৃন্দ যে সকল পর্ণ কুটীরে মনের আনন্দে, সম্রাটাকাঙ্ক্ষ্য সুখে কালাতিপাত ক'র্ত্ত, আজ তা অঙ্গার-রাশিতে পরিণত! এ দৃশ্য কেমন করে সহ্য ক'রব দাদা!

বাবর। কেঁদনা। অশ্রুজল ফেল না। এ পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব! এ নৃশংসতার, এ অমানুষিক নির্য্যাতনের পরিণাম কত ভয়ঙ্কর, তা তাকে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব ক'ত্তে হবে! ঐ ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষ সৌধ-রাজি এখনও দেখ কষ্টে মস্তক উন্নত ক'রে, খোদার কাছে বিচার প্রার্থনা ক'চ্ছে! ঐ নিরস্ত-পল্লব-প্রসূণ পাদপরাজি খোদার কাছে তাদের কাতর প্রার্থনা, মর্ম্মান্তিক

যাতনা নিবেদন ক'চ্ছে! মৃত্তিকা-শায়িত, অঙ্গারে পরিণত পর্ণ-কুটীররাজি, ঐ দেখ বায়ুর সাহায্যে উর্দ্ধে উড্ডীয়মান হ'য়ে, খোদার পায়ে, অন্তরের ব্যাথা, হৃদয়ের হাহাকার জ্ঞাপন ক'চ্ছে! খোদা এদের প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রবেনই। শাইবানির রক্তাক্ত বিচ্ছিন্ন মুণ্ড এর কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হবে! দুঃখিত হ'য়ো না ভাই! সব পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেছে। কিন্তু অতীতের স্মৃতি ভস্মীভূত নয়! প্রতিহিংসার গূঢ় বহ্নি নির্ব্বাপিত নয়! খোদার ন্যায় বিচার এখনও লুপ্ত হয় নাই! আশ্বস্ত হও ভাই।

(রমজানের প্রবেশ)

রমজান। জনাব! আপনার হুকুম মত সৈন্যগণের আরামের ব্যবস্থা ক'রেছি।

বাবর। সৈন্যগণ! তোমরা রণশ্রমে ক্লান্ত। তোমরা বিশ্রাম কর এবং আমাদেরও ভাই মনে ক'রে তাতে যোগদান ক'ত্তে দাও।

সৈন্যগণ। ধন্য! ধন্য জনাব! আপনার মহত্ব আমরা শত-জন্মেও বিস্মৃত হ'ব না।

রমজান। আমি ভৃত্যদের হুকুম করি।

বাবর। হ্যাঁ, তাদের হুকুম কর! এদের সরাব দিতে বল। এরা রণক্লান্তি দূর করুক। (নসিরের প্রতি) কেমন একটু সুস্থ হ'য়েছ ভাই,- সিরাজি দাও। সিরাজি দাও—ক্লান্তি দূর হ'ক—কে তুমি বন্ধু--? কে তুমি দয়া ক'রে আমার সহোদরের জীবন রক্ষা ক'ল্লে!—এস তুমি যেই হ'ও—তুমি আমার বন্ধু।

দোস্ত। (টলিতে টলিতে) জ—নাব! আমি? আ—আমি? আমি আমি আপনার ন-ফর। সেলাম।

(কুর্ণিশ কালে পতন ও সৈন্যগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল)

বাবর। ওকে তুলে দাও। আমার কাছে এনে ওকে বসিয়ে দাও। ওকে সিরাজি দাও।

(হাসান বাবাদোস্তকে ধরিয়া লইয়া চলিল)

দোস্ত। এই—আস্তে আস্তে চল বাবা। আমায় দেখ্‌ছ ত? যদি দৈবাৎ তোমার ঘা—ঘাড়ে পড়ে যাই, তা—তা—তাহ'লেই তোমার ব—বংশ লোপ! (সৈন্যগণের উচ্চহাস্য)

বাবর। তোমার নাম?

দোস্ত। (বাবর সমীপে উপবেশন করিয়া) জ,—জনাব! আমার নাম? না—নাম কি আর আছে? এই—স—সরাবের অনেক নীচেতে চা—চাপা প'ড়ে গেছে।

বাবর। সুরসিক।

দোস্ত। সু—সু রাশিক? হাঁ, হাঁ, তা—ঠিক ব'লেছেন বটে! সু—সুরা দিন রাত খাই বটে, প,—পছন্দও ক'রে থাকি বটে, কি—কিন্তু জনাব! ঐ শিক ভাজা যে ব'ল্লেন, ওটা এক দমই জোটে না। এই বড় দুঃখ জনাব!

বাবর। বহুৎ আচ্ছা। তুমি কিছু খাবে? আমি তোমায় দিচ্ছি। এই বৃদ্ধকে কিছু খানা দাও।

ভৃত্য। যো হুকুম।

দোস্ত। মেহের বানি, ন—নফরের উপর এত মেহেরবানি!

বাবর। তোমার উপর আমি খুব খুসি। তোমার নাম কি বল?

দোস্ত। না—নাম? আমার নাম? আমার নাম এই—বাবা রেখেছিল বাবা।

বাবর। কি রকম?

দোস্ত। এই বাবা দোস্ত।

বাবর। বেশ বুঝলাম তোমার নাম বাবা দোস্ত। আজ থেকে তুমি আমার পরম বন্ধু। আমার সঙ্গে থাকতে স্বীকৃত আছ, বাবা-দোস্ত?

দোস্ত। ব—বহুৎ জনাব! বান্দার উপর এত মেহেরবানি, আমার সে—সেলাম নিন্ জনাব! (উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল)

বাবর। তুলে দাও, ওকে সোজা ক'রে বসিয়ে দাও।

(হাসান বাবাদোস্তকে বসাইয়া দিল)

দোস্ত। খা—খা—খানা?

(ভৃত্য খানা ও সরাব পাত্র দোস্তর সম্মুখে ধরিল)

বাবর। এই নাও খাও।

দোস্ত। বাহবা! এ যে তোফা খানা! জনাব, কি ব'লব? এই খাবার আর স—সরাব নিজ্জসই যমজ ভাই!

বাবর। এইবার খাও বাবা-দোস্ত।

দোস্ত। গরীবের উপর এত মেহেরবানি! আমার সেলাম নিন্ জনাব! (সেলাম কালে পতন ও পদাঘাতে খাবার ও সরাব পাত্র চূর্ণ হওন) ধর ধর, প'ড়ে গেলাম যে ছাই! ও দিকে আবার যমজ ভাই বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়ে পালায়! ধর—ধর।

বাবর। বাবা-দোস্তকে শুইয়ে রেখে এস।

(ভৃত্যগণ বাবাদোস্তকে লইয়া গেল)

দোস্ত। (চলিতে চলিতে) জনাব! সেলাম পৌঁছে। যমজ ভাই কোথায় গেল! [প্রস্থান।

বাবর। লোকটা অসম্ভব সুরা পান ক'রেছে! সংজ্ঞা-শূন্য,

হওয়ায় উপক্রম হয়েছে। ওকে আর সরাব দিও না। (স্বগত) সংসারে কিছুই ফেলা যায় না। আবর্জ্জনাও সার হয়। আমি ওকে পরিত্যাগ ক'রব না। ওকে মানুষ করবার চেষ্টা ক'রব! খোদার জীব! সুতরাং আমারও ভাই।

(সফিউল্লার প্রবেশ)

সফি। জনাব! সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

বাবর। কি, কি হ'য়েছে ?

সফি। শয়তান শাইবানি খাঁ সামারকান্দ আক্রমণ ক'রেছে! চারিদিকে অত্যাচার, চারিদিকে লুণ্ঠন আরম্ভ হ'য়েছে! আমি বেগম সাহেবদের নিয়ে পালিয়ে আস্‌ছিলাম, পথিমধ্যে শাইবানির সৈন্যগণ, তাঁদের তাঞ্জাম-শুদ্ধ বন্দি ক'রে শাইবানির শিবিরে নিয়ে গেছে! আমাদের সকলে জান দিয়েছে, কেবল খোদার কৃপায় আপনাকে সংবাদ দেবার জন্য, জান নিয়ে পালিয়ে আস্‌তে পেরেছি। সর্ব্বনাশ হয়! উপায় স্থির করুন! উপায় স্থির করুন!

বাবর। তুমি যাও, ছদ্মবেশে তাদের অনুসরণ কর, আমরা তোমার পশ্চাতে যাচ্ছি।

সফি। যো হুকুম। [প্রস্থান।

বাবর। (সুরা মত্ত ভাবে) সৈন্যগণ! ভ্রাতৃগণ! সাম্রাজ্য চূর্ণ হ'য়ে যায় যাক! পিতৃরাজ্য ভস্মীভূত হয় হ'ক! দুনিয়া জাহান্নমে যাক্! কিন্তু আওরাতের ইজ্যৎ রক্ষা ক'ত্তে হবে। রমণীর অসম্মানে জাতির অসম্মান! চল আমরা এ অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে আসি।

সৈন্যগণ। আমরা জান দেব! মা বোনের জন্য জান কবুল! আসুন জনাব, মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রবেন না।

বাবর। চল, চল! খোদা! এ দুর্ব্বৃত্তকে দমিত করবার

সামর্থ্য দাও! অত্যাচারীর সংহার ক'ত্তে, হৃদয়ে শুধু প্রতিহিংসার দাবানল প্রজ্বলিত কর! নিষ্ঠুরতার উৎকট উত্তেজনায়, নির্ম্মতার তীব্র উন্মাদনায় আমাদের ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে চল! সৈন্য-গণ! শাইবানির ছিন্ন মুণ্ড চাই! শাইবানির ছিন্ন মুণ্ড চাই!

[প্রস্থান।

সৈন্যগণ। শাইবানির ছিন্ন মুণ্ড চাই! শাইবানির ছিন্নমুণ্ড চাই! আল্লা আল্লা হো! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

"While hope prolongs our happier hour
Or deepest shades, that dimly lour
And blacken round our weary way,
Gilds with a gleam of distant day."

—*Thomas Gray.*

বাবর শা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নির্ঝর পার্শ্বে— দ্রাক্ষাবন।

[নির্ঝরে জলধারা নির্গত হইতেছে। বালার্ক-বর্ণে চঞ্চল জলধারায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পর্ব্বতোপরি দ্রাক্ষালতার বিতানে গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষা দুলিতেছে। পার্ব্বত্য-রমণীগণ দ্রাক্ষা সংগ্রহ করিতেছে ও গীত গাহিতেছে।]

গীত।

খাম্বাজ-মিশ্র—কাহারবা।

বাতাসের ঢেউ লেগে ওই ছুটে পালায় আঁধার রাশি।
আকাশের নীল গালেতে ঊষা মাখায় সোণার হাঁসি।

পাহাড়ের ঐ আড়াল থেকে সূর্য্যি যখন মারে উঁকি,
আহ্লাদে জল লাফিয়ে ওঠে কঠিন ঐ পাষাণ ফাটি,—
আকুল এই কাঁকা বায়ে, বসন মোদের যায়লো টুটি,
হেঁসে মরে সূর্য্যি ব্যাটা ছড়ায়ে তার কিরণ রাশি।
আঁধার কে ধ'রতে যখন ছুটে আসে আলোক রাশি
পুলকে জল কল্ কলিয়ে হেঁসে তখন যায়লো ছুটি।
মরমে তার আঁধার পাশি সরমেতে লুকায় আসি
পাখীরা সব কুঞ্জ হ'তে বাজিয়ে ওঠে মোহন বাঁশী।
আঙ্গুর গুলো আহ্লাদে ঐ লুটিয়ে পড়ে মোদের পায়ে,
পাতাগুলো শিউরে ওঠে মৃদুল মধুর বায়ে
আহ্লাদে আঙ্গুর তুলি কুড়াই কত কুসুম রাশি
পুলকে মালা গাঁথি পরি গলায় যাইলো হাঁসি।

১ম-রমণী। চল্‌লো চল। ঘরকে চল। বেলা হ'ল হাট্‌কে যাবি নি?

২য়-রমণী। হ্যাঁলো হ্যাঁ! চল।

[একজন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(৪ জন তাঞ্জাম-বাহক দুইখানা তাঞ্জাম লইয়া আসিল। পশ্চাতে সফিউল্লার প্রবেশ)

সফি। (রুদ্ধশ্বাসে) আর চ'ল্‌তে পাচ্ছিনা! নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! কোথায় কি আশ্রয় পাব না? (পার্ব্বত্য রমণীকে দেখিয়া) হ্যাঁগা, আমরা পথিক,—আমাদের কিছুক্ষণের জন্য একটু আরাম করবার জায়গা দিতে পার? আমরা বড্ড মেহনৎ ক'রে আস্‌ছি—একটু জায়গা দাও!

পা-রমণী। তোরা কুথা যাবিরে?

সফি। আমরা অনেক দূর যাব। একটু জিড়িয়ে আবার রওনা হব।

পা-রমনী। আচ্ছা ঐ পাহাড়ের নীচে যা। হামি পোথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

সফি। আচ্ছা এস। (স্বগত) খোদা দোহাই তোমার!

[প্রস্থান ও পশ্চাতে তাঞ্জাম-বাহকগণের প্রস্থান।

পা-রমনী। আহা হা! বোড্ড কোষ্ট পাচ্ছে! থাক্ আমার ঘরকে থাক। একটু আরাম লিগ্। (উঁকি মারিয়া) তাঞ্জামে নিশ্চয়ই আওরাৎ আছে। কোন বোড়ো ঘোরের বিটী টিটী হোবে। দেখি যাই। [প্রস্থান।

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। শাইবানি পরাজিত বটে, কিন্তু আওরাৎদের কি ক'রে অনুসন্ধান করি? তাদের কোন সংবাদ অবগত হ'চ্ছি না। এখন উপায় কি করি! চারিদিকে লোক ত ছুটেছে, একটা না একটা সংবাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। একটু বিশ্রাম করি! আহা! কি রমণীয় স্থান! সূর্য্যোদয়ে কি মনোহর ছবি প্রকটিত হ'চ্ছে! শ্যাম লতাকুঞ্জ! কলধৌত-প্রবাহ-কল্প নির্ঝর ধারা! নীল গম্ভীর আকাশ নিয়ে তুঙ্গ শৈলশ্রেণী! নবারুণের হেম কিরণ স্পর্শে একটা স্বর্গীয় সুষমার সৃষ্টি হয়েছে! দর্শনে নয়ন সার্থক হয়! শ্রম বিদূরিত হয়! হৃদয়ে পুলক-হিল্লোল নৃত্য করে! একটু বসি। (উপবেশন)

(পর্ব্বতোপরি রাজিয়ার অগ্রে প্রবেশ, পরে নিসাবেগমের প্রবেশ)

নিশা। রাজিয়া! একলা তোর এখানে আসতে সাহস হ'ল?

রাজিয়া। দেখনা মা কেমন সুন্দর যায়গা—এস না মা

আমরা এইখানে একখানা কুটীর বেঁধে বাস করি। পাহাড়ীরা বেশ লোক। তারা কেমন ফুল তোলে, কেমন ঝরণার গান শোনে, কেমন আঙ্গুর তোলে! আর আমার বাড়ী ফিরে যেতে ইচ্ছে নাই মা!

নিশা। তাই বুঝি থাকৃতে হবে মা! খোদার মনে কি আছে জানিনা! পিশাচ শাইবানি আমাদের গৃহ ছাড়া ক'রেছে! আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছে! অমন সোণার পুরী ভস্মীভূত ক'রে ফেলেছে! আল্লার মেহেরবানিতে সফি আমাদের উদ্ধার ক'রতে পেরেছে! নইলে এতক্ষণ আমাদের কি দুর্দ্দশা হ'ত বল দেখি মা!

রাজিয়া। তা মনে হ'লে এখনও বুক কেঁপে উঠে!—তবে আমার ভয় নাই মা! একবার যখন বিপদ থেকে খোদা আমাদের রক্ষা ক'রেছেন--তখন তিনি কি আবার বিপদ হ'লে আমাদের উদ্ধার ক'রবেন না মা?

নিশা। কেন ক'রবেন না মা! খোদা মেহেরবান্! তোমার করুণার তুলনা নাই। সত্যই তুমি সর্ব্বত্র আছ—তুমি অবলার অত্যাচারে কেঁদে ওঠ! ধন্য তুমি! আয় মা—খাবি আয়। তুই ত অনেকক্ষণ খাস্‌নি মা।

রাজিয়া। তুমি যাও মা—আমি ঝরণা থেকে মুখ হাত ধুয়ে যাচ্ছি!

নিশা। তবে শীঘ্র আয়—আমি দেখি সফি কোন ফল মূল সংগ্রহ ক'রতে পাল্লে কি না। [প্রস্থান।

রাজিয়া। (আপন মনে) কি সুন্দর পাহাড়। কেমন সোণার ঝরণা! কেমন সবুজ আঙ্গুর লতা! পাহাড়ের বাতাস কি

চমৎকার! একটু বসি। এমন জায়গায় যদি আমি থাক্‌তে পাই তাহ'লে রাজ-প্রাসাদও চাই না! অনেক সুন্দর ছবি দেখেছি, কিন্তু এমন কখনও দেখি নাই! (পর্ব্বতে ধীরে ধীরে পদচারণ)

হাসান। (হঠাৎ রাজিয়াকে দেখিয়া গুপ্তভাবে অবস্থান।) ও কে? (স্বগত) ঐ ত সেই বিদ্যুল্লতা! আবার আমার নেত্র-সম্মুখে! মরি! মরি! কি সুন্দর! কি মনোহর! প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য মলিন ক'রে ফেল্লে! তপ্ত-কাঞ্চন সূর্য্যকিরণ, লাজে ঐ পর্ব্বতের অন্তরালে লুকিয়ে যাচ্ছে! বিকসিত কুসুম-রাজি, হত-গর্ব্ব হ'য়ে মস্তক অবনত ক'রে, পল্লবাবগুণ্ঠনে তাদের বদন-রাজি আবৃত ক'চ্ছে! চঞ্চল নির্ঝর-ধারা, লাস্যে পরাজয় স্বীকার ক'রে স্থির হ'য়ে প'ড়ছে! একি স্বর্গীয় মাধুরী! খোদা! আমি হীনজন, আমার প্রাণে এ কি দুরাশা জাগিয়ে দিচ্ছ? আমা হেন হতভাগ্য. কি ঐ বরাননার অনুগ্রহ লাভে কখনও সক্ষম হ'বে! আমায় দেখে ত চঞ্চলা দামিনীর মত চকিতে পালাবে না! ধ'রব! ধ'রব! ও ছবি হৃদয়ে ধ'রে জীবন ধন্য ক'র্‌ব!

রাজিয়া। সমস্ত পরিশ্রম দূর হ'ল! প্রাণে আবার কেমন স্ফূর্ত্তি হ'চ্ছে! কিন্তু আমরা বিপন্ন! আমাদের বাড়ী-ঘর সব আগুণে পুড়িয়ে দিয়েছে! আমরা অনেক কষ্টে ইজ্যৎ নিয়ে পালিয়ে এসেছি! প্রতিক্ষণে বিপদের সম্ভাবনা! যাই, আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে পারি না। কেমন ভয় হ'চ্ছে! মার কাছে যাই। [প্রস্থানোদ্যতা।

(হাসান ইত্যবসরে হঠাৎ রাজিয়ার সম্মুখীন হইল)

কে তুমি!

হাসান। আমি—আমি—

রাজিয়া। তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?

হাসান। উদ্দেশ্য! উদ্দেশ্য কিছু নাই। শুধু তোমায় একবার নয়ন ভ'রে. আশ মিটিয়ে দেখ্‌তে চাই। চ'লে যেওনা—নিষ্ঠুর হ'য়ে চ'লে যেওনা! আমায় দেখ্‌তে দাও!

রাজিয়া। কে তুমি! এখান থেকে চ'লে যাও। নইলে তোমায় বিপদে প'ড়তে হ'বে! যাও, শীঘ্র চ'লে যাও। তিলমাত্র বিলম্ব ক'র না!

হাসান। এত সুন্দর তুমি! এত নিষ্ঠুর তুমি!

রাজিয়া। আবার ব'লছি—ভাল চাও ত চ'লে যাও!

হাসান। যাব? কেন যাব সুন্দরি? খোদা তোমায় রূপ দিয়েছেন, আমায় চক্ষু দিয়েছেন। তুমি তোমার রূপের ইন্দ্রজাল বিস্তার ক'রে আমার সম্মুখে দাঁড়াও. আমি অনিমেষ নয়নে প্রাণ পূর্ণ ক'রে তোমায় দেখি!

রাজিয়া। (স্বগত) এর মনে নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে! কি করি! কেমন ক'রে যাই! একলা এখানে এসে ত ভাল করিনি! কি বিপদে প'ড়লাম! যাই—পালিয়ে যাই।

(প্রস্থানোদ্যতা)

হাসান। না, না! আমার এ সুখে বাদ সেধ না।—আমি আর কিছু চাই না। শুধু তোমায় দেখ্‌তে চাই—শুধু দেখ্‌তে চাই! নিষ্ঠুর হ'ও না। চলে যেও না—

রাজিয়া। পথ ছাড়, পথ ছাড়! আমায় চলে যেতে দাও—সরে যাও!

হাসান। কি অপরাধ ক'রেছি সুন্দরি! যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তুমি আমায় শাস্তি দাও,—আমি শির পেতে নেব!

রাজিয়া। একি! একি! আমি এ কি বিপদে প'ড়লাম! কে আছ আমায় রক্ষা কর! রক্ষা কর! (হাসান আরও অগ্রসর হইল) খবরদার! সরে যা—আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না—সরে যা—সরে যা। ও হো-হো! কে আছ? মা-মা—সফি সফি—

(ভীতি সূচক আর্ত্তনাদ)

(রমজানের প্রবেশ)

রমজান। ভয় নাই! ভয় নাই! কেরে শয়তান—আওরাতের উপর অত্যাচার ক'ত্তে প্রবৃত্ত হ'য়েছিস্?

(দ্রুত পর্ব্বতারোহণ ও হাসানের গলদেশ ধারণ)

(সফির প্রবেশ)

সফি। কি, কি হয়েছে মা? এ কে?

রাজিয়া। ঐ দেখ!

রমজান। কে তুই? হাসান! নিমক্ হারাম! জনাবের অযাচিত পুত্র-স্নেহের প্রতিদান বুঝি এই শয়তান?

সফি। কে! সেনাপতি?

রমজান। দ্রুত যাও। ঐ জঙ্গলপার্শ্বে আমাদের শিবির। বেগমদের অন্বেষণে চারিদিকে লোক ছুটেছে! তিনি ব্যতিব্যস্ত! দ্রুত সংবাদ দিয়ে এসো। আমি এ নরাধমকে নিয়ে যাচ্ছি!

সফি। যো হুকুম। শাজাদী আপনি বেগম সাহেবার কাছে যান! [প্রস্থান।

[রাজিয়ার প্রস্থান।

রমজান। অকৃতজ্ঞ যুবক, আশ্রয়-দাতার অপরিসীম করুণার প্রতিদান বুঝি এই?

হাসান। আমায় বিনা অপরাধে পীড়ন ক'র্ব্বেন না।

রমজান। বিনা অপরাধে? শয়তান! এর চেয়ে ভীষণতর কার্য্য, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ মানুষে কখনও ক'রে থাকে? চুপ্ ক'রে থাক।

হাসান। অপরাধ করে থাকি—জনাব তার বিচার ক'রবেন। আপনি তার বিচার করবার কে?

রমজান। চুপ্ ক'রে থাক। আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না। এস চ'লে এস।

(হাসানের হস্তধারণ পূর্ব্বক পর্ব্বত হইতে অবতরণ)

(নসির, সফি ও বাবরের প্রবেশ)

বাবর। সফি, সফি, কোথায় তারা? হাসান! এ সব কি শুন্‌তে পাচ্ছি?

রমজান। জনাব! এ নিমক্-হারাম আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হ'য়েছিল।

হাসান। মিথ্যা কথা!

বাবর। আমি সব শুনেছি। এখন একে বন্দী ক'রে রাখ, পরে বিচার ক'রব। [প্রস্থান।

রমজান। যো হুকুম। এস। [হাসানকে লইয়া প্রস্থান।

নসির। এস সফি। হাসান এমন কায ক'ল্লে! তা হ'লেত মানুষ সবই ক'ত্তে পারে!

সফি। জনাব! আমি দেখে শুনে আশ্চর্য্য হ'য়েছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কাবুল-দূত ও সেখজিনের প্রবেশ)

দূত। কোথায় ফকির সাহেব?

জিন্। এখানে অপেক্ষা কর। আমি দেখে আসি। পত্র দাও।

দূত। এই নিন। (পত্রদান)

জিন। এখনই এর প্রত্যুত্তর পাবে, অপেক্ষা ক'র।

[প্রস্থান।

দূত। যো হুকুম। (আপন মনে) তাঁদের হুকুম আমি বাদশাকে পত্র দেব। কিন্তু আমি কি কল্লাম! বাদশা যদি পত্র না পান! তা হ'লে ত বিপদের কথা! তা হ'লে ত নিশ্চয়ই আমার জান যাবে! ফকির কি যথার্থই বাদশাহকে পত্র দিতে গেল— দেখি।

(অগ্রসর হওন—বাবর ও সেখজিনের প্রবেশ)

জিন্। এই সেই দূত!

দূত। জনাব! আমার সেলাম গ্রহণ করুন। (কুর্ণিশ)

বাবর। আপনার কি হুকুম ফকির সাহেব?

জিন্। হুকুম নয় বাদশা, আমার যুক্তি। তোমার গৌরব, মোগল গৌরব, সর্ব্বোপরি ইস্‌লাম গৌরব যাতে দিন দিন চন্দ্রকলার মত বর্দ্ধিত হয় সেই আমার ইচ্ছা। কাবুলের সুলতান হ'তে পাল্লে তোমার গৌরব কুসুম-সুরভির মত জগন্ময় ব্যাপ্ত হবে!

বাবর। সে গৌরবের আমি কি যোগ্য ফকির সাহেব?

সেখজিন্। আমি খোদার কাছে তোমার অভ্যুদয়, তোমার গৌরব দিবারাত্রি কামনা ক'চ্ছি। তোমার সম্মান লাভ

বাবর। আপনার এক একটা প্রাণস্পর্শী ভাষায় আমার হৃদয়ে আশার পুলক হিল্লোল প্রবাহিত হ'চ্ছে! ধমনীতে কি এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হ'চ্ছে! বক্ষে যেন কি এক দুর্দ্দম সাহসের সৃষ্টি হ'চ্ছে! আমি আপনার উপদেশ শিরে ধারণ ক'রে এই মুহূর্ত্তেই

কাবুল যাত্রার আয়োজন ক'চ্ছি! আশীর্ব্বাদ করুন যেন পূর্ণ মনোরথ হ'তে পারি!

জিন্। কায়-মনোবাক্যে খোদার পায়ে তোমার আসান্ কামনা করি। আশীর্ব্বাদ করি,—তুমি দিগ্বিজয়ী বীরনাম লাভ ক'রে দুনিয়ার সম্মান লাভে সমর্থ হও। [প্রস্থান।

বাবর। ফকির! তুমি মানুষ নও! আমি ধন্য, আমি সার্থক জন্মা! খোদা! ধন্য তোমার করুণা! এস দূত, আমরা অবিলম্বে যাত্রার আয়োজন করিগে।

[প্রস্থান ও দূতের অনুসরণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুপ্তকক্ষ।

(ইব্রাহিম লোদীর প্রবেশ।)

ইব্রাহিম। সঙ্গ! এক তুচ্ছ ঘাটোলির যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে তোমার এত দর্প! দৈব দুর্ব্বিপাকে আমি পরাজিত। নইলে তোমার মত নগণ্য রাজপুত কখনই এ যুদ্ধে জয়ী হ'তে পার্ত্ত না। সেই অকিঞ্চিৎকর গর্ব্বে স্ফীত হ'য়ে তুমি দিল্লীর বাদশাহকে তুচ্ছ জ্ঞান কর! দিল্লীর বাদশাহ আর তোমার মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ, তাকি বুঝ্‌তে পেরেছ মূর্খ! যদি না বুঝে থাক, তবে শীঘ্রই তোমায় বুঝিয়ে দেব।

(জনৈক প্রহরী রাজপুত চরকে বন্দি করিয়া লইয়া আসিল)

এ কে?

প্রহরী। জাঁহাপনা! এ রাজস্থানের গুপ্তচর! অনেক কৌশলে বন্দি ক'রে এনেছি।

ইব্রাহিম। গুপ্তচর! রাণা সঙ্গ! মনে ক'রেছ কি এই চৌর্য্য-বৃত্তির সাহায্যে দিল্লীর মণিময় সিংহাসন লাভে সক্ষম হ'বে? তা যদি করে থাক, তবে সে তোমার মহাভ্রম; সে তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা-মাত্র! আকাশ কুসুম! প্রহেলিকা! বল, তুমি কি উদ্দেশ্যে দিল্লীতে প্রবেশ ক'রেছ?

চর। জনাব! তা নিশ্চয়ই ব'লব! যখন ব'লবার সময় এসেছে তখন নিশ্চয়ই ব'লব জনাব!

ইব্রা। আমি অতিরিক্ত কথা শুনতে চাই না। শুধু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

চর। জনাব! আমি দিল্লীর গূঢ় সন্ধান অবগত হবার জন্য এখানে প্রেরিত!

ইব্রা। বটে! বটে! তোমার রাণা কি সে সন্ধান অবগত হ'তে পারবে, এমন আশাও ক'রেছিল?

চর। তা অবশ্যই ক'রেছিলেন জনাব।

ইব্রা। মূর্খ! দিল্লী প্রবেশ করবার পূর্ব্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছিলে?

চর। এসেছিলাম বৈকি জনাব। এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লে মৃত্যুকে অচ্ছেদ্য সঙ্গী ক'রে নিয়ে আসতে হয় জনাব।

ইব্রা। আর সে মৃত্যু কত ভীষণ হ'বে, তাও কি একবার ভেবে দেখেছিলে মূর্খ!

চর। তা দেখেছিলাম বৈকি জনাব!

ইব্রা। তবে সে মৃত্যু তোমার সম্মুখে!

চর। রাণার জন্য আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'ত্তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত! আপনি তরবারি কোষ মুক্ত করুন, আমি অম্লানবদনে শির পেতে দিচ্ছি!

ইব্রা। বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার! বাদশাহ তোমার মত এক ঘৃণিত কুক্কুরকে নিজ হস্তে হত্যা করবে! এত ভাগ্যবান তুমি? আমার ভৃত্যগণও তোমায় হত্যা ক'ত্তে ঘৃণা বোধ করে!

চর। আমি নগণ্য চর হ'লেও, আমি মানুষ, আমি রাজপুত! এ বাক্যাগ্নির যন্ত্রণা সহ্য ক'ত্তে আমি অক্ষম। আমার মৃত্যুও বোধ হয় এত যন্ত্রণাদায়ক হবে না!

ইব্রা। না, না! তোমায় আর বাক্যাগ্নিতে দগ্ধ ক'রব না— তোমায় সত্যই জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে!

চর। জনাব! রাজপুত-রমণীগণও হাঁস্‌তে, হাঁস্‌তে অনল-শিখায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে থাকে!

ইব্রা। বেশ, তবে তোমার শাস্তি তুমি নিজেই বেছে নিচ্ছ! তোমার জন্য একটু যোগ্যতর শাস্তির ব্যবস্থা কচ্ছি! যাও, নিয়ে যাও। জমিন্‌মে আধা গাড়্‌কে কুত্তাসে খিলাও! যাও নিয়ে যাও।

প্রহরী। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

চর। (যাইতে যাইতে) আমি এ মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র ভীত নই। কিন্তু শোন উন্মত্ত নির্ম্মম বাদশাহ! আমার মৃত্যুতে তোমার ধ্বংস, তোমার জাতির ধ্বংস অঙ্কুরিত হবে! রাণা! আমি আজ ধন্য— আজ আমি আপনার জন্য এ ছার জীবন পাত করবার সুযোগ পেলাম! তবে আপনি এ মৃত্যু-সংবাদ পাবেন কি না, জানি না।

(প্রস্থান)

(উজীরের প্রবেশ ও কুর্ণিশ)

ইব্রা। কতদূর কি ক'ল্লে উজীর !

উজীর। জাঁহাপনা ! বান্দার গোস্তাকি মাপ্ হয়—

ইব্রা। গোস্তাকি !—না গোস্তাকি মাপ্ ক'ত্তে পারব' না। বল, আমার হুকুম পালন ক'রেছ কি না !

উজীর। এবার অনাবৃষ্টিতে শস্য হয় নাই। প্রজাদের আহারের সম্বল টুটে গেছে জনাব ! তারা অনাহারে মারা যেতে ব'সেছে ! প্রত্যহ শত শত লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে ! এ অবস্থায় কর আদায় হওয়া কেমন ক'রে সম্ভব হবে জনাব !

ইব্রা। যেমন ক'রে হ'ক, হওয়া চাই !—না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে ! তাতে আমার কি ! আমি বাদশা—আমার কর চাই। যাও, বলপূর্ব্বক আদায় ক'রে নিয়ে এস। যারা সে বল প্রতিরোধ ক'ত্তে উদ্যত হবে, তাদের দরবারে বেঁধে নিয়ে আসবে। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করার কি কঠিন শাস্তি তা বেশ করে বুঝিয়ে দেব, যাও ?

উজীর। জাঁহাপনা ! গ্রাম উজাড় ক'রবেন না—দরিদ্রের উপর কৃপাদৃষ্টি করুন ! যদি আমার কথা অবিশ্বাস করেন, তবে চলুন, নিজেই প্রত্যক্ষ ক'রে আসবেন্ চলুন। সে দৃশ্য দেখ্‌লে আপনারও প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে !

ইব্রা। তবে তুমি এই দণ্ডে অবসর গ্রহণ কর ! তুমি বৃদ্ধ হ'য়েছ—তোমার দ্বারা রাজকার্য্যের পরিচালনা হওয়া অসম্ভব ! যাও, এই দণ্ডে আমার সম্মুখ হ'তে চ'লে যাও। অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার রোষ বৃদ্ধি ক'র না। যাও !

উজীর। জাঁহাপনা। দয়া করুন—ক্ষমা করুন !

ইব্রা। না আমি ক্ষমা জানি না। যাও, চলে যাও। বাদশাহের আদেশ অবহেলা ক'ল্লে তোমার মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী—যাও চ'লে যাও!

উজীর। জাঁহাপনা! আমি চল্লেম—কিন্তু বড় দুঃখ—

ইব্রা। আমি কারু দুঃখের কাহিনী শুন্‌তে চাই না—যাও চ'লে যাও। নির্জ্জনে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করগে।

উজীর। জাঁহাপনা আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

ইব্রা। বটে! বাদশাহের হুকুম মান না—কৈ হ্যায়!

(প্রহরীর প্রবেশ ও কুর্ণিশ)

যাও, বৃদ্ধকে কারারুদ্ধ কর। কাল এর বিচার হবে।

(প্রহরী উজীরকে বন্দী করিল)

উজীর। জাঁহাপনা! জাঁহাপনা! আমায় এ অপমান, এ নির্য্যাতন ক'রবেন না। আপনার পায়ে ক্ষমা ভিক্ষা ক'চ্ছি—আমি আপনার দীন প্রজা—আমি আপনার নফর—কৃপা করুন—কৃপা করুন! হা আল্লা! এ কি হ'ল! (রোদন)

ইব্রা। যাও, নিয়ে যাও। (প্রহরী উজীরকে লইয়া গেল) প্রজা! প্রজা! আমি প্রজার কথা, প্রজার অবস্থা গ্রাহ্য করি না!

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। প্রজার প্রীতি, প্রজার ভক্তির উপরই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত! এ কি কথা ব'লছ বৎস! প্রজার কথা শুনবে না? প্রজার অবস্থা বুঝবে না? প্রজা তোমার সন্তান—তুমি তাদের একসঙ্গে পিতা ও মাতা।

ইব্রা। এ কথা শোনাবার জন্য তোমায় এতটা ক্লেশ সহ্য না ক'ল্লেও চ'লত! আমি বাদশাহ, কি করা কর্ত্তব্য, আর কি অকর্ত্তব্য

তা আমি যথেষ্ট বুঝি। তার জন্য ইব্রাহিম লোদী—তোমার ন্যায় বিকৃত-মস্তিষ্ক বৃদ্ধের পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না।

আলা। তা বেশ। আমি এতে দুঃখিত নই। এতটা যদি নিজেকে বুঝ্‌তে পেরেছ, এতটা যদি নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'র্ত্তে সক্ষম হ'য়ে থাক, তাহ'লে সে ত সুখের কথা। আমার উপদেশ তুমি গ্রাহ্য ক'রবে না, তা আমি বেশ জানি—তবে—

ইব্রা। জান, তবে বারবার আমায় বিরক্ত ক'ত্তে কেন আস?

আলা। শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে, শুধু স্নেহের তাড়নায় বার বার প্রত্যাখ্যাত হ'য়েও, তোমারই মঙ্গলের জন্য তোমায় সতর্ক ক'রে দিতে আসি! তবে আর আসব না! এই আমার শেষ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে পাঠান-কীর্ত্তি চিরসমুজ্জ্বল ক'রে রাখ! খোদার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমায় সুবুদ্ধি দান করুন।

ইব্রা। যথেষ্ট হ'য়েছে। আর প্রলাপ শুন্‌তে চাই না। অন্তঃপুরে যাও।

আলা। আমি তোমার খুল্লতাত! আমার উপর এ অসম্মান প্রদর্শন তোমার কর্ত্তব্য নয় ইব্রাহিম!

ইব্রা। বল,—বাদশাহ ইব্রাহিম-লোদী!—যাও এবার তোমায় ক্ষমা কল্লাম, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান!

আলা। ইব্রাহিম! ইব্রাহিম! এত দাম্ভিক তুমি! এত অপদার্থ তুমি! ছিঃ! ছিঃ!

ইব্রা। এখনও পিতৃব্য ব'লে সম্মান ক'চ্ছি—আমার রোষ বৃদ্ধি ক'র না। যাও।

আলা। কি ভয় দেখাচ্ছ ইব্রাহিম! আমি কি রাজপুত-চর—না তোমার উজীর! আমি তোমারই খুল্লতাত! আমি বৃদ্ধ হ'লেও তোমারই মত পাঠান! তোমার দুর্ব্ব্যবহার আমার মর্ম্মে আঘাত ক'রেছে!

ইব্রা। কি! তুমি আমায় ভয় প্রদর্শন ক'চ্ছ?—এতদূর স্পর্দ্ধা! তোমায় আবার ব'লছি, সাবধান!

আলা। তোমার রক্তবর্ণ চক্ষু আমার কাছে লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ! তোমার এ দাম্ভিকতার উপযুক্ত শাস্তি দেব! আজ থেকে আলাউদ্দীন তোমার পরম শত্রু জেনে রেখ'! সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী!

ইব্রা। দিল্লীর বাদশাহের সম্মুখে, ইব্রাহিম-লোদীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই দুরন্ত সাহসের পরিচয় আজ পর্য্যন্ত কেউ দিতে সাহসী হয় নাই! তুমি বিদ্রোহী! তুমি আমার শত্রু! তোমায় এই দণ্ডে কারারুদ্ধ ক'রব! কৈ হ্যায়!

(প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

বাতুল বৃদ্ধকে এখনি বন্দি কর।

আলা। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) খবরদার! এক পদ অগ্রসর হ'য়োনা! ইব্রাহিম! বৃদ্ধ হ'লেও আমি পাঠান! এখনও অসি চালনায় নিতান্ত অক্ষম হই নাই! ওদের সাধ্য কি যে আমার অঙ্গ স্পর্শ করে! আমি চল্লাম। দেখি তোমার এ দাম্ভিকতার, এ নিষ্ঠুরতার প্রতিবিধান ক'ত্তে পারি কি না! যতদিন একখানা কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন নিরস্ত হ'য়ে থা'কব না মনে রেখ! এর সমুচিত প্রতিফল তুমি পাবে, পাবে, পাবে!

[বেগে প্রস্থান।

ইব্রা। কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত অবাক নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে? যাও, এখনি যে কোন উপায়ে হ'ক বৃদ্ধকে বন্দি ক'রে আনা চাই—নইলে কঠিন শাস্তি পাবে! যাও, যাও!

[প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

বটে! বটে! বৃদ্ধ আলাউদ্দীন! তোমার এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা! পিতৃব্য ব'লে এত দিন সহ্য ক'রেছি। আর নয়—আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রেছে! এবার এর যোগ্য প্রতিফল পাবে! দিল্লীর বাদশাহকে ভয় প্রদর্শন! হাঃ, হাঃ, হাঃ! হাঁসি পায়! হাঁসি পায়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাবুল দরবার।

(মণিময় আসনে বাবর উপবিষ্ট।

রমজান, নসির মির্জ্জা ও ওমরাহগণ।)

নর্ত্তকীগণের নৃত্য-গীত।

পরজ মিশ্র—দাদ্‌রা।

ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা।

নাহি তার আশা, নাহি তার ভাষা, (শুধু) হৃদি মাঝে তার বাসা

হিয়ার মাঝারে রচে ফুলবন,

প্রমোদ সৌরভে রসে প্রাণমন,

আঁখি কোণে প্রীতি,—

সুধাকর ভাতি—

(ফোটা) যূথিকা-সুষমা হাঁসা।

সুনীল গগনে, মধু সমীরণে,
বিকচ কুসুমে, লতা-কুঞ্জ বনে,
নদী-কল-তানে,—
পিক কুল গানে
(হের) প্রেমের সুষমা ভাসা।

[গীতান্তে প্রস্থান।

(বাহকদ্বয়-স্কন্ধে বাবা দোস্তের প্রবেশ ও সকলের হাস্য)

বাবর। বাবা দোস্ত! বেশ! বেশ! তোমায় বেশ মানিয়েছে!

দোস্ত। সুলতান! আজ বেজায় রকমের একটা আমোদ হ'বে শুনে বড়ই অস্থির হ'য়ে প'ড়লাম! একে আপনি কাবুলের সুলতান, তার উপর আপনার ছেলে হ'য়েছে—প্রাণে কত স্ফূর্ত্তি বান্দা তা কেমন ক'রে জানাবে জনাব!

বাবর। আমি তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি দোস্ত!

দোস্ত। তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি ক'রে ছুটে আস্‌তে গিয়ে, পাছে হোঁচট্ খেয়ে কুপোকাৎ হ'য়ে পড়ি, এই ভয়ে আমার পেয়ারের এই জুড়ি হাঁকিয়ে একেবারে সটান দরবারে হাজির হয়েছি!

বাবর। ওদের বকশীস্ ক'রে বিদায় দাও! তোমার লঘু দেহভারে ওদের ওষ্ঠাগত প্রাণ!

দোস্ত। যো হুকুম। (বাহকদ্বয়ের প্রতি) ওরে ব'স ব'স ব'স। (বাহকদ্বয় বসিল, দোস্ত অবতরণ করিল)
এই নে বাবা তোদের বকশীস্। বড়ি তক্‌লীপ হুয়া, না? তাতে দুঃখু করিস্ না বাবা! এই নে।

(বাহকদ্বয় বকশীস লইয়া পলায়ন করিল)

বাবর। দোস্ত যথার্থই তোমার প্রাণ আজ আমোদে পূর্ণ! এস আমারা আজ একসঙ্গে উৎসব করি।

বাবা দোস্ত। বহুৎ খুব জনাব!

বাবর। রমজান! আমার হুকুম পালন করেছ?

রমজান। জনাব! আপনার হুকুমমত ফকির মোসাফেরদের অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র বিতরিত হ'চ্ছে।

বাবর। দেখ' যেন কেউ নিরাশ হ'য়ে ফিরে না যায়! আজ আমার পুত্রের জন্মোৎসব! আজ সকলে উৎসব করুক্। যে যা প্রার্থনা ক'রবে সাহ্লাদে তাকে তাই দেবে।

রমজান। যো হুকুম। [প্রস্থান।

বাবর। (স্বগত) আজ সকলে আমোদ ক'চ্ছে,—আর হতভাগ্য হাসান নির্জ্জন কারাগারে ব'সে শুধু অশ্রুজল, শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'চ্ছে! এ আনন্দ-উৎসবে তার প্রাণ আরও বিষাদময় হ'য়ে উঠ্‌ছে! আমরা জ্যোৎস্নালোকে—আর সে গাঢ় তিমিরে! না, তা হবে না। তাকেও এ আলোকে আনব! তাকে মুক্ত ক'রব.—তাকে ক্ষমা ক'রব। (প্রকাশ্যে) কে আছ!

(প্রহরীর প্রবেশ ও কুর্ণিশ)

যাও বন্দি হাসানকে নিয়ে এস।

প্রহরী। যো হুকুম। [প্রস্থান।

দোস্ত। জনাব! শুনে বড়ই সুখী হ'লাম। হাসান আপনার নির্ব্বোধ ছেলে, তাকে ক্ষমা করুন। তাকেও এ আমোদে যোগদান করবার হুকুম দিন!

বাবর। হাঁ, তাই দেব।

দোস্ত। সবাই স্ফূর্ত্তি ক'চ্ছে—আর সে ঘরের কোণে একলাটী মুখভার ক'রে বসে র'য়েছে। এটা কেমন দেখায় সুলতান!

বাবর। হাঁ আমি তাকে মুক্ত ক'রব—তাকে ক্ষমা করব! দোস্ত! তোমার ভিতরে এত বড় একটা হৃদয় আছে! ধন্য তুমি! তোমার সঙ্গ আমারও বাঞ্ছনীয়।

(প্রহরীদ্বয় বন্দি হাসানকে লইয়া আসিল)

হাসান! মুক্ত তুমি। দাও ওর বন্ধন খুলে দাও।

(প্রহরীদ্বয় হাসানকে মুক্ত করিল)

তোমায় ক্ষমা ক'ল্লাম। আশা করি, ভবিষ্যতে আর এরূপ আচরণ প্রত্যাশা ক'রব না।

হাসান। সুলতান! পিতা—

বাবর। এস বৎস!—অনেক দিন তোমার মুখখানি দেখি নাই। এস আমায় আলিঙ্গন দাও। (আলিঙ্গন)

দোস্ত। দুনিয়ার মালীক খোদা! চিরকাল সম্রাটকে যেন এই ছাঁচেই গড়। তোমার মেহেরবানি যেন প্রত্যেক সম্রাটের অন্তরে এই রকম—সজাগ থাকে! ধন্য, ধন্য সুলতান!

(দূতের প্রবেশ ও কুর্ণিশ)

দূত। সুলতান! শাইবানি আবার কান্দাহার আক্রমণ ক'রেছে। তথাকার শাসনকর্ত্তাকে হত্যা ক'রেছে!

বাবর। ওমরাহগণ! এক শাইবানি আমাকে উন্মাদ ক'রে দেবে! লক্ষবার তাকে পরাজিত ক'রেছি—কিন্তু কিছুতেই তাকে বন্দি ক'ত্তে সক্ষম হই নাই। সে জীবিত থাকতে আমার শান্তি নাই। এমন কে আছে, যে শাইবানির মুণ্ডের উপর আমার শান্তি-সৌধ নির্ম্মাণ করে দিতে পারে?

হাসান। আমি পারি সুলতান।

বাবর। তুমি? হাসান তুমি? নির্ব্বোধ যুবক! নির্জ্জন কারাবাসে নিশ্চয়ই তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে!

হাসান। না, শাহেন শা! ভৃত্যের কথায়, পুত্রের কথায় বিশ্বাস করুন—আমি বাতুল নই—আমি শপথ ক'চ্ছি—

বাবর। থাম। এ দাম্ভিকতা তোমায় সাজে না। তুমি জান না শাইবানি আগ্নেয়গিরি অপেক্ষাও ভীষণ! আমি অসংখ্য সৈন্য সাহায্যে যাকে দমিত ক'ত্তে পারি নাই—যাকে কত লক্ষ বার পরাজিত ক'রেও বন্দি ক'রে আন্‌তে পারি নাই—তুমি বালক হ'য়ে কি সাহসে এই কার্য্যে অগ্রসর হ'চ্ছ, তা আমি বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। তোমার প্রস্তাবে হাঁসি পাচ্ছে!

হাসান। (সিংহাসন পাদমূল স্পর্শ করিয়া) সাহেন শা! এ হতভাগ্যের প্রতি আপনার অগাধ স্নেহ, অসীম করুণা কখনও বিস্মৃত হব না। কিন্তু সুলতান, যদি দৈবানুগ্রহে সুযোগ পেয়েছি আমাকে আর বাধা দেবেন না সুলতান! আমার অন্তরের গভীর-তম প্রদেশ থেকে কে যেন ডেকে ব'লছে—'হাসান! হাসান! সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত! হেলায় তাকে হারিও না! তুমি নিশ্চয় সফলকাম হবে!'—সুলতান! মেহেরবান্! আমায় অনুমতি দিন। আপনিই আমার এ দুনিয়ার যথা সর্ব্বস্ব! আপনার কার্য্যে যদি এ দেহ পাত ক'ত্তে পারি তবেই নিজেকে সার্থক-জন্মা ব'লে মনে ক'রব।—সুলতান! আমায় অনুমতি দিন;—আর একটী আরজী শুন্‌তে আজ্ঞা হয়,—যদি সফল হ'য়ে ফিরে আসি, বলুন আমার একটী প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রবেন। সে অতি সামান্য প্রার্থনা,—অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু যদি কার্য্য উদ্ধার ক'রে ফিরে

আস্‌তে পারি, তখন। এখন কেবল মাত্র আশা দিলে এ দাস আশ্বস্ত হয়!

বাবর। আমি সর্ব্ব সমক্ষে বলছি—যদি তুমি সেই শয়তানকে জীবিত বন্দি ক'রে আন্‌তে পার, অথবা তার ছিন্ন মুণ্ড আমায় উপহার দিতে পার, তবে তোমার প্রার্থনা অসম্পূর্ণ রাখব' না।

হাসান। ধন্য সুলতান! তবে আসি সুলতান।

(প্রস্থানোদ্যত)

বাবর। সৈন্য সামন্ত?

হাসান। প্রয়োজন নাই! [প্রস্থান।

বাবর। যুবকের কথায়, যুবকের মুখে একটা অপূর্ব্ব উদ্যম, একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন প্রত্যক্ষ ক'ল্লাম। কিন্তু বন্ধুগণ! নির্ব্বোধ উন্মত্ত যুবকের কার্য্যের উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর ক'ত্তে পারি না। আসুন আমরা যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হই।

(দোস্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

দোস্ত। তাই ত! ছোঁড়াটার সাহস ত খুব! মরদ্ বটে! মরদ্ বটে! কিন্তু আমার মনে বড়ই দুঃখ হ'ল—ব্যাটা শাইবানি সব মাটি ক'রে দিলে! এমন স্ফূর্ত্তিটা পণ্ড ক'রে দিলে! ব্যাটা বেজায় বেরসিক! আরে শাইবানি মিঞা! কেন এত কাণ্ড ক'চ্ছ বল দেখি? আরে মিঞা! যখন চ'খ দুটী বুঁজে যাবে, তখন তোমার এত লড়াই, এত রাজ্যি কোথায় থাকবে বাবা! যে কটা দিন দুনিয়ায় আছ, আমার কাছে এস—ব'সে ব'সে কেবল সরাব টান—দিনরাত্রি মস্‌গুল্ হ'য়ে থাক। কোন ভাবনা থাকবে না, কোন ইচ্ছে জাগবে না—কেবল ভরপূর হ'য়ে দিন গুজার ক'রবে। যাই, আমিও জনাবের সঙ্গে যাই,—তাকে বুঝিয়ে

স্থঝিয়ে আমার দলে টেনে আনব। একবার ধ'র্ত্তে পাল্লে হয়, তখন আর যায় কোথা! (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পঞ্জাব, দৌলৎখাঁর কক্ষ।

(রোশনের প্রবেশ)

রোশন। বাঁদি! বাঁদি—

(বাঁদিদ্বয় বসিবার আসন, পয়জার ও আর্সি লইয়া আসিল)

(রোশন আসনে উপবেশন করিল)

দে আমায় পয়জার পরিয়ে দে—(বাঁদি পাদুকা পরাইয়া দিল) যা স্থরমা নিয়ে আয়—

১ম বাঁদি। যো হুকুম। (প্রস্থান)

রোশন। বাবা কোথায় গেল? আমায় না দেখে এতক্ষণ থাকৃতে পাচ্ছে! বেশ, বেশ! আমি গোসা ক'রব! হাজার আদর কল্লেও কথা কইব না। বাঁদি! বাঁদি—জল্দি আও!

(১ম বাঁদির স্থরমা লইয়া প্রবেশ)

এত দেরী কেন হ'ল? গোস্তাকি! আয় তোকে সাজা দেব! (পাদুকা প্রহার)

রোশন। দে বেশ সরু ক'রে স্থরমা টেনে দে। আর তুই আমার সাম্নে আয়না ধর।

(১ম বাঁদি তুলিকার দ্বারা চক্ষুতে সুরমা টানিয়া দিল—
২য় বাঁদি দর্পণ ধরিয়া রহিল)

ব'ল। এখন আমায় কেমন দেখ্‌তে হ'য়েছে!

১ম বাঁদি। খোবসুরৎ!

রৌশন। এখন যদি কোন বাদশার ছেলে আমায় দেখে, তা'হলে আমার গোলামী ক'ত্তে রাজী হয় কি না বল্।

১ম বাঁদি। আপনার পায়ে লুটে প'ড়বে শাজাদী!

রৌশন। যা, আমার সারঙ্গী নিয়ে আয়। আমার প্রাণে স্ফুর্ত্তি হ'য়েছে—আমি গান গাইব।

[২য় বাঁদির প্রস্থান।

যখনি আয়নাতে মুখখানি দেখি, তখনই কেমন স্ফুর্ত্তিতে মেতে উঠি! অমনি গান গেয়ে সে স্ফুর্ত্তি মিটিয়ে নি।

(২য় বাঁদির সারঙ্গ লইয়া প্রবেশ)

দে আমি গান গাই—তোরা শোন।

সারঙ্গ তানে গীত।

সাহানা—খেম্‌টা।

দিল্‌মে হামারে রঞ্জ্‌ কুচ্‌ বি নেহি হ্যায়
হাম্ কম্‌সিন্ শাহাজাদী হ্যায়।
সুরৎ কিসিকী এসী নেহি কভি
আয়নামে যেসী আপনী তসবীর হ্যায়।
পিয়ার কিসিকো মাঙ্গা নেহি ময়
যৌবন কো দরিয়ামে দিলকো চালাউঙ্গী
হাম্‌নে নাখোদা কভি মাঙ্গা নেহি হাম জান্‌মে কুচ্‌ ডর্ নেহি হ্যায়!

বাঁদিদ্বয়। বহুৎ মিঠিন্ শাজাদী!

(আলাউদ্দীন ও দৌলৎখাঁর প্রবেশ)

দৌলৎ খাঁ। এই আমার কন্যা! রৌশন! মা! এঁকে সেলাম কর।

(রৌশন অভিমান ভরে আলাউদ্দীনকে শুষ্ক কুর্ণিশ করিয়া বাঁদিদের সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেল। বাঁদিদ্বয় অনুসরণ করিল।) কেমন দেখ্‌লেন!

আলাউদ্দীন। উজ্জ্বল কোহিনুর! সত্যই বাদশাহের উপযুক্ত মস্তকমণি!

দৌলৎ। আমি ভারতের জন্য, পাঠান জাতির জন্য এ কোহি-নুর বিদেশীকে উপহার দিতে প্রস্তুত।

আলা। ধন্য, ধন্য বাদশা! তুমিই যথার্থ পাঠান! তুমিই জাতির গৌরব! তুমি জাতির জন্য হৃদয়ের অমূল্যমণি অবহেলে বিসর্জ্জন দিতে পার! ধন্য তুমি! আর ইব্রাহিম—

দৌলৎ। আর তার কথা ব'ল্‌বেন না। আসুন আমরা সত্বর হই। একার্য্যে বিলম্ব ক'ল্লে চল্‌বে না। বাবর শার কনিষ্ঠ সহোদর নাসির মির্জ্জা বিপত্নীক। আমার মনে হয়, তাঁর সঙ্গে রৌশনের বিবাহ দিতে পাল্লে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

আলা। আমি এই দণ্ডে তোমার পত্র নিয়ে কাবুল যাত্রা ক'চ্ছি! তুমি বিবাহের আয়োজন ক'রে রেখ।

দৌলৎ। অবিলম্বে। অপেক্ষা করুন। পত্র নিয়ে যান।

[প্রস্থান।

আলা। ইব্রাহিম! তোমার দাম্ভিকতার উপযুক্ত শাস্তি বিধান ক'ত্তে চ'ল্লেম। বৃদ্ধের অসম্মান, বৃদ্ধের নির্য্যাতন এ দুনিয়া সইবে না! আমার সেই ঘোর অপমানের প্রতিশোধ নেব। খোদা! তুমি

(দৌলৎখাঁর পত্র লইয়া প্রবেশ)

দৌলৎ। এই নিন পত্র। (পত্র দান)

আলা। দাও। তবে আমি এই মুহূর্ত্তে যাত্রা ক'ল্লাম। ভারতে শান্তিস্থাপনের জন্য, অত্যাচারীর শাস্তিবিধানের জন্য আমি কখনও পরাঙ্মুখ হব না। আমি চ'ল্লাম। [প্রস্থান।

দৌলৎ। (চিন্তা করিয়া) আমার আদরের রৌশন! আমার নয়নের জ্যোতিঃ! আমার হৃদয়ের আনন্দ! আমার প্রাণবায়ু রৌশন! তোকে আমি 'স্বার্থের জন্য বিদেশীকে সমর্পণ ক'চ্ছি! স্বার্থ? হাঁ স্বার্থই বটে! আমার জাতির স্বার্থেই আমার স্বার্থ! রৌশন! রৌশন! তোর সাদি! এমন সাদি কেউ কখন দেখে নাই। রৌশন! রৌশন! [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কান্দাহার—শাইবানির শিবির। সৈন্যগণ আসীন।

(শাইবানি ও ছদ্মবেশী হাসানের প্রবেশ)

শাইবানি। (স্বগত) বটে! বটে! এতদূর! এতদূর! গোক্ষুর! ইচ্ছে ক'রে সাপের গর্ত্তে হাত দিয়েছ,—তোমার আর রক্ষা নাই! (প্রকাশ্যে হাসানকে) তুমি তাকে কি ক'রে চিন্‌লে?

হাসান। জাঁহাপনা! সে আমার আত্মীয়! আমি গরীব— আর সে আপনার অনুগ্রহে ঐশ্বর্য্যশালী! আমার সমস্ত বিষয় বল পূর্ব্বক কেড়ে নিয়েছে—আমার স্ত্রীপুত্রকে বিষ খাইয়ে মেরে

ফেলেছে! আমায় পথের ফকির ক'রে ছেড়ে দিয়েছে! চারটী উদরান্নের জন্য আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছি। একদিন দৈবাৎ কাবুলে ভিক্ষা ক'ত্তে গিয়ে এই পত্রখানি পাই—

শাইবানি। পত্র! কই? কই?

হাসান। এই দেখুন। (পত্রদান)

শাইবানি। (পাঠান্তে) বটে! বটে! হাঃ, হাঃ, হাঃ! আমায় কৌশলে বন্দী ক'রে কাবুল সুলতান বাবর শাকে উপহার দেবে! মুদ্রার এত লোভ! আচ্ছা বেশ! কে আছিস্!

(প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

যা, এই মুহূর্ত্তে গোফুরখাঁকে কৌশলে বন্দি ক'রে নিয়ে আয়! সাবধান! যদি তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে এই দণ্ডে এখানে হাজির ক'ত্তে না পারিস্ তা'হলে তোদের শির তার কৈফিয়ৎ দেবে। যা, চলে যা, সে যে অবস্থায় থাকে, তাকে বন্দি ক'রে নিয়ে আয়।

[প্রহরীদ্বয় কুর্ণিশ করিয়া চলিয়া গেল।

হাসান। (স্বগত) অনেকটা অগ্রসর হ'য়েছি। দেখি কার্য্য সিদ্ধি হয় কি না—নিশ্চয়ই হবে! সৈন্যগণ গোফুরখাঁকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। আর এখানে থাকব না। (প্রকাশ্যে) জনাব, আমিও একটু এগিয়ে দেখে আসি। [প্রস্থান।

শাইবানি। শুনেছ সৈন্যগণ! গোফুরখাঁ টাকার লোভে আমায় বন্দি ক'রে কাবুলে পাঠাতে চেষ্টা পাচ্ছে! হাঃ, হাঃ, হাঃ! অগ্নিকে কবলিত ক'রবে! বজ্রকে মুষ্টিগত ক'রবে! অজগরকে ধ'রে রাখবে! সাহস বটে! সাহস বটে!

সৈন্যগণ। গোফুরখাঁ কখনই একায ক'ত্তে পারে না। এ মিথ্যা কথা!

শাইবানি। চুপ্ কর! বেয়াদবী ক'র না! আমার রোষ বৃদ্ধি ক'র না। কৈ হ্যায়!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

যা, পাহাড়ীদের কাছ থেকে দুটো সদ্যঃধৃত, বিষাক্ত অজগর কিনে নিয়ে আয়! যত মূল্য চায় দিবি। আনা চাই—নইলে জীবন্ত কবর দেব।

ভৃত্য। যো হুকুম। [প্রস্থান।

(প্রহরীদ্বয় গোফুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিল)

শাইবানি। একি! গোফুর!— (ব্যঙ্গভরে) এসাজ কি তোমার শোভা পায়!

গোফুর। এতদিন আপনার জন্য প্রাণপাত ক'রেছি—তার এই উপযুক্ত পুরস্কার!

শাইবানি। মুদ্রার লোভ এত! বেশ! বেশ! সে লোভের পরিণাম কত মধুময় তা তোমায় অনুভব করিয়ে দিচ্ছি!

গোফুর। এ বিদ্রূপ সর্পদংশন অপেক্ষাও তীব্র! আমার মৃত্যুও বোধ হয় এত যন্ত্রণা-দায়ক হবে না!

শাইবানি। বিশ্বাসঘাতক! তোমার মৃত্যু! তোমার মৃত্যু কত ভীষণ হবে, কত যন্ত্রণাদায়ক হবে, তা তুমি কল্পনাও ক'র্ত্তে পার না। এরচেয়ে লক্ষগুণ ভয়ঙ্কর! কোটীগুণ যন্ত্রণাদায়ক! তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হও নিমকহারাম!

গোফুর। জনাব! মর্ত্তে দুঃখ নাই! আপনার জন্য জীবন পাত ক'র্ত্তে গোফুর কোন দিনও পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। তবে এই বড় দুঃখ র'য়ে গেল, যে আপনি একটা সামান্য লোকের কথায় বিশ্বাস কল্লেন? আর যে আপনার চিত্ত-বিনোদনের জন্য, আপনার ইঙ্গিত

মাত্র পেয়ে, অবলীলাক্রমে, কত সোণার পুরী ভস্মীভূত ক'রে ফেলেছে;—কত অবলা রমণীকে উলঙ্গ ক'রে অম্লান বদনে কশাঘাত ক'রেছে ; কত রুগ্ন, কত বৃদ্ধ, কত শিশুকে নির্ম্মম হৃদয়ে শাণিত তরবারির অগ্রে দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেলেছ,—তার উপর বিন্দুমাত্র ন্যায় বিচার না ক'রে—অকারণ তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক'চ্ছেন! জনাব! জানেন কি—কি পাষাণে, কি কঠিন বজ্র দিয়ে এ প্রাণ বেঁধেছি? জানেন কি—কত মনোহর নগরের ধ্বংসাবশেষ কত সুন্দর প্রমোদকাননের ভস্মাবশেষ স্থির চক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রেছি? কত রুগ্নের, কত বৃদ্ধের, কত শিশুর মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ অবিকম্পিত হৃদয়ে শ্রবণ ক'রেছি? কত রমণীর ত্রাস-কম্পিত, পাষাণ-দ্রাবী কাতর রোদন স্থির চিত্তে শ্রবণ ক'রেছি?—এসব নিজ হস্তে ক'রেছি—নিজের চ'খে প্রত্যক্ষ ক'রেছি—নিজের কর্ণে শ্রবণ ক'রেছি—আর আমার প্রভুর চিন্তাই আমাকে সজীব করে রেখেছে! এর প্রতিদান মৃত্যুদণ্ড! বিচার করুন—বিচার করুন জনাব! অন্যায় বিচার ক'রবেন না!

শাইবানি। আমি বধির! তোমার কোন কথা আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ ক'চ্ছে না! বিষধর দংশন কত মধুর তাই অনুভব করবার জন্য প্রস্তুত হও!

গোক্ষুর। আমি প্রস্তুত! কিন্তু মরবার আগে বলে যাই—আমি বিশ্বাসঘাতক নই! বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন!

শাইবানি। আমি পাহাড়—

গোক্ষুর। পাহাড়েও করুণা-বারি আছে! তুমি তার চেয়েও কঠোর! ওঃ! এতদূর! এই ঘোর অবিচার!—বেশ তবে তাই হ'ক।—কিন্তু স্থির জেন,—নিরপরাধের উপর এ অমানুষিক

অত্যাচারের প্রতিফল আছেই! সে প্রতিফল আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে পেতে হবে! স্থির জেন—তোমার মৃত্যু আমার মৃত্যুকে অনুসরণ ক'রবে।

শাইবানি। হাঃ, হাঃ, হাঃ! ঠিক্! ঠিক্! তোমার কথায়ই তুমি ধরা প'ড়েছ—যদি তাই হয়—তবে তোমার ভাষাতেই ব'লি শোন;—স্থির চিত্তে কাণ পেতে শোন—যদি নিরপরাধের দণ্ডের প্রতিফল মৃত্যু তবে তুমি যে সব নিরপরাধিণী নারীর ধর্ম্ম নাশ ক'রেছ, অসহায় বৃদ্ধ রুগ্নের উপর অত্যাচার ক'রেছ—সরল শিশু-গণের হৃদপিণ্ড উপ্ড়ে দিয়েছ—তারই প্রতিফল আজ তোমার এ প্রাণদণ্ড! বুঝ্লে?—ভেবে দেখ—মানস নেত্রে সেই সকল ছবি প্রত্যক্ষ কর—তার পর বল, আমার এ অত্যাচার তার চেয়ে ভীষণ-তর কি না!

গোক্রুর! (চিন্তা করিয়া) এঁ্যা! একি! একি! আমার অন্ধকার কেটে যাচ্ছে! দিব্যচক্ষে সেই সকল ছবি দেখ্তে পাচ্ছি!—একি! শিউরে উঠ্ছি কেন! একি বিভীষিকাময় দৃশ্য! একি! একি! আহা হা! বৃদ্ধ চলৎশক্তি হীন কম্পিত কলেবর, দুর্ব্বল! তাকে হত্যা ক'রনা—সরে যা, সরে যা পাষণ্ড! ও আবার কি? ননীর পুত্তলিকে ঐ তীক্ষ্ণতর অসির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেল না। ও তোমার কোন অনিষ্ট করে নাই—নিরস্ত হও, নিরস্ত হও দস্যু! খবরদার শয়তান! অবলাকে নগ্ন ক'রে কশাঘাত করিস্ না—এ পাশবিক অত্যাচার থেকে নিরস্ত হ', নিরস্ত হ',—ওর কাতর রোদনে—ওর ব্যাকুল আর্ত্তনাদে কি তোর প্রাণ কেঁদে উঠ্ছে না পাষণ্ড? না, না;—একি! আমি স্বপ্ন দেখ্ছি?—এঁ্যা! তাইত! একি! হাঁ, হাঁ—বুঝেছি আমিই

সেই—! আমি সেই অত্যাচারী! খোদা! তুমি আমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছ? খোদা! মেহের বান্! এতদিন কোথায় ছিলে প্রভু! কেন এই অন্তিমে আমার চক্ষু খুলে দিলে—? আল্লা, আল্লা! আমায় এ পাপ থেকে উদ্ধার কর—ও হো হো! কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত!—শাইবানি! ঠিক্ ব'লেছ এ আমারই পাপের সমুচিত দণ্ড! এ তোমার প্রদত্ত নয়, এ খোদার প্রেরিত দুষ্‌মনের শাস্তি! চল, আমায় নিয়ে চল,—আর আমি এক মুহূর্ত্ত প্রাণ ধারণ কর্ত্তে পাচ্ছি না—ও হো হো! বৃশ্চিক দংশন! স্মৃতি! স্মৃতি! ডুবে যাও, আঁধারে ডুবে যাও। চল আমায় নিয়ে চল! সৈন্যগণ! যাবার সময় একটা কথা বলে যাই—এই আমার শেষ অনুরোধ—! এই পাষণ্ডের জন্য আমার সঙ্গে যে সকল ঘৃণিত পৈশাচিক কায ক'রেছ তার জন্য এখন থেকে অনুতাপ কর—খোদাকে বিশ্বাস কর—আর শয়তানের সঙ্গ জন্মের মত পরিত্যাগ কর! খোদা! আমার মৃত্যুদণ্ডে এদের সকলের পাপ ক্ষমা কর প্রভু! চল আমায় নিয়ে চল! শাইবানি! শয়তান! আজ আমি স্বাধীন! কত আনন্দ—কত আনন্দ!

শাইবানি। বিদ্রোহীকে নিয়ে যাও। আমার হুকুম মত শাস্তি দাও।

(প্রহরীগণ গোফুরকে লইয়া গেল)

(পাহাড়ী ও ভৃত্যের প্রবেশ)

কই অজগর কই?

পাহাড়ী। দেখ্‌বি? দেখ্‌বি? তোর ডর্ লাগবে না! আচ্ছা এই দেখ। (সর্প প্রদর্শন)

শাইবানি। ...বাস্। যাও, ঐখানে নিয়ে যাও!

সৈন্যগণ। জাঁহাপনা! অন্যায় ক'রবেন্ না- অবিচার ক'রবেন্ না—

শাইবানি। চুপ্ কর!

নেপথ্যে গোফুর। ওঃ ওঃ! গেলাম! গেলাম! সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল! আল্লা! এর বিচার কর—সৈন্যগণ তোমরা সব জান—ও হো হো!

সৈন্য। হাঁ নিশ্চয় জানি তুমি নির্দ্দোষী।

শাইবানি। একি দুরন্ত সাহস! একি ভীষণ স্পর্দ্ধা! চুপ্ কর। আমার রোষ বৃদ্ধি ক'রনা।

সৈন্যগণ। তোমায় একেবারে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। রস'।

শাইবানি। এঁ্যা! এযে বিদ্রোহ! নিশ্চয়ই আমায় বধ কর্ব্বে! কোথায় যাই! কি ক'রে রক্ষা পাই—(পলায়নোদ্যত)

সৈন্যগণ। মার, মার। (ধারণ)

নেপথ্যে জনৈক সৈন্য। মুণ্ডটা কেটে গোফুর খাঁর সাম্‌নে ফেলে দাও—সর্প দংশন বিস্মৃত হ'ক।

শাইবানি। মেরে ফেল্লে! মেরে ফেল্লে! ওঃ! ওঃ! ওঃ!

নেপথ্যে সৈন্য। গোফুর খাঁ, গোফুর খাঁ—ঐ দেখ শাইবাণির ছিন্নমুণ্ড! (মুণ্ড নিক্ষেপ)

(হাসান চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া মুণ্ড কুড়াইয়া লইল)

হাসান। সার্থক শ্রম! পূর্ণ মনস্কাম! যাই রক্তাক্ত মুণ্ড সুলতানকে উপহার দিইগে—। এই বেলা চলে যাই—ঐ বিদ্রোহী সৈন্যগণ ছুটে আস্‌ছে—আমায় দেখ্‌তে পেলে নিশ্চয়ই হত্যা ক'রবে! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গিরিনিম্নে নদী।

(তুষার মণ্ডিত গিরি শীর্ষে সূর্য্যোদয়। ইন্দ্রধনু বর্ণে অনুরঞ্জিত তুষার রাশি। নিম্নে কুজ্ঝটিকা। ক্রমে সূর্য্য উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে আর কুজ্ঝটিকা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতেছে।)

সেখজিন ও মক্কা-যাত্রিগণের প্রবেশ ও গীত।

খাম্বাজ—কাহারবা।

এ দুনিয়ামে কুচ্ সাঁচ্ নেহি ঝুটা বিল্‌কুল্।
সো সম্‌ঝেগা সাচ্ ভেইয়া সাচ্ যিস্কো দিল্।
আঁখসে যো কুচ্ দেখোগে তোম্—
কাণসে যো কুচ্ শুনো গে—
নিদ্ টুটেগা, আঁখ মেলেগা—
তামাম দেখেগা সপন্‌কো খেল!
আরে ভোজবাজী হ্যায় সব ভেইয়া
যাদুকো মেলা হো দুনিয়া—
যাদু ছোড়কে, সাধু হোও কে—
ভজ দুনিয়া-মালীক পূরাকে দিল্।

সৈন্যগণ নেপথ্যে। বাবর শা কি ফতে! বাবর শা কি ফতে!

জিন্। বাবর শা! তবে একবার সাক্ষাৎ করে যাই। তোমরা অগ্রসর হও। (যাত্রীগণ চলিয়া গেল)

বাবর এখন কাবুলের সুলতান—দেখি কি ব্যবহার প্রদর্শন করে!

(বাবর, রমজান ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

বাবর। ফকির সাহেব! আমার সেলাম গ্রহণ করুন।
(কুর্ণিশ)

জিন। কোথায় চলেছ সুলতান?

বাবর। শাইবানি আমার কান্দাহার রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে, তাকে দমন ক'ত্তে চলেছি ফকির সাহেব।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

কে আপনি?

আলাউদ্দীন। সুলতান—এ বৃদ্ধ পাঠান। আমার নাম আলা-উদ্দীন লোদী। পঞ্জাবের বাদশা দৌলৎ খাঁ এই পত্র প্রেরণ করেছেন। এই নিন। (পত্রদান)

বাবর। (পাঠান্তে) হুঁ!

সেখজিন্। সুলতান!

বাবর। এ এক বিষম সমস্যা! কি করি! উপায় ব'লে দিন ফকির সাহেব!

সেখজিন। কিসের উপায় সুলতান?

বাবর। ইনি দৌলৎ খাঁ লোদীর পরম আত্মীয়! দৌলৎ খাঁ লোদী তাঁর একমাত্র কন্যাকে নাসিরের সঙ্গে বিবাহ দিতে আগ্রহান্বিত! কিন্তু আমার চিরশত্রু শাইবানিকে দমিত না ক'রে কেমন ক'রে ভারত যাত্রা করি? এই দেখুন। (পত্র দান)

জিন্। (পাঠান্তে)—বৎস! তুমি বোধ হয় সমস্ত লিপি পাঠ কর নাই! এই দেখ কি লেখা র'য়েছে। উনি শুদ্ধ তোমার ভ্রাতার বিবাহে নিমন্ত্রণ ক'ত্তে আসেন নাই। তা অপেক্ষা একটা মহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থী হ'য়ে এসেছেন। আমার মতে তোমার সর্ব্বাগ্রে ভারত যাত্রা করাই কর্ত্তব্য। তোমার

কীর্ত্তি দুনিয়ার সর্ব্বত্র বিঘোষিত হ'ক—এই আমার অন্তরের কামনা। তুমি এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রনা সুলতান।

বাবর। কিন্তু শাইবানি কান্দাহার আক্রমণ ক'রেছে যে ফকির সাহেব। তাকে দমন না করে কেমন ক'রে ভারত যাত্রা ক'রব?

রমজান। জনাব! সে ভার আমার উপর দিন। আপনি ফকির সাহেবের উপদেশ এবং বৃদ্ধের অনুরোধ রক্ষা করুন।

বাবর। তবে ফকির সাহেব—

জিন্। তোমার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হ'ওনা সুলতান! তুমি শুদ্ধ বিজেতা নও, তুমি ধর্ম্ম রক্ষক! তুমি গাজি! ভারতবর্ষ দুনিয়ার সার সৃষ্টি! জগজ্জন-বাঞ্ছনীয়,—বারিধির মত মহান! আকাশের মত উদার! ভারতের রবি-কিরণোজ্জ্বল নীলগগন তলে ইস্‌লাম পতাকার অধিক সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হবে। এ মহাসুযোগ হারিও না; যাও, ভারতবর্ষে যাও—আশীর্ব্বাদ করি, খোদা তোমার সহায় হ'ন! আমি মহাতীর্থে চলেছি, আমার সঙ্গে অসংখ্য যাত্রী! তারা আমার অপেক্ষা ক'চ্ছে। তবে আসি সুলতান! খোদা তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন! [প্রস্থান।

জনৈক সৈন্য। সুলতান—ঐ কুয়াশার ভেতর থেকে যেন একখানা নৌকা এদিক পানে ছুটে আস্‌ছে।

বাবর। তাই ত! সত্যই ত!

(হাসান দ্রুত নৌকারোহণে ক্রমে তীরবর্ত্তী হইল)

বাবর। ফকিরের আদেশ কেমন ক'রে লঙ্ঘন করি? শাই-বানির কি প্রতিবিধান করি?

(হাসান তীর-সংলগ্ন তরণী হইতে লাফাইয়া পড়িল)

হাসান। সুলতান! আর তার প্রতিবিধানের কোন প্রয়োজন

নাই! এই তার শোণিত-মর্দ্দিত মুণ্ড! আপনার চরণে ভক্তি উপহার স্বরূপ ধরে দিচ্ছি!

(শাইবানির মুণ্ড বাবরের পদতলে রাখিল)

বাবর। হাসান, হাসান! একি! তুমি—! তুমি!—

হাসান। চম্‌কে যাবেন না সুলতান! এই শাইবানির ছিন্ন-মুণ্ড! প্রত্যক্ষ করুন।

বাবর। সত্যই ত! সত্যই ত!—এই ত শাইবানির মুণ্ড! আজ ভূমিকম্প থেমে গেল! দাবানল প্রশমিত হ'ল! উৎসাহে আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে আসছে! আমার ভবিষ্যৎ নবীন সুষমায় অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ছে! হাসান! পুত্র! আজ যথার্থই তুমি পুত্রোচিত কার্য্য ক'ল্লে! এস বৎস! আমায় আলিঙ্গন দাও!

(আলিঙ্গন)

হাসান। সুলতান আপনার প্রতিজ্ঞা—

বাবর। না ভুলি নি। তোমার এ উপকারের যোগ্য প্রতিদান নাই। কত ক্লেশ, কত চিন্তায় আমায় অধীর ক'রে ফেলেছে, কত বিপদাশঙ্কায় আমায় মুহ্যমান করেছে, কত লক্ষ বার ওকে পরাজিত ক'ত্তে বিফল প্রয়াশ হ'য়েছি, কিন্তু তুমি অনায়াসে আমার মনোরথ পূর্ণ ক'ল্লে! আমায় নিষ্কণ্টক করে দিলে! আবার বলি এর যোগ্য প্রতিদান নাই! আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি!—ভারত থেকে ফিরে এসে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রব বৎস। আপাততঃ তোমায় কাবুলের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত কল্লাম।

হাসান। শাহেন শার আদেশ শিরোধার্য্য! (কুর্ণিশ)

বাবর। আর রমজান্?

রমজান। সুলতান্!

বাবর। তুমি অবিলম্বে কান্দাহার যাত্রা কর। তুমি সেখানকার শাসনকর্ত্তা!

রমজান। নফর আপনার চিরদিনই আজ্ঞাধীন। এই মুহূর্ত্তেই চ'ল্লাম! [প্রস্থান।

হাসান। (স্বগত) আর কত বিলম্ব! আর কতদিন ধৈর্য্য ধারণ ক'রব! রাজিয়া! রাজিয়া! তোমায় পাব ব'লে আমি অজগরকে গর্ত্ত থেকে টেনে বের ক'রে তাকে হত্যা ক'রেছি। তোমার জন্যেই জীবনকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুমুখে পাতিত ক'রে ছিলুম। হবে না! হবে না! তুমি কি আমার হবে না? নিশ্চয়ই হবে। তুমিই আমার জীবনাকাশে একমাত্র ধ্রুবতারা!

বাবর। যাও হাসান! বিলম্ব ক'র না। আমরা এই মুহূর্ত্তে ভারত যাত্রা ক'রব।

হাসান। সুলতানের আদেশ শিরোধার্য্য! এই মুহূর্ত্তে কাবুল যাত্রা কচ্ছি। সেলাম। [প্রস্থান।

আলাউদ্দীন। মেঘ কেটে গেছে সুলতান! এখন চলুন সুলতান!—ঐ দূবে বহুদূরে অসংখ্য নীরদমালার ন্যায় গিরি-শ্রেণীর পশ্চাতে, নীলাকাশতলে বেহেস্তের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ভারত! স্বর্ণপ্রসূ ভারত এখন বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত! আসুন সুলতান—আপনি তার শান্তি বিধান করুন।

বাবর। (স্বগত) ভারতবর্ষ! হাঁ সত্যই বেহেস্ত! একবার মাত্র সে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেই সিন্ধু-নদতীরে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এখনও সুদূর অতীতের ঘন যবনিকা ভেদ ক'রে মানস-দর্পণে সে ছবি প্রতিফলিত হ'চ্ছে! মরি! মরি! কি সুন্দর কি মনোহর দৃশ্য!

বাবর শা।

(চিন্তায় মনোমধ্যে উদিত ভারতচিত্র বহিঃ দৃশ্যমান)
(প্রকাশ্যে) আগ্রহে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে! আর স্থির থাকৃতে পাচ্ছি না! চল, চল, ধরায় নন্দন, মণিরত্ন-প্রসূ, শ্যামলা সূর্য্যকরোজ্জ্বলা ভারতে আমরা নবীন জীবন লাভ করে আসি চল। পৃথিবীর মধ্যমণি, জগজ্জনাকাঙ্ক্ষ্য, দুনিয়ার পূজ্য দেশ দেখে আমরা জীনব সার্থক ক'রে আসি চল।

[প্রস্থান।

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো--বাবর শা কি ফতে!

(অনুসরণ)
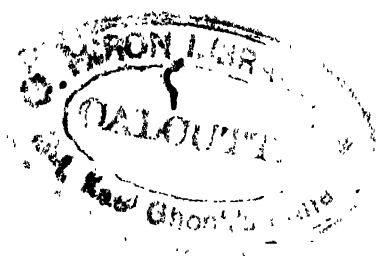
তৃতীয় অঙ্ক।

"The old order changeth yielding place to new."

—*Tennyson.*

বাবর শা।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাঞ্জাব—বিলাসভবন।

বাবর, দৌলৎখাঁ, বাবাদোস্ত ও ওমরাহগণ আসীন।

বাঁদিগণের নৃত্যগীত।

বেহাগ মিশ্র—ঠুংরি।

ওহে সুন্দর, ও মনোহর, নয়ন-রঞ্জন !

এস ফুল্ল-কুসুম, চাঁদিমা-ভূষণ মোহন আনন।

শশি হাঁসে সেথা তারকারি সনে,
ফুল কুল হাঁসে শ্যামকুঞ্জ বনে ;
তোমারি সে মধুহাঁসি,—তোমারি হে বাজে বাঁশী—
ভালবাসি দিবানিশি তোমারই বরণ।
হৃদি পরে পাতা তোমারি আসন—
তুমি হে জীবনে সজাগ স্বপন—
এসহে ভ্রমর বঁধু, লুঠি লও প্রেমমধু—
মোরা শুধু বিধুমুখে শুনিব হে গুঞ্জন।

[গীতান্তে প্রস্থান।

দোস্ত। আরে তোফা! তোফা! বহুৎ আচ্ছা পিয়ারী! জনাব, সত্যই আমরা আশমানের রাজ্যিতে এসে প'ড়েছি! এখানকার সবই তোফা! জলও তোফা! আকাশও তোফা! হাওয়াও তোফা! আর বাঁদিগুলোও তোফা! তাদের নাচগানও তোফা! এ তোফার রাজ্যিতে এসে একেবারে আমি তো ফ্যা ফ্যা হ'য়ে গেছি জনাব!

দৌলৎ। (সহাস্তে) ইনি কে?

বাবর। এটী আমারি বন্ধু! ওর ভিতর এমন একটা হৃদয় আছে—যার তুলনা, শুধু আকাশের সঙ্গে—শুধু সাগরের সঙ্গে সম্ভব!

দৌলৎ। বটে! দেখ্‌ছি তুমি খুব রসিক! তোমার উপর আমি ভারি খুসী।

দোস্ত। জনাব, সে আপনার মেহেরবানি! সেলাম। (কুর্ণিশ)

দৌলৎ। আমার মেয়ের সাদির দিনে খানা টানা পেয়েছিলে ত?

দোস্ত। বহুৎ, বহুৎ জনাব!

দৌলৎ। তুমি কি ক'ম্ভে ভালবাস?

দোস্ত। জনাব, তা একমুখে কত ,ব'লব? তবে গরীব সবার চাইতে সরাব খাওয়ার আমোদটাই বেশী পছন্দ করে। লোকে জানটাকে যেমন ভালবাসে, আমি সরাবটাকেও ঠিক্ তেম্নি ভালবাসি। আমার সঙ্গে সবাই মিলে যাতে সরাবের গুণ গায় এই চেষ্টা করে বেড়াই! নিজে যখন এক পেয়ালা পাই, তখন সাম্‌নে কেউ থাক্‌লে, তাকে নিদেন আধ পেয়ালা না দিয়ে খাইনা। আরও কিছু শুনুন—

দৌলৎ। বল, বল।

দোস্ত। যে দিন সরাব না জোটে, সে দিন দিল থাকে চ'টে;—মেজাজ হ'য়ে যায় খিট্ খিটে, কথা কইনা মোটে—আর ব'সে ব'সে শুধু হাত বুলুই এই পেটে। এ ক্ষুদ্র পেটটা এক রকমে ভর্ত্তি হ'লেই দিল খুব সাঁচ্চা থাকে!

দৌলৎ। বেশ! বেশ! রসিক বটে!

দোস্ত। জনাব—যাই একটু খাত ফিরিয়ে আসি। ওটা না ক'ল্লে মাঝে মাঝে কেমন বেঠিক হ'য়ে পড়ি! [প্রস্থান।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। জনাব, সৈন্যগণ খুব স্ফূর্ত্তি ক'চ্ছে! আসন্ন, সজ্জিত সমর-স্থল দেখে বাজীবৃন্দ যেমন চাঞ্চল্য, যেমন অস্থিরতার পরিচয় দেয়, আমাদের সৈন্যগণও যুদ্ধের আশায় সেইরূপ চাঞ্চল্য, সেইরূপ অস্থিরতার পরিচয় দিচ্ছে! আমরা কল্য প্রত্যূষেই পাণিপথ যাত্রা ক'রব।

বাবর। অবশ্য! আজ ওরা স্ফূর্ত্তি করুক। স্ফূর্ত্তিতেই ওদের

সাহস, স্ফূর্ত্তিতেই ওদের বীর্য্য, স্ফূর্ত্তিতেই ওদের শক্তি! ঐ স্ফূর্ত্তি যতক্ষণ ওদের প্রাণে সজাগ থাকবে, ততক্ষণ যুদ্ধের ভীষণতা ওদের ধমনীতে দ্বিগুণ শক্তির বৈদ্যুতী সঞ্চারিত ক'রবে! ততক্ষণ মৃত্যু ওদের নিকট তুচ্ছ ব'লে মনে হবে!

দৌলৎ। তা সত্য জনাব!

বাবর। আমরা শুধু রাণা সঙ্গের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা ক'চ্ছি। ইব্রাহিম লোদী অগণ্য সেনা সমবেত ক'রেছে। রাজপুতের সাহায্য ব্যতীত আমরা কৃতকার্য্য হ'তে পারব না।

দৌলৎ। সত্য! আপনার পরামর্শ মতই আমরা কার্য্য ক'রব। যখন অনুগ্রহ ক'রে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব সূত্রে আমাদের বেঁধেছেন তখন আপনি আমাদের একমাত্র উপদেষ্টা!

(রাজপুত দূতের প্রবেশ)

রাজদূত। জাঁহাপনা—আমি মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পত্র-বাহক! এই নিন্ তাঁর পত্র। (পত্রদান)

দৌলৎ। দেখ্‌ছি তুমি পরিশ্রান্ত! যাও, বিশ্রাম করগে। বিশ্রামের পর চিতোর যাত্রা ক'রবে। কে আছ, একে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও।

[রাজদূতকে জনৈক ভৃত্য লইয়া গেল।

বাবর। পত্র পাঠ করুন—

আলাউদ্দীন। (পত্র পাঠ)

পত্র——

সুলতান!

সেলাম পূর্ব্বক নিবেদন এই যে, আপনি আমার বন্ধুত্ব ও সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছেন তজ্জন্য আমি সম্মানিত। আমরা

হিন্দুজাতি। আমরা বিদেশীয় অতিথির সেবা ও অনুরোধ রক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচনা করি। এটা আমাদের জাতিগত প্রথা—এটা আমাদের ধর্ম্ম। আপনার নির্দ্দেশমত আমি যথাসময়ে সসৈন্যে যোগদান ক'রব। আমরা রাজপুতজাতি, প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা মৃত্যু পর্য্যন্ত রক্ষা করে থাকি। সেটা আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। ইতি—

আপনার সৌহৃদ্য-প্রত্যাশী

সঙ্গ।

দৌলৎ। তবে আর আমরা কালবিলম্ব ক'রব না। কল্য প্রত্যূষেই যাত্রা ক'রব। রাজপুতদূতকে এ সংবাদ দিয়ে দিন।

আলা। আমি তাঁকে ব'লে দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

দৌলৎ। আসুন সুলতান। [প্রস্থান।

বাবর। হিন্দুর এ উদারতা একদিন আমার নিকট উপকথা ব'লে মনে হ'ত—কিন্তু আজ দেখ্‌ছি সে আমার ভ্রম! এ উদারতা চাক্ষুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়—ধন্য হিন্দুজাতি! এই জন্যেই জগৎ সমক্ষে তোমরা এত উচ্চ! এত বরণীয়! আমি এ সৌজন্যে, এ উদারতায় মুগ্ধ! কি সুন্দর, কি মনোহর দেশ! যেমন দেশ, তেমনি দেশের গৌরব এই রাজপুত জাতি।

(হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন। পিতা! এ গৌরবান্বিত জাতির গৌরব উপলব্ধি ক'ত্তে শুধু একলা যাবেন না—আমায়ও সঙ্গে যেতে অনুমতি দিন। আমার প্রাণে কি একটা অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি, কি একটা ঐকান্তিক আগ্রহ জেগে উঠ্‌ছে! তা শুধু অনুভব ক'ত্তে পাচ্ছি, ভাষায় প্রকাশ ক'ত্তে পাচ্ছি না! পিতা! আমায়ও সঙ্গে যেতে অনুমতি দিন।

বাবর। বৎস! এবার ভীষণ সংগ্রাম! তোমায় আমি কোন প্রাণে সঙ্গে যেতে অনুমতি দি হুমায়ুন! (চিবুকে হস্তপ্রদান)

হুমায়ুন। আর এ ভীষণ সংগ্রামে আপনি যাবেন, আমিই বা কোন প্রাণে আপনার সঙ্গে না গিয়ে থাক্‌তে পারি পিতা!

বাবর। হুমায়ুন! হুমায়ুন! আমার সমস্ত গৌরব, অতুল রাজ্য সম্পদ একদিকে—আর তুমি একদিকে। ভারতে এসে আমি নূতন হর্ষ, নূতন শান্তি অনুভব ক'চ্ছি বটে—কিন্তু আমার প্রাণের গভীর-তম প্রদেশে কেমন যেন একটা অপূর্ণ বাসনার, কেমন যেন একটা বিফল প্রয়াশের করুণ, অস্ফুট গীতধ্বনি জেগে উঠ্‌ছে! যেন বোধ হ'চ্ছে আমার ভাগ্যে এ গৌরব ভোগ অসম্ভব! বৎস! এ মরু জীবনে তুমিই আমার শান্তি-প্রস্রবন! অদৃষ্টের উগ্রতাপে দগ্ধ এ হৃদয়! তুমিই এর স্নিগ্ধ চন্দ্রমাভাতি, তুমিই মধুর মলয় হিল্লোল! অশান্তির তীব্র অনুভূতির মধ্যে তোমার ঐ সরল কৈশোর লাবণ্যোৎফুল্ল, স্নেহকমনীয় মুখখানি আমার হৃদয়ের কুসুমহাস্যপুলকিত, মধুপগুঞ্জনভরা, মধুর আরাম কুঞ্জ। আমি চিরদিন শান্তির কাঙাল! কিন্তু খোদা আমায় সে শান্তি উপভোগ কর্‌বার অবসর দিলেন না। তুমি যাতে সেই মানবজীবনের সারভূত, পরমহৃদ্য বস্তু লাভে সক্ষম হও এই আমার হৃদয়ের সাধ। আমি আর তোমায় যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান ক'ত্তে অনুমতি দিতে ইচ্ছা করি না বৎস!

হুমায়ুন। পিতা! জীবনে শান্তি কোথায়! শান্তির অবসরই বা কোথায়! এ জীবন কার্য্যময়! আলস্য বা অনায়াস লব্ধ শান্তি-বেহেস্তের সুখাপেক্ষা লক্ষ গুণ হৃদ্য হ'লেও সে সুখভোগ মানুষের পক্ষে নিতান্ত অগৌরবের কথা। কষ্ট-লব্ধ সুখ, শ্রম-লব্ধ আরাম,

যত হর্ষপ্রদ, যত মধুর, তত আর কোন সুখ, কোন আরামই হ'তে পারে না। আপনি দারিদ্র্যের কঠোর নিস্পেষণে, অদৃষ্টের নির্ম্মম কশাঘাতে যে জ্ঞান, যে কীর্ত্তি, যে শান্তি অর্জ্জন ক'রেছেন, স্নেহান্ধ হ'য়ে আমায় ও সে সকলের ভাগী হ'তে নিরুৎসাহিত ক'রবেন না—! আমায়ও সঙ্গে নিন্ পিতা!

বাবর। ঠিক্ ব'লেছ! ঠিক্ ব'লেছ! সত্যই আমি সব বিস্মৃত হ'চ্ছি! আমরা মোগল—আমরা বিলাস ঘৃণা করি! আমরা কষ্ট-লব্ধ শান্তি, শ্রম লব্ধ আরাম বাহুবলে অর্জ্জিত কীর্ত্তিই জীবনের সার রত্ন, খোদার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ব'লে জ্ঞান করি! তবে এস বৎস! তোমার যৌবনের এ নবোদ্গত কলিকার মত নবোদিত বাসনা অপূর্ণ রাখব না, এস এবারেও তোমায় সঙ্গী ক'রব! কিন্তু—

হুমায়ুন। আর নিষেধ ক'রবেন না পিতা! হৃদয়ে আশার খরস্রোত তুলে দিয়েছেন—প্রাণে হর্ষের উজান ব'য়ে যাচ্ছে! আমি পুলকে আত্মহারা! আমি আমার পিতার সঙ্গে এ মহা যুদ্ধে যাব! আমায় এত আশায় নিরাশ ক'রবেন না পিতা!

বাবর। না বৎস! আর তোমায় নিরাশ ক'রব না। তোমার মনোসাধ সত্যই পূর্ণ ক'রব! এস আমরা প্রস্তুত হইগে। কাল প্রত্যুষেই আমরা পাণিপথ যাত্রা ক'রব। [প্রস্থান।

হুমায়ুন। কি আনন্দ! কি আনন্দ! বুকের ভিতর কি এক অপূর্ব্ব স্পন্দন! প্রাণে কি গভীর উল্লাস-হিল্লোল! পিতা, পিতা!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাবুল কক্ষ।

(গীত সহকারে রাজিয়ার প্রবেশ)

গীত।

কানেড়া মিশ্র—যৎ।

পীড়িল মরমে মোরে তাহারই মূরতি-হাঁসি,
কোমল হৃদয় মাঝে জ্বালিল অনল রাশি।
শত যে বেদনা বুকে, তবু তারই স্মৃতি জাগে—
হৃদয় অনল মাঝে তবু ঢালে সুধা রাশি॥
যার লাগি আমি কাঁদি দিবানিশি—
শুনিবে না ত সে মরম বাঁশী—
মলিন এ রূপ রাশি, সজল ব্যাকুল আঁখি—
কভু ত কবে না তারে কত যে গো ভালবাসি।
সাধিব না বাদ তব সুখে আর—
তব প্রেম তানে বাঁধা-বীণাতার—
বাজিবে মরমবীণা—শুনিব হে আনমনা
পুলকে নয়ন বাহি ঝরিবে মুকুতারাশি!

(গীতান্তে) রমজান্! একটুও কি বুঝ্‌তে পার নাই।

হাসান। কেন এ অশ্রুজল রাজিয়া? আমি তোমার চরণে কি অপরাধ ক'রেছি রাজিয়া? তোমায় দেখে আমার প্রাণ মুগ্ধ তাতে আমার অপরাধ কি সুন্দরি!

রাজিয়া। তুমি আমার নয়নের অপ্রীতিকর, চলে যাও!

হাসান। কিন্তু শাজাদী তুমি আমার নয়নে সুধা বর্ষণ কর!

রাজিয়া। তুমি দুষ্‌মন্‌! তুমি আমার বিরক্তিকর,—

হাসান। কিন্তু তুমি সুন্দর! তোমায় দেখ্‌লে আমি দুনিয়া বিস্মৃত হই!

রাজিয়া। তুমি নগণ্য, তুমি আমার অযোগ্য!

হাসান। কিন্তু প্রাণ তা শুনে না সুন্দরি!

রাজিয়া। তোমায় আমি ঘৃণা করি,—

হাসান। তোমায় আমি আরও ভালবাসি।

রাজিয়া। হাসান! হাসান! নিজের ভাল চাওত দূর হও।

হাসান। আর কি ভাল চাইব সুন্দরি! তুমিই আমার সব! এস, আর নিষ্ঠুর হও না—তুমি হুকুম কর—আমি হাঁসতে, হাসতে, প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছি! এস, এস সুন্দরী! (সমীপে গমন)

রাজিয়া। শয়তান! দূর হও! এক পদও অগ্রসর হও না। চ'লে যাও!

হাসান। শূন্য দেহ নিয়ে কোথায় যাব শাজাদী? প্রাণ যে চুরি ক'রে নিয়েছ সুন্দরি! আমায় হতাশ ক'র না। আমায় মেরে ফেল' না—দয়া কর—দয়া কর, রাজিয়া!

রাজিয়া। তোমার প্রণয়ে আমি পদাঘাত করি!

হাসান। তবু তোমায় ছাড়ব না। তোমায় বুকে রাখব, আমার তাপিত বক্ষ শীতল ক'রব—এস, এস—(রাজিয়াকে ধারণ)

রাজিয়া। ও হোহো! কে আমায় রক্ষা ক'রবে! কে আমায় রক্ষা ক'রবে! বাবা! বাবা! আজ তুমি কোথায়? তোমার আদরের রাজিয়া আজ দস্যু হস্তে! আল্লা! আল্লা! আমায় রক্ষা কর! বাবা, বাবা! আর বুঝি আমায় দেখ্‌তে পেলেনা!

(নসির ও রৌশনের প্রবেশ)

নসির। কেন পাব না মা! এই যে আমি এসেছি মা। হাসান! হাসান! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। তোমার শেষ মুহূর্ত উপস্থিত! (তরবারি উত্তোলন)

রৌশন। না, না, হত্যা ক'রবেন না জনাব!

নসির। যাও, তোমায় হত্যা ক'রব না। আজীবন অন্ধকার কারায় বাস কর। কৈ হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

যাও একে নিয়ে যাও। কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে রাখ! আমার নবপরিণীতা পত্নীর অনুরোধে তোমার প্রাণ রক্ষা হ'য়েছে! যাও, আজীবন কারাগারে বাস কর।

(প্রহরী হাসানকে লইয়া গেল)

রাজিয়া! রাজিয়া, সম্মুখে তোমার মা!

রাজিয়া। মা, মা! কন্যার সেলাম গ্রহণ করুন (কুর্ণিশ)

নসির। এস রৌশন! তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত। আরাম ক'রবে এস। [প্রস্থান।

রাজিয়া। এস মা—

রৌশন। (স্বগত) কি সুন্দর! কি মুগ্ধকর! হাসান! হাসান! এক দৃষ্টিতে আমার প্রাণ চুরি ক'রে ফেল্লে! তোমার বাহাদুরী আছে! [প্রস্থান।

রাজিয়া। চল মা— [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর-প্রাসাদ প্রাঙ্গণ।

রাণী কর্ণাবতী আসীনা।

(রাণাসঙ্গের প্রবেশ)

সঙ্গ। রাণি ! মা চিতোরেশ্বরীর কৃপায় যদি রণস্থল হ'তে ফিরে আস্‌তে পারি, তাহ'লে আবার সাদরে তোমার হাস্যরঞ্জিত মুখখানি চুম্বন ক'রব ! চিতোরেশ্বরীর চরণে প্রার্থনা কর যেন আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

রাণী। রাণা আপনি নিশ্চয়ই জয়ী হ'য়ে ফিরে আসবেন। আমার প্রাণ ডেকে ব'লছে—আপনি বিজয়-মুকুট মাথায় প'রে আবার সগর্ব্বে চিতোরে প্রবেশ ক'রবেন। মহারাণা—না কিছু ব'লব না।

সঙ্গ। কি বল্‌তে যাচ্ছিলে বল ! ইতস্ততঃ ক'র না।

রাণী। শুন্‌লাম বিক্রম নাকি সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী ?

সঙ্গ। তাতে আর আশ্চর্য্য কি রাণি—সে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। তোমার মত কি ?

রাণী। আমি নারী—আমার কি মতামত রাণা ?

সঙ্গ। নারী হ'লেও—মিবারের রাণী—বল তোমার মত কি ?

রাণী। বিক্রম উচ্ছৃঙ্খল ! সে কি আপনার গৌরব, রাজপুত-কীর্ত্তি রক্ষণে সক্ষম হবে রাণা ?

সঙ্গ। সে সব ভাগ্যের উপর নির্ভর করে রাণি ! সে আমার

জ্যেষ্ঠ পুত্র ; সে বর্ত্তমানে, সিংহাসনে আর কারও অধিকার থাক্‌তে পারে না, তবে আসি রাণি।

রাণী। ভবিষ্যতে আরও উদ্ধত, আরও ভীষণ হবে! আপনার সুন্দর রাজ্য ছারখার ক'রে ফেল্‌বে! এই আমার আশঙ্কা!

সঙ্গ। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! [প্রস্থান।

রাণী। রাণা পুত্র স্নেহে অন্ধ: বাৎসল্যে বিবেকহীন! কিন্তু আমিও রাণী, আমি তাঁরই পত্নী। আমি তাঁর অমঙ্গল দেখ্‌তে পারব না। আমি এ পবিত্র-স্মৃতি-বিজড়িত, মহাজন-পদরেণুপূত, ভারতপূজ্য মিবার-রাজ্য ছারেখারে যেতে দেব না। আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যতদুর সম্ভব, আমি এ সোণার রাজ্য রক্ষা ক'রব! স্বামীর ভ্রান্তিতে আমিও ভ্রান্ত হব না! আমি এ রাজ্য, এ রাজপুত মহিমা রক্ষা ক'রব—এই আমার প্রতিজ্ঞা! মা চিতোরেশ্বরি এ মহাব্রতে তুমি আমার সহায় হও মা! [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীর।

(নীল গগনে সুন্দর ইন্দ্রধনু শোভা পাচ্ছে! বকশ্রেণী শ্বেত পক্ষ বিস্তারে যমুনার উপর দিয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে।)

(ইব্রাহিম ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ইব্রাহিম। সৈন্যগণ! পাঠানবীরগণ! তোমরা বিচলিত হ'লেই সাম্রাজ্য-স্তম্ভ ধরাশায়ী হবে! তোমরা মহাদ্রির মত কঠোর

হ'ও—দেখি কে তার ভিত্তি বিচলিত ক'ত্তে সক্ষম হয়! আমার স্বার্থে তোমাদের স্বার্থ! আমার সম্মানে তোমাদের সম্মান! আমার গৌরবে তোমাদের গৌরব! কিন্তু সে গৌরব-তপন অস্তমিত প্রায়! ঐ দেখ পশ্চিম গগনে কি অপূর্ব্ব লোহিত প্রভা! এখনও দেখ আকাশ পূর্ব্ব গরিমায় অনুরঞ্জিত! এখনও সেই কীর্ত্তির মলয়-হিল্লোলে দিল্লীর কেতন নর্ত্তিত! এখনও তোমাদের শিরায় উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত! হতাশ হ'ওনা! আশায় তোমাদের বক্ষঃস্থল স্ফীত হ'য়ে উঠুক! কীর্ত্তি-গরিমায় তোমাদের প্রাণে রণভেরী বাজিয়ে দিক্! আল্লার শক্তি তোমাদের রণক্ষেত্রে ছুটিয়ে নিয়ে চলুক।

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো! (উচ্চরব)

ইব্রাহিম। বন্যার মত ছুটে এস! বাত্যার মত উড়ে এস! ভূমিকম্পের মত ধেয়ে এস—দেখি কোন শক্তি আমাদের গতি প্রতিরোধ ক'ত্তে সক্ষম হয়! [প্রস্থান।

সৈন্য। আল্লা আল্লা হো। [প্রস্থান।

(প্রহরীদ্বয় আলাউদ্দীনকে বন্দি করিয়া লইয়া আসিল।
আকাশে ঘোর ঘনঘটা দৃষ্ট হইল। মেঘ গর্জ্জন ও
বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতে লাগিল। দুর্ম্মদ বেগে
প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইল)

১ম প্রহরী। দে ফেলে দে।

২য় প্রহরী। চল! শীগ্‌গীর চল। ভয়ঙ্কর ঝড়! যমুনায় ভয়ঙ্কর তুফান!

১ম। বেশ হ'য়েছে! এই তুফানে ফেলে দিলে আর উঠ্‌তে পারবে না। চল, চল।

আলা। আল্লা! আল্লা! এ আমার কি পাপের শাস্তি!

১ম। কি পাপ! বিশ্বাসঘাতক! কি পাপ! তা জান না? জেনেও কাজ নাই—বুঝিয়ে দিচ্ছি! (যমুনায় নিক্ষেপ) মর! শয়তান! পাঠানকলঙ্ক! মর ডুবে মর! [উভয়ের প্রস্থান।

আলা। ও হো হো! ম'লাম! ম'লাম! আর রক্ষা নাই! কি ভয়ঙ্কর তুফান! কি ভীষণ ঝড়! আল্লা! আল্লা!—

(তরঙ্গে নৃত্যমানা তরণীর আবির্ভাব। তরণী বক্ষে ধীবরদ্বয়।)

১ম ধীবর। সামাল! সামাল! আর রক্ষা নাই! ডুবল'! ডুবল'!

২য় ধীবর। লাফিয়ে পড়! লাফিয়ে পড়! যা থাকে নসীবে!

(তরী নিমজ্জিত হইল)

আলা। ওঃ! আর পারি না! শ্বাস রোধ হ'ল—হস্তপদ শিথীল হ'য়ে গেছে—এইবার ম'রব—আল্লা আল্লা—একি ক'ল্লে?

১ম ধী। কেরে! কেরে তুই! ভয় নাই, ভয় নাই! আয় আমাদের পিঠে ভর করে আয়! ভয় নাই!

(আলাউদ্দীন ধীবর পৃষ্ঠে ভর করিয়া তাহাদের দ্বারা তীরাভিমুখে নীত হইল)

আলা। খোদা! ধন্য তুমি!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কাবুল কারাগার।

(বিজন কারাগারে হাসান)

হাসান। আমি হতভাগ্য! যখন রাজিয়া আমায় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন মৃত্যুই আমার শান্তি! এই নির্জ্জন তমসাচ্ছন্ন কারাবাস আমায় বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা দিচ্ছেনা—কিন্তু সেই নির্ম্মম-হৃদয়ার আচরণে আমার মর্ম্মে কঠিন শেলাঘাত করেছে! রাজিয়া! রাজিয়া! তোমায় এ মরু জীবনের একমাত্র শান্তি-প্রস্রবন মনে ক'রেছিলাম! কিন্তু সে আমার ভ্রান্তি! সে নিষ্ঠুর মরীচিকা! পিপাসা জর্জ্জরিত প্রাণে, শুষ্ককণ্ঠে, ব্যাকুল হৃদয়ে তার পানে ছুটে গেলাম, বিফল প্রয়াশ হ'য়ে ফিরে এলাম! এ মরু বক্ষঃ তৃপ্ত হ'ল না! পিপাসা মিটল না। হতাশার দগ্ধ বালুকায় ছটফট করে জ্বলে মর্চ্ছি! আমার এ দুঃখে কারুর প্রাণে ব্যথা দিচ্ছে না!

(নিঃশব্দে রৌশনের প্রবেশ ও দ্বার উন্মোচন)

রৌশন। দিচ্ছি বৈকি হাসান! সেই জন্যই ত স্বহস্তে তোমায় মুক্তি দিতে এসেছি হাসান!

হাসান। বেগম সাহেবা! আপনি?

রৌশন। হাঁ আমি। আমায় কি ভুলে গেলে হাসান?

হাসান। এ জীবন থাকৃতে ভুলব না! আপনি আমার জীবন-দাত্রী!

রৌশন। হাসান! আমি তোমায় গভীর নিশীথে নিজ হস্তে মুক্ত ক'র্ত্তে এসেছি। প্রতিদান কি দেবে বল?

হাসান। আমি দরিদ্র! আপনার দীন প্রজা! এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যতীত আর কি প্রতিদান সম্ভব মা!

রৌশন। এ কি সম্বোধন! হাসান্! হাসান্! তুমি কি এত মূর্খ?

হাসান। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না মা! সত্যই আমি মূর্খ।

রৌশন। হাসান্! হাসান্! নির্ম্মম! আমার বিলাসে গঠিত প্রাণটী এক নিমিষে চুরি ক'রে নিয়েছ, তবুও বুঝ্‌তে পার নাই! যা কেউ ক'ত্তে পারে নাই, তুমি এক মুহূর্ত্তে তা ক'রেছ! আমি ভিক্ষা কাকে বলে জানি না—কিন্তু আজ দীনা ভিখারিণীর মতন তোমায় প্রণয় ভিক্ষা ক'রতে এসেছি। এখনও বুঝ্‌তে পার নাই নিষ্ঠুর!

হাসান্। মা, মা! একি পরীক্ষা! সন্তান কি অপরাধে অপরাধী?

রৌশন। ও হো হো! একি নিষ্ঠুর সম্বোধন! একি নিষ্ঠুর সম্বোধন! সর্ব্বাঙ্গে বৃশ্চিক দংশন! কোমল হৃদয়ে শেলাঘাত! তুমি কি এতই অকৃতজ্ঞ হাসান্!

হাসান। হাঁ মা! সত্যই আমি অকৃতজ্ঞ! আমায় কঠিন শাস্তি দিন আমি শির পেতে নিচ্ছি!

রৌশান। হাসান্! হাসান! প্রিয়তম! এত নিষ্ঠুর হ'ও না! এস বুকে এস প্রিয়তম! তোমার এই নবীন যৌবন! আমার এই সোহাগে গড়া রূপ যৌবন! এস আমরা দুনিয়ার বাইরে চলে গিয়ে বেহেস্ত-সুখ অনুভব করি। এস, এস।

(হস্ত ধারণ)

হাসান্‌। মা! মা! আমায় হত্যা করুন, আমায় পরিত্যাগ করুন— (হাত মুক্ত করিল)

রৌশন। কি! এতদূর! এতদূর! ইচ্ছা ক'রে অনলে হাত দিলে! জান যে প্রণয় বিহ্বলা রমণী অযাচিত প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হ'লে কাল সর্পিনীর চেয়েও ভীষণ হয়?

হাসান। জননি! মর্ত্তে দুঃখ নাই! আমার এ মৃত্যু পরম বেহেস্ত-শান্তি!

(রমজানের প্রবেশ)

রমজান। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! বেগম সাহেবা! আর অগ্রসর হবেন না! লোকে শুন্‌লে ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত ক'রবে! যান, চ'লে যান।

রৌশন। (স্বগত) বটে! বটে! শয়তান! সব শুনেছ! তবে আর কেউ যাতে ঘুণাক্ষরে এ কথা না শুন্‌তে পায়, তাই কচ্ছি! (প্রকাশ্যে) মর— (ছুরিকাঘাত)

রমজান। ও হো হো! (পতন) পিশাচী আমায় মেরে ফেল্লি! আমায় মেরে ফেল্লি! ওঃ বিষম যন্ত্রণা! খরবেগে রক্ত-স্রোত বইছে! হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে—ওঃ! আমার মাথা ঘুরছে! আর না—আর পারি না—রাজিয়া! রাজিয়া—আমার প্রাণ ভরা ভালবাসা প্রাণেই র'য়ে গেল! তোমায় দিতে পাল্লাম না—পারি যদি তবে পরজন্মে। এ দুনিয়ায় প্রেম বিনিময় হয় না—ওঃ—মলাম! (মৃত্যু)

(নসির মির্জ্জার প্রবেশ)

নসির। এ কি! কে আর্ত্তনাদ কল্লে! এ যে রমজান! এ কি; কে হত্যা কল্লে! রৌশন! রৌশন! তুমি এখানে

কেন? এ সব কি! হাসান, হাসান! সত্য বল কে হত্যা ক'রেছে!

হাসান। আমি!

নসির। কেন, কেন ওকে হত্যা ক'রলে? চুপ্ ক'রে রইলে যে? বল, শীঘ্র বল শয়তান্! জবাব দাও! তবু ব'ল্‌বে না! এর পরিণাম কি তা জান?

হাসান। নিশ্চয়ই জানি। মৃত্যুই এর পরিণাম। আমি তার জন্য প্রস্তুত!

নসির। উত্তম। তবে আল্লার নাম কর। (তরবারি উত্তোলন)

রৌশন। না, হত্যা কর্ত্তে পারবেন না!

নসির। রৌশন! তুমি অন্তঃপুরে যাও। তোমার এখানে থাক্‌বার কোন দরকার নাই!

রৌশন। অবশ্য আছে।

নসির। তুমি কি উন্মত্ত? যাও, আমার কথা শোন; যাও।

রৌশন। হাঁ আমি উন্মত্ত! এ উন্মত্ততা কেউ আরোগ্য ক'রতে পারবে না।

নসির। কৈ হ্যায়!

(প্রহরীর প্রবেশ)

একে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ। আর তোমাদের কসুর ও অসতর্কতা হেতু কঠিন শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। এস রৌশন।

(প্রহরী হাসানকে বন্দি করিল ও নসির রৌশনকে লইয়া চলিয়া গেল)

(রাজিয়ার প্রবেশ)

রাজিয়া। হাসান, হাসান! আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লে। আমার হৃদয়-কুসুম-কোরক নির্ম্মম হস্তে উপ্‌ড়ে ফেল্‌লে! ওঃ হো হো!

(রমজানের মৃত দেহ ধারণ করিয়া) রমজান! রমজান! কেন তুমি এখানে এসেছিলে? প্রাণে কত আশা ছিল, সব ডুবিয়ে দিলে! কত কথা ছিল, সব থামিয়ে দিলে! প্রেমের কি খরস্রোতা প্রবাহিনী হৃদয়ের দুকূল ভাসয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, তুমি তাকে হিমানী-সম্পাতে জমাট্ ক'রে দিলে! ও হো হো!

(নিশা বেগমের প্রবেশ)

নিশা। রাজিয়া! রাজিয়া! মা! একি!—রমজানকে কে হত্যা কল্লে!

রাজিয়া। ঐ—ঐ নির্ম্মম দস্যু!

নিশা। হাসান! হাসান! পুত্রাধিক স্নেহের প্রতিদান বুঝি এই নিমকহারাম! সম্রাটের অসীম করুণার কৃতজ্ঞতা বুঝি এই রকম ক'রে দেখালে? বাঁধ! দৃঢ় ক'রে বাঁধ! আজন্ম এই অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রেখে দাও। রাজিয়া! ওঠ মা! ওঠ! ওঠ!

রাজিয়া। ও হো হো! রমজান্! রমজান্!— (রোদন)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর।

দরবেশের প্রবেশ।

গীত।

ভজন—কাহারবা।

দুনিয়ার এ মজা চমৎকার!
দেখছ, শুনছ, হাঁসছ, কাঁদছ, চ'খ বুজ্‌লে সব অন্ধকার!
তুমি রাজা, আমি প্রজা—
তুমি মোরে দাও গো সাজা—
কাছেতে সেই রাজার রাজার
ছোটবড় নাই বিচার।
মোহন ধনু নীলাকাশে
স্বপন ছবি যেন ভাসে!
এমন সোণার রঙ্গে ঢেকে দেবে
কাল মেঘের ঘোর—
সূয্যি হাঁসে কতই হাঁসি
আঁধার তারে ফেলে গ্রাসি
(আবার) আঁধার গেলে আলো হাঁসে
দেখ ঘোর চাকার।

[গীতান্তে প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

পাণিপথ।

মোগল শিবিরশ্রেণী।

(ভেরীনিনাদ ধ্বনিত হইল, সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রবেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল।)

(বাবর ও সেখজিনের প্রবেশ। সৈন্যগণ কুর্ণিশ্ করিল)

জিন্। চিন্তা ক'রনা সুলতান্। তুমি নিশ্চয়ই জয়ী হবে।

বাবর। হৃদয়ের অভ্যন্তরে এক নবীন আশা জেগে উঠ্ছে! প্রাণে কি এক গভীর উল্লাস হিল্লোলিত হ'চ্ছে! আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার এ উদ্যম সফল হয়!

জিন্। খোদার কাছে তোমার কীর্ত্তি, তোমার বিজয় কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। [প্রস্থান।

(সফিউল্লার প্রবেশ)

সফি। জনাব! পাঠান সৈন্য আর অধিক দূরে নয়!

বাবর। কিন্তু কৈ রাজপুত সৈন্য কই? তবে কি আমি প্রতারিত? রাণা সঙ্গের উপর নির্ভর ক'রে কি আমি বালুকা-স্তূপের উপর বিজয়-সৌধ নির্ম্মাণ ক'রেছি?

সফি। আবার দেখে আসি। [প্রস্থান।

বাবর। শুনেছি হিন্দুর মধ্যে রাজপুতজাতি শ্রেষ্ঠ—মহারাণা সঙ্গ রাজপুত কুলতিলক! ভারতের গৌরব-তপন! কিন্তু আসন্ন সমর! কোথায় তিনি?

(দৌলৎ খাঁর প্রবেশ)

বাবর। কই রাণা কই? রাজপুত বাহিনী কই?

দৌলৎ। কারুকেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না সুল্‌তান! ইব্রাহিমের সৈন্যগণ আর বেশী দূরে নয়।

বাবর। রাজপুত! এই তোমার প্রতিজ্ঞা! আমি ভ্রান্ত! আমি প্রতারিত!

(সফির পুনঃ প্রবেশ)

সফি। জনাব, আর ক্রোশার্দ্ধ ব্যবধান!

দৌলৎ। আসুন সুলতান্। আমরাই যুদ্ধ ক'রব।

(হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ূন। আসুন পিতা! আমরাই যুদ্ধ ক'রব! রাজপুত আমাদের নিরাশ করুক তাতে আমরা বিচলিত হ'ব না। তাদের উপর নির্ভর ক'রে আমরা নিজেদের অর্দ্ধেক শক্তি, অর্দ্ধেক উৎসাহ জোর ক'রে চেপে রেখেছি—তারা না এলে আমরা সেই স্বেচ্ছায় প্রক্ষিপ্ত শক্তি পুনরায় লাভ ক'রতে সক্ষম হব! আমাদের ঐকান্তিকতা, আমাদের পুলক, আমাদের বাহুবল দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হবে! আসুন পিতা! ঐ শুনুন শত্রুর রণভেরী বেজে উঠ্‌ছে! আর স্থির থাকা আমাদের নির্জীবতার ও ভীরুত্বের পরিচয়- আসুন আমরা এই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হই!

বাবর। চল, চল। আমরাই যুদ্ধ ক'রব! রাজপুতজাতি ধূর্ত্ত! প্রতারক! মহারাণা সঙ্গ মিথ্যাবাদী!

(রাণাসঙ্গের দ্রুত প্রবেশ)

সংগ্রাম। সে কথা আপনি ব'লতে পারেন—কারণ আমি আপনার অপরিচিত! আমি তাতে দুঃখিত নই সুলতান্!

বাবর। রাণা! রাণা! আমায় ক্ষমা করুন। আসন্ন সমর—তাই অস্থির হ'য়ে ও কথা উচ্চারণ ক'রেছি। মার্জ্জনা করুন বন্ধু!

সংগ্রাম। আমার বিলম্বে আপনি ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু কি ক'র্ব্ব? পথিমধ্যে পাঠানদের গতিরোধ ক'রে আমায় আস্‌তে হ'য়েছে! ঐ দেখুন কাতারে কাতারে রাজপুত সৈন্য পাঠানদের সঙ্গে কি ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত! আসুন প্রত্যক্ষ করুন!

বাবর। ধন্য, ধন্য রাণা—আমায় ক্ষমা করুন বন্ধু! আমায় আলিঙ্গন দিয়ে কৃতার্থ করুন!

সংগ্রাম। সুল্‌তান! (আলিঙ্গন) আসুন। [প্রস্থান।

বাবর। চলুন। (ভেরী নিনাদ ও সৈন্যদলের অনুসরণ)

(ক্রোড়াঙ্ক)

রণ-স্থল। দূরে সেতু।

(রাজপুত, মোগল ও পাঠান সৈন্যগণের ভীষণ যুদ্ধ।
ঘন ঘন কামান গর্জ্জন, ধূম্রপুঞ্জে রণস্থল আবৃত,
তরবারি ঝনৎকারে নিনাদিত)

পাঠান সৈন্যগণ। মার! মার! আল্লা আল্লা হো।

(সেতুর উপর প্রবেশ)

(বাবরের প্রবেশ)

বাবর। দাও, দাও, অনল-উদ্গারী কামান গোলায় সেতু উড়িয়ে দাও—মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রনা! [প্রস্থান।

তথাকরণ ও সেতু সহিত সৈন্যগণের পতন

(ক্ষণপরে ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রাহিব। হ'লনা! হ'লনা! আমার প্রাণভরা আশা পূর্ণ হ'ল না। বিশ্বাসঘাতকতা! চারিদিকে বিশ্বাসঘাতকতা! ঐ, ঐ, পাঠান-কলঙ্কগণ, পাঠান গৌরবের অম্লান কুসুমহার, বর্ব্বর মোগল পদে ভক্তি উপহার দিচ্ছে! ঐ সব ছুটে আস্‌ছে! আমায়

বাবর শা।

বন্দি ক'রে নিয়ে যাবে ব'লে ঐ বিশ্বাসঘাতকেরা ছুটে আস্‌ছে! কোথায় যাই! কেমন ক'রে পালাই! ম'রব! ম'রব! তবে বিশ্বাসঘাতকদের মুণ্ড না নিয়ে ম'রব না। দেখি পারি কি না—

[প্রস্থান।

নেপথ্যে বাবর। ঐ, ঐ ইব্রাহিম! ধর, ধর! হত্যা করনা! ওকে বন্দি কর! কে বন্দি ক'রবে বল?

(হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন। সুলতান্! আমিই ওকে বন্দি ক'রে আনব!

[প্রস্থান।

(বাবর ও রাণা সঙ্গের প্রবেশ)

সংগ্রাম। ধন্য সুলতান্! আপনি এ হেন পুত্রের পিতা!

বাবর। ধন্য, ধন্য মোগলতিলক! ধন্য আমার পুত্র! আসুন আমরা বালকের অনুসরণ করি। [উভয়ের প্রস্থান।

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো! বাবর শা কি ফতে! বাবর শা কি ফতে! (অনুসরণ)

চতুর্থ অঙ্ক ।

"Uneasy lies the head that wears a crown."

—*Shakespeare.*

বাবর শা।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য-পথ।অদূরে দিল্লীনগরী।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ।)

আলাউদ্দীন। আল্লা! কেন আমায় বাঁচালে! আমার আর বাঁচতে সাধ নাই। আমি এখন বুঝ্‌তে পেরেছি;—আমি কি মহাপাতক ক'রেছি! আমি নির্বোধ দাম্ভিক ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাসন ক'র্ত্তে গিয়ে পাঠান-কীর্ত্তি হারিয়েছি! আমায় মৃত্যু দাও! আমার মহাভ্রম বিদুরিত! অনুতাপে হৃদয় উত্তপ্ত! অনুশোচনা মস্তিষ্কে বৃশ্চিক দংশন কচ্ছে! মৃত্যুই আমার—শান্তি! আল্লা! আল্লা! আমায় নাও!

(বাবা দোস্তের প্রবেশ)

দোস্ত। আরে এই যে মিঞা সাহেব! কোথায় ছিলে বলত? তোমায় এতদিন ধ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি! তবিয়ৎ আচ্ছা ত মিঞা!

আলাউদ্দীন। হাঁ ভাই!

দোস্ত। চল, চল, সুলতান্ দিল্লী সিংহাসনে ব'সেছেন। আজ বিজয়-উৎসব হবে! তাই তোমাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি! এস মিঞা ভাই!

আলা। (স্বগত) বিজয়োৎসব! মোগলের বিজয়োৎসব! আমি সেই উৎসবে যোগদান ক'ত্তে যাব!—ও হো হো! আমি কি ক'রেছি! কি ক'রেছি!—সেধে আমি মোগলকে দিল্লী সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছি! আবার সেই সিংহাসনের শোভা দেখ্‌তে যাচ্ছি! খোদা! একি আমার সেই কঠিন পাপের কঠিন দণ্ড!

দোস্ত। আরে অত ভাবছ কি মিঞা! চলে এস। আমি পুরাণ আদমী না হ'লে মোটে স্ফূর্ত্তি ক'ত্তে পারি না। এস।

আলা। চল, (স্বগত) পাপ করেছি যখন, তখন শাস্তির ভয় ক'ল্লে চ'ল্‌বে কেন?

দোস্ত। এস মিঞা! ঐ দেখ দিল্লী! সমস্ত নগরী আলোক-মালায় সাজান। ঐ তার লাল আভা আকাশে ফুটে উঠেছে! এস, এস, দেখবে এস!

আলা। ওহো! (উভয়ের প্রস্থান)

(তরবারি ভর করিয়া দীন বেশে ইব্রাহিম লোদীর প্রবেশ)

ইব্রাহিম্। (কষ্টে চলিতে চলিতে) গেছে! সব গেছে! ঐ পাণিপথের সমর-ক্ষেত্র! ঐ পাঠান-কীর্ত্তির সমাধি-ভূমি! ও হো হো! আর দেখ্‌তে পারি না! আর সহ্য হয় না! আমি

জাতির কলঙ্ক! আমি বংশের কলঙ্ক! গৌরবের মহাতীর্থ সমর-ক্ষেত্র হ'তে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছি। চারি দিকে শত্রুর চর! আমায় বন্দি করবার জন্য চারি দিকে অনুসন্ধান ক'চ্ছে! আমায় বন্দি করে নিয়ে মোগল দরবারে উপঢৌকন দেবে! কি ক'রব! কোথায় যাব! কে আশ্রয় দেবে! ওঃ! আমার শ্বাস রোধ হ'য়ে আস্‌ছে! শরীর দুর্ব্বল! আর চল্‌তে পারি না—! ও কে আসে! আমায় বন্দি ক'রতে আস্‌ছে নিশ্চয়! পালাই! পালাই! (বৃক্ষান্তরালে পলায়ন) এ যে বিশ্বাসঘাতক দৌলৎ খাঁ!

(দৌলৎ খাঁর প্রবেশ)

খুব কায করেছ! মোগলকে সিংহাসনে বসিয়ে পাঠান-কীর্ত্তি চির সমুজ্জ্বল ক'রে রেখেছ! এখন আগ্রহে দেখ্‌তে চলেছ, দিল্লী সিংহাসনের কি অপূর্ব্ব শোভা হ'য়েছে! নয়! অনেক দেখেছ! আর দেখ্‌তে হবে না! যা করেছ তার পুরস্কার দিয়ে দিচ্ছি!

(অলক্ষ্যে দৌলৎ খাঁর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত)

দৌলৎ। কে? কে আমায় অস্ত্রাঘাত কল্লি! ওঃ! তুই? ইব্রাহিম তুই! আমায় মেরে ফেল্লি! আমার আদরের রৌশনকে একবার জন্মের শোধ দেখ্‌তে দিলি না! ও হো হো! আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না! ভীষণ রক্ত স্রোত! সমস্ত পরিধেয় সিক্ত করে ফেল্লে! ওঃ! আমার মাথা ঘুরে আস্‌ছে! ওঃ! তোকে আর বাঁচতে হবে না! মর। মর! (অস্ত্রাঘাত ও পতন)

ইব্রা। বেশ করেছিস্! আমায় মেরে ফেলেছিস্ বেশ ক'রেছিস্! পাঠান-কীর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমারও সমাধি হ'ক! আল্লা! সব গেছে! আলো নিভে গেছে! আমার আলোও নিভিয়ে দাও!

(পতন ও মৃত্যু)

দৌলৎ। ও হো হো! রোশন! রোশন! মা—তোকে একবার জন্মের শোধ দেখ্‌তে পেলাম না—মা! (মৃত্যু)

(কৃষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম কৃ। এ কিরে! এযে আমাদের বাদশা! জনাব! জনাব!

২য় কৃ। দেখ্‌ছিস্ না রক্ত! মরে গেছে!

১ম কৃ। তাইত! বাদশার কবর কে দেবে! এখানে প'ড়ে থাকৃলে যে শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাবে!

২য় কৃ। আমরাই কবর দেব। বাদশা আমাদের মা বাপ্‌! মা বাপ্‌ ম'রলে যেমন আমরা কবর দিয়ে থাকি—বাদশাকেও তেমনি কবর দেব। ধর—

১ম কৃ। চল, তাই চল।

[ইব্রাহিমকে লইয়া প্রস্থান।

(সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম সৈ। কৈ! কোথায়ও ত ইব্রাহিমের খোঁজ পেলাম না। একেরে! এ যে পঞ্জাবের দৌলৎ খাঁ! সুলতানের আত্মীয়! এখানে প'ড়ে কেন!

২য় সৈ। দেখছিস্ না—কে যেন খুন্ ক'রে ফেলেছে!

১ম সৈ। তাইত! তবে ফেলে যাওয়া হবে না। এদেহ সুলতানের কাছে নিয়ে চল—তিনি এঁর সসম্মানে কবর দেবেন।

২য়। তাই চল। ধর—

[উভয়ের দৌলৎ খাঁকে লইয়া গমন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী-দরবার।

(পুষ্পমাল্য, পতাকায় ও আলোকমালায় দরবার সজ্জিত। ওমরাহগণ আসীন।)

(বাবরের প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন)

ওমরাহগণ। সুলতান্ বাবরশা কি ফতে! সুলতান বাবর শা কি ফতে! (সকলে কুর্ণিশ করিল)

বাবর। ওমরাহগণ! যে ভারতসিংহাসনে কত লক্ষ লক্ষ বীর কত জগৎপূজ্য সম্রাট! কতশত মহাপ্রাণ শাসনকর্ত্তা একদিন উপবেশন ক'রে তাকে স্মৃতি-পূত ক'রে গেছেন. আমি আজ সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট! জানি না—এ সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্ত্তে সক্ষম হব কি না! এখানকার অধিবাসীগণ প্রধানতঃ হিন্দু! এদেশের জলবায়ু, রীতিনীতি, কৃষিশিল্প, সমাজধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের! এদের চরিত্র, এদের আচরণ আমাদের নিকট অনেকটা অভিনব বলে মনে হয়! সুতরাং প্রতি পদে ধৈর্য্য, সাহস ও নিঃস্বার্থপরতার সাহায্য না নিলে আমরা এ সাম্রাজ্য গঠনে, এ সাম্রাজ্য শাসনে কখনই কৃতকার্য্য হব না। এদের ধর্ম্ম, এদের সমাজ বিভিন্ন প্রকারের সত্য, কিন্তু যতদূর সম্ভব সে সকলের সমন্বয় আবশ্যক। আপনারা কি বিবেচনা করেন?

ওমরাহগণ। যথার্থই ব'লেছেন সুলতান্।

বাবর। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'লেও আমরা নিরাপদ নই! পদে পদে বিদ্রোহ, অশান্তির সম্ভাবনা। ভারতের সর্ব্বত্র একটা শৈথীল্য ও বিশৃঙ্খলার ভাব পরিস্ফুট! সুতরাং সৈন্যবল, বুদ্ধিবল

ও ন্যায় বিচার সমভাবে আবশ্যক। তা নাহ'লে এ রাজ্য পরিচালনা—এবং শান্তিস্থাপনা একেবারে অসম্ভব।

ওমরাহগণ। তা সত্য।

বাবর। আমি সেই জন্যই মহারাণা—সঙ্গকে বন্ধুত্বে বরণ করেছি। তিনিই অধুনা ভারতের শ্রেষ্ঠবীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি! আমার মনে হয় তাঁর সাহায্যে আমরা সাম্রাজ্য গঠনে ও সাম্রাজ্য শাসনে কৃতকার্য্য হব। আমি সেই জন্যই তাঁকে সাম্রাজ্যের প্রধান অধিনায়ক পদে বরণ ক'ত্তে ইচ্ছুক। আপনাদের কি অভিমত?

ওমরাহ। সুলতান্! আমাদের কোন আপত্তি নাই, তবে তিনি এ ভার বহন ক'ত্তে স্বীকৃত হবেন কি না বল্‌তে পারি না।

বাবর। আমি সেই উদ্দেশ্যেই তাঁকে আজ এ উৎসবে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছি। আমার আশা হয়, তিনি এ নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রবেন! এখন উৎসব আরম্ভ হউক! অনেক দিন এমন শান্তি অনুভব করি নাই। আসুন আজ আমরা প্রাণ খুলে স্ফূর্ত্তি করি—

(নর্ত্তকীগণের গীত সহকারে প্রবেশ)

গীত।

ভৈরবী মিশ্র—আদ্ধা।

নূতন কুসুমে সোহাগে যতনে গাথিয়া এনেছি মালা।
নূতন নিকুঞ্জে নূতন কুসুম ঝরিছে সারাটী বেলা।
নূতন আমোদে ভরা প্রাণ মন—
নূতন সোহাগে পরিব রতন—
নূতন নাগরে, রাখি হৃদি পরে
করিব পীরিতি লীলা।

কোকিল গাহিছে নূতন গান
তটিনী তুলিছে নূতন তান
নূতন এ ধরা, প্রেম গন্ধ-ভরা।
ভুবনে নূতন মেলা।

[গীতান্তে প্রস্থান।

(বাবা দোস্তের প্রবেশ)

দোস্ত। কিন্তু প্যারী আমি সেই পুরাণ রসের নাগর—তবে আমার নূতনের মধ্যে এই, যে আমার ভুঁড়িটী একটু বেশী ডাগর হ'য়েছে!

বাবর। দোস্ত! এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

দোস্ত। আপনি নূতনে মজে আছেন স্থলতান, কিন্তু আমি পুরাতনের মায়া এড়াতে পাচ্ছিনা—পুরান গোঁপ দাড়ি লোকে বিরক্ত হ'য়ে কামিয়ে ফেলে দেয়; পুরান ইজের চাপ্‌কান্ ঘেন্না করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়! কিন্তু জনাব—পুরান সরাব—আর পুরান আদমীকে ত কেউ ঘেন্না করে ফেলে দেয় না!

বাবর। ঠিক্ ঠিক্! (সকলের হাস্য)

দোস্ত। জনাব, তাই অনেক কষ্টে আমার পুরান চাচাকে খুজে নিয়ে এলাম। ঐযে আস্তে আস্তে আস্‌ছেন।

(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

বাবর। এস বন্ধু! এতদিন কোথায় ছিলে?

আলাউদ্দিন। জনাব! আমি—আমি—

বাবর। বল, বল সঙ্কোচ ক'র না—

আলউদ্দিন। (স্বগত) সত্যই বলব! (প্রকাশ্যে) জনাব

বিদ্রোহীগণ আমায় যমুনায় নিক্ষেপ ক'রেছিল—ধীবরগণ আমায় রক্ষা ক'রেছে!

বাবর। সেকি! সেকি!

আলাউদ্দীন। আমার শরীর অসুস্থ! তবে আপনি আজ উৎসব কর্ব্বেন শুনে দরবারে উপস্থিত হ'লাম।

বাবর। যান্ আপনি বিশ্রাম করুন গে। আর আপনাকে ক্লেশ স্বীকার ক'রতে অনুরোধ ক'রব না। কে আছ—এঁকে নিয়ে যাও। এঁর আরামের ব্যবস্থা ক'রে দাও।

ভৃত্য। যো হুকুম। আসুন—

আলা। (স্বগত) আরাম! আরাম! আমার আরাম এ দুনিয়ায় আর নাই। যাই! যাই! চ'লে যাই—আর দেখ্তে পারি না—আজ পাঠান সিংহাসনে মোগল! চক্ষু অন্ধ হও! অন্ধ হও! (প্রস্থান ও ভৃত্যের অনুসরণ)

দোস্ত। জনাব! দেখুন দেখি পুরাতন কত মধুর!

বাবর। তুমি সত্য বলেছ দোস্ত! পুরাতনই মধুর! পুরাতনেই যথার্থ শান্তি!

দোস্ত। তবে সবার সাম্নে বলুন যে এ পুরান বুড়োটার আবদার চিরকাল সহ্য ক'রবেন?

বাবর। দোস্ত তোমার বন্ধুত্বে আমি মুগ্ধ—তোমার অনুরোধ চিরদিন রক্ষা ক'রব দোস্ত!

দোস্ত। ধন্য, ধন্য সুলতান্!

(প্রহরীদ্বয় বন্দি হাসানকে লইয়া আসিল)

বাবর। একি! আবার হাসান বন্দি কেন?

১ম প্রহরী। জনাব বাদশা এই পত্র দিয়েছেন। (পত্রদান)

বাবর। (পত্র পাঠ করিয়া) হাসান! হাসান! রমজানকে হত্যা করেছ? সত্য বল, এ সব কি!

হাসান্। মার্জ্জনা করুন স্থলতান—আমি কোন মতেই তা ব'লতে পারব না।

বাবর। কেন? কেন?

হাসান। শাহেন শা! ধর্ম্মাবতার! আমায় মার্জ্জনা করুন—আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারক!

দোস্ত। জনাব, এ বুড়োর একটা ভিক্ষা মঞ্জুর ক'রবেন?

বাবর। কি দোস্ত?

দোস্ত। আমি আবদার ক'চ্ছি—আপনার কাছে করজোড়ে ভিক্ষা ক'চ্ছি—এ পুরাণ হতভাগাটাকে ছেড়ে দিন। কৈফিয়ৎ, এ পুরান লোক—আর আজ আপনার উৎসবের দিন।

বাবর। হাসান! বাবা দোস্তের আরজী শুনেছ? আমার মনে হ'চ্ছে তুমি নির্দ্দোষী!

হাসান। না স্থলতান—আমিই রমজানকে হত্যা ক'রেছি!

বাবর। তোমার স্বার্থ?

হাসান। তা ব'ল্‌তে পারব না। আমায় মার্জ্জনা করুন।

বাবর। তবুও তোমায় নির্দ্দোষী বলে ধারণা হ'চ্ছে! তোমার চক্ষু, তোমার স্বর, তোমার ভাব দেখে মনে হ'চ্ছে তুমি নির্দ্দোষী! আমি লোকচরিত্র বুঝি, সেই জন্যই ইতস্ততঃ ক'চ্ছি—নতুবা আমার সহোদরের কথাই যথেষ্ট প্রমাণ ব'লে ধ'রে নিতাম—এবং তার ফলে তোমায় সমুচিত দণ্ড দিতাম। তোমায় মুক্ত ক'চ্ছি—কিন্তু আমি তোমায় বুঝ্‌তে চাই।—ওকে মুক্ত কর। তোমায়

মার্জ্জনা ক'ল্লাম—কিন্তু সহোদরের অনুরোধ উপেক্ষা ক'ত্তে পারব না। আজ থেকে তুমি জন্মের মত নির্ব্বাসিত!

হাসান। (স্বগত) নির্ব্বাসিত! জন্মের মত নির্ব্বাসিত! কোথায় যাব?

বাবর। যাও দেশে ফিরে যাও—। আর কখনও এস না।

হাসান। চ'ল্লাম সুলতান। মনে রাখ্‌বেন—আমি বিশ্বাস-ঘাতক বা নিমকহারাম নই। যদি দিন পাই, তবে তা প্রমাণ ক'রব। আঁসি সুলতান্! আসি দোস্ত মিঞা! সেলাম।

[প্রস্থান।

বাবর। আশ্চর্য্য! যুবকের প্রত্যেক কথা এক একটা প্রহেলিকা! এ রহস্যদ্বার এক দিন উদ্ঘাটিত হবে!

(সফিউল্লার প্রবেশ)

সফি! সফি! রাণা এসেছেন?

সফি। না সুলতান্! তিনি ঘৃণাভরে নিমন্ত্রণ পত্র নিক্ষেপ ক'রেছেন।

বাবর। সেকি! সেকি!

সফি। তিনি বল্লেন—তাঁর কাছে সবই বিরক্তিকর!

বাবর। কেন? কেন?

(রাজপুত দূতের প্রবেশ ও কুর্ণিশ)

রাজ-দূত। শাহেন শা মিথ্যা কথা! তাঁর কাছে সকলই উল্লাসকর! তাঁর হৃদয়ে অপূর্ব্ব উল্লাস!

বাবর। তবে তিনি আমাদের সাদর সম্ভাষণ প্রত্যাখ্যান ক'ল্লেন কেন দূত?

রাজ-দূত। তাঁর হৃদয়ে এত উল্লাস—যে তাই দেখে সমস্ত রাজস্থান তাঁর কাছে ছুটে আসছে!

বাবর। পরিষ্কার ক'রে বল। তোমার অর্থ আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

রাজ দূত। তবে শুনুন সুলতান! আমি নির্ভয়ে তাঁর আদেশ পালন ক'রব। জনাব! এমন একটা স্বর্গীয় স্ফূর্ত্তি, এমন একটা অপূর্ব্ব পুলক—এমন একটা মহত্ত্ব তাঁকে অধিকার ক'রেছে—যাতে তাঁকে এই দিল্লী সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর মস্তকে সম্রাট-মুকুট পরিয়ে দেবার আভাস দিচ্ছে!

বাবর। দুরাশা!

রাজ-দূত। সত্য সুলতান! কিন্তু মানুষ চিরকালই আশার বীণাতানে মুগ্ধ! কি ক'রবে? নইলে জীবন-সংগ্রাম অসম্ভব হয়!

বাবর। এতদূর স্বার্থপর এই রাজপুত জাতি! যাও দূত! মহারাণাকে ব'ল—আমি তাঁর বন্ধুত্বে মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ থাকব—কিন্তু তাঁর এ আচরণে আমি মর্ম্মাহত!

রাজ-দূত। সেলাম। [প্রস্থান।

বাবর। বন্ধুগণ! আবার অশান্তি! আবার রক্তপাত হবে! কি ক'রব? ভারতের ভাগ্যে, আমাদের ভাগ্যে শান্তি নাই।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর কক্ষ।

(রাণা সঙ্গের প্রবেশ)

সঙ্গ। এতদিনে আমার মহাভ্রম বিদূরিত হ'ল। মোগলও সাম্রাজ্য-পিপাসু! দস্যু, লুণ্ঠন-প্রিয় তাইমুরের বংশধরও সিংহাসনের মহত্ত্ব উপলব্ধি ক'ত্তে শিখেছে! আশ্চর্য্য! অথবা হয়ত ধরায় নন্দন দেখে—তার অপার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে, ভারত থেকে আর একপদও অগ্রসর হ'তে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না! তাই সম্ভব! কিন্তু এ স্বর্গরাজ্য স্বেচ্ছায় মোগল হস্তে সমর্পণ ক'রব না। পাঠান-শক্তি উৎসাদিত! কিন্তু রাজপুত-শক্তি এখনও জাগ্রত! মোগল বলবান হ'লেও সমগ্র রাজস্থানের নিকট অতি তুচ্ছ! এবার এমন একটা যুদ্ধ হ'বে, যাতে চিরদিনের মত স্থির হ'য়ে যাবে—রাজপুত এ দেশের সাম্রাজ্য-শাসনকর্ত্তা না মোগল এ দেশের ভাগ্য বিধাতা। মা চিতোরেশ্বরি! তোমার মনে কি আছে জানি না। মা! মা! দীন সন্তান কাতর কণ্ঠে তোমার করুণা ভিক্ষা ক'চ্ছে! আশীর্ব্বাদ কর মা যেন তোমার গৌরব রক্ষণে সক্ষম হই।

(প্রণাম করণ)

(বিক্রমজিতের প্রবেশ)

বিক্রম। ওকি বাবা? জানু পেতে কাকে ডাক্‌ছেন?

রাণা। ইষ্ট-দেবীকে।

বিক্রম। কেন?

রাণা। কেন? মায়ের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'চ্ছি।

বিক্রম। তাতে কি লাভ?

রাণা। মায়ের আশীর্ব্বাদে অসাধ্য সাধিত হয় বাবা।

বিক্রম। কি অসাধ্য সাধিত হবে?

রাণা। মোগলের সঙ্গে আমাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে তা শোন নাই? দেখ নাই এই চিতোরে—সমগ্র রাজস্থানের বীর-বৃন্দ একত্রিত হ'য়েছেন! দে'খ নাই যে—দণ্ডীপুরের উদীসিংহ, মারবারের রায়মল, সালুম্ব্রাপতি রত্ন, গোকুল দাস প্রমর, চৌহান-সর্দ্দার মাণিকচাঁদ ও চন্দ্রবন প্রভৃতি রাজস্থানের প্রতিথযশা বীরগণ সসৈন্যে আমার সাহায্যে অগ্রসর হ'য়েছেন?

বিক্রম। কই তাত দেখি নাই? তবে কে যেন ব'ল্লে যে, চিতোরে একটা উৎসব হবে, তাই অনেক লোকজনকে আপনি নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। যুদ্ধ করে কি হবে বাবা? একটা বড় রকমের ভোজ দিয়ে দিন—ওঁরা খুসী হ'য়ে যাবেন—আর আমারও প্রাণে খুব স্ফুর্ত্তি হ'বে!

রাণা। সত্য বলেছ বৎস, একটা মহা উৎসব হবে! সেই উৎসবে রাজস্থানের দুর্ল্লভ রত্নরাজির একটা বিরাট মেলা হবে! জগৎ স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাই প্রত্যক্ষ ক'রবে!

বিক্রম। কি ব'লছেন—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। বাবা বরাহ শিকার টিকার হবে না?

রাণা। কাল আহেরিয়া!

বিক্রম। তবে ত ভারি স্ফুর্ত্তি হবে!

রাণা। আমার সঙ্গে যুদ্ধে যাবেনা বিক্রম!

বিক্রম। ও সব আমার পছন্দ হয় না। আমি খালি আমোদ চাই! খালি আমোদ চাই!—

রাণা। চল, তোমায় রাজপুতবীরগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।

বিক্রম। আমার সঙ্গীরা আমার জন্যে অপেক্ষা ক'চ্ছে—আমি কোথাও যেতে পারব না।

রাণা। চল—

নেপথ্যে সঙ্গীগণ। বিক্রম! বিক্রম!

বিক্রম। যাই—যাই [প্রস্থান।

রাণা। রাণী সত্য ব'লেছেন—বিক্রম মেবার কলঙ্ক হবে! এত উচ্ছৃঙ্খল! এত অবাধ্য! তবু ওকে শাসন ক'ত্তে প্রাণে ব্যথা পাই! জানি না ওর মুখে—ওর কণ্ঠস্বরে কি যাদু আছে! নইলে ওর সম্মুখে এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি কেন? ওর সেই কিশোর গণ্ডে প্রথম চুম্বনেই আমায় মুগ্ধ ও হীনবল ক'রে ফেলেছে! ওর সুন্দর লাবণ্যময় মুখখানি, ওর স্নিগ্ধ নয়ন-জ্যোতিঃ, আমার কঠোরতাকে দ্রবীভূত করে ফেলে! কি যাদুময় ছবি! ওর সহস্র অপরাধেও আমার রোষের সঞ্চার হয় না! তাই রাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকেই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী ক'রেছি! গুরু দায়িত্ব-ভার স্কন্ধে স্থাপিত হ'লে নিশ্চয়ই ওর পরিবর্ত্তন হবে!

[প্রস্থান।

(রাণী কর্ণাবতীর প্রবেশ)

রাণী। হবে না! আমার এ উচ্চ উদ্দেশ্য কি সফল হবে না?

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মা—আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

রাণী। আপনি বোধ হয় শুনেছেন—মহারাণা বিক্রমকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রেছেন!

মন্ত্রী। হাঁ মা—আমি সব শুনেছি!

রাণী। আপনি কি রাণার এ কার্য্য যুক্তি-সঙ্গত ব'লে বিবেচনা করেন ?

মন্ত্রী। রাণার এ কার্য্য কখনই যুক্তি সঙ্গত হয় নাই—তবে রাণা পুত্র স্নেহে অন্ধ ! আমরা সাহস ক'রে কোন কথা ব'লতে পারি না মা !

রাণী। আপনি আমার সহায় হ'ন ! মেবার-রাজ্য যাতে ছার খার হ'য়ে না যায়—আমি সেই জন্যই আপনার সাহায্য ভিক্ষা ক'চ্ছি—আমায় আশ্বাস দিন—

মন্ত্রী। মা ! আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি—আমি প্রাণপণে আপনার সহায়তা ক'রব।

রাণী। শুনে সুখী হ'লাম। তবে এখন আসুন।

মন্ত্রী। আসি মা। [প্রস্থান।

রাণী। এখন সেনাপতি শীল্বাদি সিংহকে স্বীকৃত করাতে পাল্লে হয় !

(শীল্বাদির প্রবেশ ও প্রণাম করণ)

এস বৎস ! দীর্ঘজীবী হও ! রাজস্থানের মুখোজ্জ্বল কর !

শীল্বাদি। আমায় কেন ডেকেছেন মা ?

রাণী। একটা যুক্তি চাই।

শীল্বাদি। আজ্ঞা করুন।

রাণী। শুনেছ রাণা বিক্রমকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী ক'রেছেন ?

শীল্বাদি। শুনেছি মা !

রাণী ! মনে কর কি—বিক্রম বয়োপ্রাপ্ত হ'লে সিংহাসনের মর্য্যাদা, রাজপুত-গৌরব রক্ষণে সক্ষম হ'বে ?

শীল্বাদি। সম্পূর্ণ অসম্ভব!

রাণী। বৎস! তুমি আমার পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র! আজ আমি তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা ক'চ্ছি! আমায় মেবার রক্ষায় সাহায্য কর! এ সোণার রাজ্য যাতে ধ্বংস না হয়, এই আমার ইচ্ছা! রাজপুত-গৌরব যাতে খর্ব্ব না হয় এই আমার ইচ্ছা! আমায় আশ্বস্ত কর বৎস!

শীল্বাদি। মা আমার সাহায্যের অভাব আপনি কখনও অনুভব ক'রবেন না। (প্রণাম)

রাণী। এস বৎস! আজ মায়ের মনে আনন্দ বর্ষণ ক'ল্লে, চিতোরেশ্বরী তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন! [শীল্বাদির প্রস্থান। শীল্বাদি আমার ভাবী জামাতা—তা সে অবগত। আমি ওরই সাহায্যে এ রাজ্য রক্ষা ক'রব। মা চিতোরেশ্বরি! দাসীর কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর মা— [প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী কক্ষ।

(রৌশন শয্যায় উপবিষ্টা)

রৌশন। (আপন মনে) হাসান! প্রাণের হাসান! এত সুন্দর তুমি! এত নিষ্ঠুর তুমি! আমি ভিখারিণীর মত কাতরকণ্ঠে তোমার প্রণয় ভিক্ষা ক'ল্লাম তুমি তা দিলে না! একবার এসে দেখে যাও—তোমার বিরহে আমার কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে! এস দয়িত! এস ইপ্সিত! এস প্রিয়তম!—আমার হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে

র'য়েছে! বোধ হয় হাসান দিল্লী পরিত্যাগ ক'রেছে, নতুবা এখনও কেন বাঁদি ফিরে এল না!

(নসির মির্জ্জার প্রবেশ)

নসির। কেমন আছ রৌশন?

রৌশন। বেশ আছি!

নসির। এখন আর বুকের ভিতর কাঁপে না?

রৌশন। হাঁ কাঁপে! তবে আর বেশী দিন কাঁপ্‌বে না!

ননির। ছিঃ অমন কথা ব'ল না। অমন কথা শুন্‌লে যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে রৌশন! রৌশন! রৌশন! (আদর করণ) একটু স্থির হ'য়ে থাক! আমি কাবুলে যাচ্ছি।

রৌশন। কেন?

নসির। রাজপুতদের সঙ্গে আমাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে! আমি সৈন্য সংগ্রহে চলেছি।

রৌশন। কবে ফির্‌বে?

নসির। শীঘ্রই ফিরব!

রৌশন। বেশ যাও।

নসির। আমি যাচ্ছি—তুমি একটু স্থিয় হ'য়ে থেক' রৌশন! আসি তবে?

রৌশন। এস। (নসিরের প্রস্থান) স্থির হব? হাঁ এইবার স্থির হব বটে! বাঁদি—বাঁদি—

(বাঁদির প্রবেশ)

যা সিরাজী নিয়ে আয়। আমি অস্থির হ'য়েছি—খেয়ে একটু ঘুমব'। দেখিস্, আমার ঘরে যেন কেউ না আসে।

বাঁদি। যো হুকুম বেগম সাহেবা। [প্রস্থান।

রোশন। এত দেরী কেন হ'চ্ছে! তবে কি হাসান দিল্লী ছেড়ে জন্মের মতন চ'লে গেছে! (বাঁদির সরাব লইয়া প্রবেশ) দে। (সরাব পান) রেখে দে'। দেখে আয় হাসান এসে পৌঁছল কি না!

বাঁদি। যো হুকুম। [প্রস্থান।

রোশন। আমি তাকে একটীবার মাত্র দেখ্‌তে চেয়েছি! সে কি আসবে না! কেন আসবে না? আমি কি অপরাধ ক'রেছি?

(হাসনের প্রবেশ)

এসেছ? এসেছ প্রিয়তম! তবে এস, আমার কাছে এস।

হাসান। একি মা! এখনও পরীক্ষা বাকী আছে? আমি চল্লেম। [প্রস্থানোদ্যত।

রোশন। যেওনা, যেওনা—এক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াও।

হাসান। এ রাজ্যে আমার দাঁড়াবার স্থান নাই। আমি নির্ব্বাসিত!

রোশন। (হাসানের হস্ত ধারণ) তুমি আমার হৃদয়-রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত নও! এস, হৃদয়-সিংহাসন তোমারই জন্য পাতা আছে।

হাসান। আমার হাত ছাড়! তুমি পাপিষ্ঠা! তোমার স্পর্শেও এ দেহ কলুষিত হয়! ছাড়! ছাড়—!

রোশন। এত নিষ্ঠুর হ'য়োনা প্রিয়তম! এস বুকে এস। (আকর্ষণ)

হাসান। রাক্ষসি! পিশাচি! বার বার মাতৃ সম্বোধনেও তোমার পাপ আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হ'চ্ছে না—তুমি শয়তানী—আমি চ'ল্লাম—এ জন্মে আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। [প্রস্থান)

রৌশন। এতদূর! এঁ্যা! এতদূর! বুক ভেঙ্গে দিয়ে গেল! চ'লে গেল! চ'লে গেল! আমার বুকে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়ে চ'লে গেল! উ হু হু! জ্বলে গেল! জ্বলে গেল! আর সহ্য হয় না! এ প্রাণে আর ফল কি? এ পরিত্যক্ত উপেক্ষিত জীবনে আর কি মমতা? ও হো হো! জ্বলে যায়! জ্বলে যায়!—আর সহ্য হয় না! এ যাতনার চির অবসান হ'ক! (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন)

(নিসা বেগমের দ্রুত প্রবেশ।)

নিসা। রৌশন! রৌশন! ভগ্নি! তোমার তো কিছুরই অভাব ছিল না! তবে কেন এমন কাজ ক'র্‌তে গেলে? (ধারণ)

(বাবরের প্রবেশ।)

বাবর। তা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না বেগম! খোদা! নির্ব্বোধ বালিকার অপরাধ ক্ষমা কর! হাসান! হাসান! এতদিন দুনিয়া তোমায় বুঝ্‌তে পারে নাই, আমিও তোমায় বুঝি নাই। কিন্তু আজ সত্যই বুঝ্‌লাম তুমি কি! আজ সত্যই বুঝ্‌লাম যে আমি কি অমূল্য রত্ন হারালেম।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আরাবল্লী-পর্ব্বত সম্মুখস্থ পথ।

(হাসান আসীন)

হাসান। আর আমি দিল্লীতে ফিরে যেতে পারব না। তবে কি ক'রব? দেশে ফিরে যাব? যে পিতা মাতা আমায় ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছিলেন—আমি কোন মুখে তাদের কাছে ফিরে

যাব? তবে কি ক'রব? জীবনটা কি একটা শূন্য নৈরাশ্যে কাটিয়ে দেব? রাজিয়ার আশা জন্মের মত পরিত্যাগ ক'রব? কি ক'রব? কে আমায় যুক্তি দেবে? আমি সকলের ঘৃণ্য! আমার বন্ধু এ দুনিয়ায় কেউ নাই!

(সফিউল্লার প্রবেশ)

সফি। (স্বগত) তাইত! হাসান কোথায় গেল! এদিকে সুলতানের ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত! সমস্ত রাজস্থান এক সঙ্গে! মুসলমান শক্তি ভারত থেকে উৎসাদিত ক'রবার জন্য দেব-মন্দিরে ভীষণ প্রতিজ্ঞা ক'রেছে! শাণিত কৃপাণ স্পর্শে, ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে! প্রকাণ্ড বন্যা আসছে! ভীষণ ঝটিকার পূর্ব্বাভাস দেখা দিয়েছে! আল্লা! তোমার মনে কি আছে, জানি না।

হাসান। আদাব। সফিউল্লা! কেমন আছ ভাই?

সফি। তস্‌লীম্। আপনি এখানে? জনাব যে আপনারই অনুসন্ধানে আমায় পাঠিয়েছেন! আমি অনেক স্থান অন্বেষণ ক'রেছি। কোথাও আপনাকে পাই নাই। ভাল হ'ল। চলুন এই মূহূর্ত্তে আমার সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করুন। সুলতানের ভয়ঙ্কর বিপদ্ সম্মুখে!

হাসান। কি বিপদ্ সফি?

সফি। রাজপুত ও মোগলে ভীষণ যুদ্ধ!

হাসান। তবে আর দিল্লীতে যাওয়া হ'ল না সফি! তুমি যাও, সুলতানকে ব'ল আমি মেবারে যাচ্ছি—দেখি যদি তাঁর কোন উপকার ক'ত্তে পারি।

সফি। সত্য ব'ল্‌ছেন?

হাসান। আল্লার কসম ব'লছি—আমি সুলতানের জন্যই যেবার যাত্রা কচ্ছি।

সফি। তবে আমি চল্লাম। প্রতিজ্ঞা মনে রাখবেন।

(প্রস্থান)

হাসান। সুলতান্ আমায় নির্ব্বাসিত ক'রেছেন! হ'তে পারে এ তাঁর ভ্রান্তি! কিন্তু আমি তাঁর পুত্র। পিতাকে বিপন্ন দেখ্‌লে কোন কঠিন পুত্রের অভিমান তিলার্দ্ধ থাকৃতে পারে? সুলতানের বিপদের কথা শুনে আমার জমাট-বাঁধা অভিমান গ'লে গেছে। যাই দেখি সুলতানের কোন উপকার ক'ত্তে পারি কিনা। [প্রস্থান।

(চারণীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

কানেড়ামিশ্র—একতালা।

ওহে গিরি! তুমি সেই ভাবেতে আজও ব'সে ঐ খানে।
অতীতের স্মৃতিমেখে, বিটপীর জটা শিরে, ব'সে আছ কি ধ্যানে?
উপরে ঐ নীলাকাশে তোমারই ঐ মোহনছবি—
তোমার বুকের ঝরণাটীতে রবি-করে ঝিকি মিকি!
তোমার প্রেমের গান গেয়ে ধায় পুলকে ঐ প্রবাহিনী
তোমার বাতাস আজও প্রাণে মধুর স্মৃতি ডেকে আনে।
তোমারই ঐ শক্তি দিয়ে গড়া মোদের দেহ খানি—
তোমারই ঐ শান্তি পিয়ে ভরা মোদের হৃদয় খানি
তোমারই ভক্তি প্রাণে, তোমারই স্বস্তিঃ শিরে—
আমরা ধন্য আজি মাথা রাখি ও চরণে।
আঁকিয়া রেখেছ ওহে পুরাণ সেই ছবি খানি—
জাগায়ে রেখেছ গিরি অতীত সেই স্মৃতি খানি।

তোমারই কীর্ত্তি আজি বাজাক্ প্রাণে মোহন বাঁশী
তোমারই শান্তি সুধা ঝ'রে প'ড়ুক মোদের প্রাণে!

[গীত সহকারে প্রস্থান।

(শীল্বাদি সিংহের প্রবেশ)

শীল্বাদি। কি ক'রব? কেমন ক'রে রাণীকে সন্তুষ্ট ক'রব! কেমন ক'রে উদয়সিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে রত্নমালার পাণি-গ্রহণে সমর্থ হব! কি ক'রব—ভেবে কিছু স্থির ক'ত্তে পাচ্ছি না।

(চিন্তা)

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। (স্বগত) হাঁ পারব! সুলতানের উপকার ক'ত্তে পারব ব'লে আশা হ'চ্ছে! খোদা! বুকে সাহস দাও, মস্তিষ্কে কল্পনা দাও। একবার চেষ্টা ক'রে দেখি! লোকমুখে শুনলাম্ ইনি সেনাপতি শীল্বাদি সিংহ! দেখি—একি! আমার হৃদয় দুর্ব্বল হ'য়ে আসছে কেন? মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হ'চ্ছে কেন? তবে কি হবে! পারব না? পারব না?—দেখি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। (অগ্রসর হওন) না, না, না—আমার সাহস নাই! আমার হৃদয় দুর্ব্বল! আমি পারব না!—আমা হ'তে এ মহাকার্য্য সম্পন্ন হবে না! চ'লে যাই—দেশে ফিরে যাই। এ্যাঁ! চ'লে যাব? সুলতানকে, রাজিয়াকে বিপদে ফেলে চ'লে যাব? না, না তা পারব না—! দেখি—একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি—(প্রকাশ্যে) মহারাণা! আমার সেলাম গ্রহণ করুন। (কুর্ণিশ)

শীল্বাদি। কে তুমি?

হাসান। আমি?—আমি বাবর শার পালিতপুত্র! আজ আপনার শরণাপন্ন! আপনি আমায় রক্ষা করুন মহারাণা!

'। আমি রাণার সেনাপতি। কি বল্‌তে চাও বল?

হাসান। আপ্‌নি—আ—প্‌

শীলাদি। নির্ভয়ে বল!

হাসান। আপনি রাজপুত—বলুন আমার প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রবেন?

শীলাদি। আমার সাধ্যাতীত না হ'লে নিশ্চয়ই ক'রব। কি ক'ত্তে হবে বল?

হাসান। কিছুই ক'ত্তে হবে না—শুধু আপনাকে মেবার সিংহাসনে গিয়ে ব'স্‌তে হবে! পিতার নির্দ্দেশ ক্রমে আপনাকে এ কথা ব'লতে এসেছি।

শীলাদি। কি ব'লছ? তুমি উন্মাদ!

হাসান। সত্য বলেছেন আমি উন্মাদ! কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি প্রধান-সেনানায়ক! আসন্ন সময়! এই উপযুক্ত অবসর! বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখুন!

শীলাদি। (স্বগত) আসন্ন সময়! উপযুক্ত অবসর! মেবার সিংহাসন! আমি কি তোমার যোগ্য? ঈশ্বর! একি জটিল প্রহেলিকা! একদিকে গাঢ় অন্ধকার ঘটা—অন্যদিকে অপূর্ব্ব আলোক-চ্ছটা! একদিকে অশ্রুরাশি—অন্যদিকে পুলক হিল্লোল!—একদিকে ইহকাল—অন্যদিকে পরকাল! কোন দিকে যাব?

হাসান। ঐ দেখুন মেবারের কি অপূর্ব্ব শোভা! ঐ দেখুন কি মনোহর গরিমায় সূর্য্যোদয় হ'চ্চে! নগরীর শ্রী স্বর্গের মাধুরী হরণ ক'চ্ছে! ঐ দেখুন কি গাঢ় নীলাকাশ! কি স্নিগ্ধ-সমীরণ! কি মধুর নদীকলতান্! এদেশের রাজা কত গৌরবান্বিত! কত পূজনীয়! কত অমরা-সুখের অধিকারী! দেখ্‌লে নয়ন সার্থক হয়! জীবন ধন্য হয়! প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে যায়!

শীলাদি। (স্বগত) একি প্রলোভন! একি ইন্দ্রজাল! একি আশার মরীচিকা!

হাসান। দেখুন—বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখুন!

শীলাদি। এঁ্যা! কি ব'লছ? আমি সংজ্ঞাহীন!

হাসান। সেনাপতি! আসুন!—

শীলাদি। কোথায়?

হাসান। আসুন ঐ মেবার সিংহাসনে!

শীলাদি। তুমি উন্মাদ! আমায়ও উন্মাদ ক'রে দিয়েছ। কি ক'রেছ! কি ক'রেছ!

হাসান। মার্জ্জনা করুন। আমি চল্লাম!

(প্রস্থানোদ্যত)

শীলাদি। এঁ্যা! যাবে! যাবে!—না, না—যেওনা ভাই! শোন! শোন!

হাসান। হুকুম করুন মহারাণা—

শীলাদি। মহারাণা! কে মহারাণা? মহারাণা সঙ্গ!

হাসান। মহারাণা শীলাদি সিংহ!

শীলাদি। হৃদয়ের প্রতিধ্বনি! কিন্তু কি ক'রব? এখনি অশনি-সম্পাত হবে!

হাসান। এখনি বিজয়-দুন্দুভি বেজে উঠ্‌বে! গর্ব্বে আপনার বক্ষঃ সাগর তরঙ্গের মত স্ফীত হ'য়ে উঠ্‌বে!

শীলাদি। এঁ্যা! সত্য ব'লছ! সত্য ব'লছ! না, না—তা হয় না! এ সম্পূর্ণ অসম্ভব!

হাসান। জান্তাম আপনি বীর,—দেখ্‌ছি আপনি ভীরু, অপদার্থ! এতক্ষণ একটা নির্জীব লোষ্ট্রখণ্ডকে এ কথা শোনালে

সেও গর্ব্বে নেচে উঠ্‌ত! আপনি একেবারে অন্তঃসার শূন্য! আমি চ'ল্লাম। (প্রস্থানোদ্যত)

শীল্বাদি। দাঁড়াও! যেওনা! আমার প্রাণটাকে মুষ্টিগত ক'রে এ শূন্য পিঞ্জর রেখে কোথা যাও? দাঁড়াও! আমি তোমার! আমার হাত ধ'রে নিয়ে চল ভাই!

হাসান। তবে আসুন: (হস্তধারণ করিয়া স্বগত) সার্থক প্রয়াশ! খোদা সুপ্রসন্ন! আমার ভবিষ্যৎ কুসুমময়! (প্রকাশ্যে) আসুন।

শীল্বাদি। আমায় ধীরে ধীরে নিয়ে চল ভাই! আমি দুর্ব্বল! বিবেকহীন! সংজ্ঞাহীন!

হাসান। ঐ দেখুন ফতেপূর সিক্রি! ঐ যুদ্ধ বেধেছে! ঐ কাতারে কাতারে সৈন্য চ'লেছে! আর বিলম্ব ক'ল্লে চ'লবে না! আসুন!

শীল্বাদি। চল! চল! কোথায় নিয়ে যাবে চল! মেবার-সিংহাসন! তুমি এত মধুর! রত্নমালা তুমি এত সুন্দরী!

[উভয়ের প্রস্থান।

(চারণীর পুনঃ প্রবেশ)

চারণী। সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক! তবে ত সর্ব্বনাশ! রাজপুতের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী! যাই—যাই—এই বেলা সংবাদ দিয়ে আসি! এখনও সময় আছে! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

চিতোরেশ্বরীর মন্দির।

পূজারতা রাণী কর্ণাবতী।

গীত।

ভৈরবী—একতালা।

কাতরে তনয়া তোরে ডাকে গো জননি!
হৃদয়-দেবতা মোর, গিয়াছে সমরে ঘোর,
তোমার আশীষ মাগো যাচে মা দুঃখিনী।
পরাণের সাধ চরণ তোমার,
ভকতি কুসুমে পূজি নিরন্তর,
অশ্রু-গঙ্গা জলে,
ধুয়ে বিল্বদলে,
রাখি মা চরণে, ধর হর রাণী॥

(গীতান্তে অর্ঘ্যদান)

কর্ণাবতী। মা! মাঁ! তোমার দুঃখিনী নন্দিনী আজ করুণা ভিখারিণী! হৃদয়ের স্তরে স্তরে শুধু মেবারের মঙ্গল কামনা—প্রাণের গভীর তলে শুধু স্বামীর বিজয়-বাসনা! বড় আশা ক'রে, বড় আগ্রহে হৃদয় বেঁধে, তোমার চরণে ছুটে এসেছি! দে'খ মা ভিখারিণীর মনোসাধ যেন অপূর্ণ থাকে না! (প্রণাম করণ)

(দ্রুত চারণীর প্রবেশ)

চারণী। রাণি! রাণি! বুঝি সর্ব্বনাশ হয়।

কর্ণা। সেকি! সেকি! কি বল্‌ছ? চণ্ডিকার পদে এই যে অঞ্জলি দিলেম,—সর্ব্বনাশ কেন হবে মা?

চারণী। হায় মা রাজস্থান! কেন এ হেন বিশ্বাসঘাতককে গর্ব্ভে স্থান দিয়েছিলে মা?

কর্ণা। বিশ্বাসঘাতক! কে বিশ্বাসঘাতক? বল, বল, বিলম্ব ক'রনা!

চারণী। যাকে আপনি পুত্রাধিক স্নেহ করেন, যাকে রাণা নিজের দক্ষিণ বাহু জ্ঞান ক'রেন, যাকে সমস্ত রাজস্থান এই ভীষণ যুদ্ধে সাগ্রহে সেনাপতি পদে বরণ ক'রেছে—সেই শীল্বাদি সিংহ বিশ্বাসঘাতক!

কর্ণা। অসম্ভব! অসম্ভব! তা হয়না—তা হ'তে পারেনা চারণী! সে আমার গর্ব্ভজাত না হ'লেও, আমার পুত্র! আমার বক্ষের পঞ্জর,আমার রত্নমালার ভবিষ্যৎ জীবনাকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা! না—সে এ কার্য্য ক'ত্তে পারে না! তুমি ভুল শুনেছ!

চারণী। অন্যের মুখে শুনি নাই রাণি! নিজের কর্ণে শুনে এলাম, নিজের চক্ষে দেখে এলাম! রাণার আসন্ন বিপদ দেখে, কর্ত্তব্যের তাড়নায় তাই ছুটে ব'লতে এলাম! বিশ্বাস করুন! রাণাকে সংবাদ দিন্! নইলে বুঝি সর্ব্বনাশ হয়! [প্রস্থান।

কর্ণা। এঁ্যা। সেকি! তবে উপায় কি! সমস্ত বাহিনী চালনার ভার যে তারই উপর ন্যস্ত! তার শৈথিল্যে পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী! রাণা সরল বিশ্বাসে তাকে সেনাপতি পদে বরণ ক'রেছেন! সমগ্র রাজস্থান তার অপেক্ষায় চেয়ে আছে! আর সে বিশ্বাসঘাতক! তবে কি হবে! না জানি এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশ ঘ'টেছে! না আর স্থির থাকৃতে পারি না। যাই—নিজেই যাই

সেনাপতি—বিশ্বাসঘাতক! শীলাদি বিশ্বাসঘাতক! কে কোথায় আছ? এই রবে গগন মুখরিত কর! যদি কেউ না থাক তবে শুন আকাশপবন! এই মুহূর্তে, এই রবে রাজপুত বাহিনীর কর্ণকুহর প্রতিধ্বনিত ক'রে, ভারত-গগন পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেল! হায়! হায়! হিন্দুর আশা, রাজপুতের ভরসা, বুঝি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়! না, না— তা হ'তে দেব না! আমি স্বয়ং এই ধ্বনিতে গগন প্রকম্পিত ক'ত্তে ক'ত্তে, উন্মত্ত ঝঞ্ঝার বেগে, রণক্ষেত্রে ছুটে যাব! মা চিতোরেশ্বরি! ক্ষুদ্রা আমি, তবু তোমার আশীষ মস্তকে ধ'রে আমি রণক্ষেত্রে চ'ল্লাম! দেখ' মা—যেন অত আশা অগাধ সলিলে ডুবে না যায়!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

ফতেপুর সিক্রি মোগল শিবির।

(নেপথ্যে ঘন ঘন কামান গর্জ্জন চলিতেছে)

(বাবর ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

বাবর। পঙ্গপালের মত ঐ দেখ কাতারে কাতারে রাজপুত-সৈন্য ছুটে আস্‌ছে! ঐ দেখ সমস্ত রাজস্থান ঝড়ে উড়ে আস্‌ছে! লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত কৃপাণের তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ আকাশকে লোহিত বর্ণে অনুরঞ্জিত ক'রেছে! ভৈরব হুহুঙ্কারে কাণ বধির হ'য়ে যাচ্ছে! এতে তোমরা বিচলিত হ'ও না! ভীত হ'ও না।

পবিত্র ইস্‌লামের নাম নিয়ে, আল্লার নাম ক'ত্তে ক'ত্তে ছুটে এস! আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হব! [প্রস্থান।

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো—আল্লা আল্লা হো! (অনুসরণ)

(নসির মির্জ্জা ও কাবুলী সৈন্যগণের প্রবেশ)

নসির। দাদা! দাদা! আমি এসেছি!

নেপথ্যে বাবর। এসেছ? এসেছ? তবে এই মুহূর্ত্তে আমার অনুসরণ কর!

নসির। এস সৈন্যগণ! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রব না। আমাদের সুলতান্ বিপন্ন! এস আমরা এই মুহূর্ত্তে তাঁর সাহায্যে অগ্রসর হই!

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো! [সকলের প্রস্থান।

(সফিউল্লার প্রবেশ)

সফি। কি ভীষণ যুদ্ধ! কি জীবন-মরণ সংগ্রাম! কাবুল, কান্দাহার, ফারগানা সামারকান্দ, কত স্থানে কত ভীষণ সমর দেখেছি, একটুও বিচলিত হই নাই! কিন্তু আজ একি ভয়ানক স্বপ্নাতীত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ কচ্ছি! বৃষ্টি ধারার ন্যায় গোলা বর্ষণেও রাজপুত পশ্চাদ্‌পদ হ'চ্ছে না! স্থির প্রস্তরের মত দাঁড়িয়ে র'য়েছে! কি আশ্চর্য্য বীরত্ব! কি অলৌকিক প্রাণ বিসর্জ্জন! দেখে আমি স্তম্ভিত! আর একটু অগ্রসর হই! [প্রস্থান।

(উন্মত্তবৎ বাবরের প্রবেশ)

বাবর। একি দুর্ম্মদ শক্তি! একি অদ্ভুত বীরত্ব! একি অনৈসর্গিক রণোল্লাস! দেখে আমি স্তম্ভিত! বিবেক বিমূঢ়! প্রাণে ভীতির সঞ্চার হ'চ্ছে! একি দৃঢ় অবরোধ! এক একটা রাজপুত

বাবর শা।

এক একটা ভূ-প্রোথিত কঠিন প্রস্তর খণ্ড! চারিদিকে পাহাড়ের বেড়া দিয়ে আমায় ঘিরেছে! এ ব্যূহ কিছুতেই ভেদ ক'ত্তে সক্ষম হ'লাম না! কি ক'রব! উপায় কি!

(নসিরের দ্রুত প্রবেশ)

নসির। আর উপায় নাই! আর রক্ষা নাই! আমরা কোনমতেই এ কঠিন অবরোধ ভেদ ক'ত্তে পারব না! আমাদের চেপে মেরে ফেল্‌বে! আর উপায় কি?

বাবর। উপায় একমাত্র খোদা। খোদা! আমায় বিফল-মনোরথ ক'র না! আমায় উন্মাদ ক'রে ফেল না! আমার প্রাণভরা আশা অতল জলে ডুবিয়ে দিও না প্রভু! কত ভীষণ করকাপাত, কত অসহ্য তুহিন সম্পাত, কত ঝড়, কত বন্যা পার করে, বিজয়-গৌরবের উন্নত শীর্ষে আমায় হাত ধরে নিয়ে গেছ প্রভু! খোদা! মেহেরবান্! একদিনও তোমার করুণার অভাব অনুভব করি নাই প্রভু! এ আমার কি ভীষণ পাপের শাস্তি প্রভু?

(সেখজিনের প্রবেশ)

জিন্। একটা কসুর হ'য়েছে সুলতান!

বাবর। প্রভু! এসেছ? এসেছ? বল কি কসুর!

সেখজিন্। তুমি কোরাণের সর্ব্ববিধ সম্মান রক্ষা ক'রেছ—কিন্তু সুরাপান এখনও পরিত্যাগ কর নাই!

বাবর। যদি তাই হয়, তবে এই দণ্ডেই আমি জন্মের মত সুরা বর্জ্জন ক'রলাম!

জিন্। এই কোরাণ স্পর্শে শপথ কর!

বাবর। (তরবারি অগ্রে কোরাণ স্পর্শ করিয়া) ওই শাণিত কৃপাণ হস্তে, পবিত্র কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ ক'চ্ছি, এ জীবনে

সুরা স্পর্শ ক'রব না ! যে সুরাপান ক'রবে—তাকে এই তরবারি-ধারে দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেলব !

জিন্ । তবে আর চিন্তা নাই সুলতান ! আর আশঙ্কা নাই !

বাবর । কিন্তু প্রভু, আমরা অল্প-সংখ্যক, অধিকাংশই প্রাণ ত্যাগ ক'রেছে !

জিন্ । কোন ভয় নাই সুলতান ! খোদা সুপ্রসন্ন ! তোমার বিজয় অবশ্যম্ভাবী । [প্রস্থান ।

বাবর । সৈন্যগণ ! রজত-কাঞ্চন-নির্ম্মিত, যত সুরা-পাত্র শিবিরে আছে সব এই মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেল ! যাও. বিলম্ব ক'র না !—

নসির । দাদা ! দাদা ! আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হ'চ্ছে !

(নেপথ্যে সুরাপাত্রের ঝনৎকার ধ্বনিত হইতে লাগিল)

বাবর ! ঐ শোন ! ঐ শোন কি মধুর শব্দ ! কি উল্লাসকর ধ্বনি ! প্রাণ যেন কি এক অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে ! একবার সকলে মেহেরবান্ আল্লার নাম কর !

সৈন্যগণ । আল্লা আল্লা হো ! সুলতান বাবর শা কি ফতে !

(সুরাপূর্ণ কলসী হস্তে বাবাদোস্তের প্রবেশ)

দোস্ত । আল্লা আল্লা হো—সুলতানকো ফতে ! এই দেখুন সুলতান ! এই সুরাপাত্র জীবনের একমাত্র সহচর ! একে আমি নিজ হস্তে চূর্ণ ক'রব ব'লে নিয়ে এসেছি ! সুরায় আমার শরীর পুষ্ট ! সুরায় আমার মেদ অস্থি গঠিত ! সুরায় আমার প্রাণবায়ু সঞ্চারিত ! কিন্তু এই দেখুন সুলতান, সেই সুরাপায়ী বাবাদোস্ত আমি, আজ নিজ হস্তে এ সুরাপাত্র লোষ্ট্র খণ্ডের ন্যায় নিক্ষেপ ক'চ্ছে ! (সুরাভাণ্ড নিক্ষেপ) আজ দেখুন জনাব ! আপনার

অপদার্থ মদ্যপায়ী দোস্ত, তার সম্রাটের জন্য জীর্ণ হস্তে অসি ধ'র্ত্তে সক্ষম হ'য়েছে! আজ সেও আল্লার নামে নব জীবন লাভ ক'রে—উল্লাসে নৃত্য ক'রতে পাচ্ছে! ও কে? ও কে? ওযে আমাদের হাসান!

বাবর। কি ব'লছ? কি ব'লছ? কোথায় হাসান? আমার স্নেহের হাসান কই? সে নিরপরাধ! আমি তাকে বিনা দোষে নির্ব্বাসিত ক'রেছিলাম—তাই খোদা অপ্রসন্ন হ'য়েছেন! এস বৎস! তোমার ভ্রান্ত বিপন্ন পিতাকে ক্ষমা কর!

(হাসানের প্রবেশ ও কুর্ণিশ)

হাসান। সুলতান! আমায় মার্জ্জনা করুন! আপনার আদেশ লঙ্ঘন ক'রে, আবার ফিরে এসেছি! আমার প্রভুর, আমার পিতার বিপদ শুনে আবার ফিরে এসেছি! সুলতান্! আমি আপনার সন্তোষ বিধানের সুযোগ পেয়েছি! রাজপুত-সেনাপতি শীলাদি সিংহ আপনার বন্ধুত্ব প্রার্থী!

বাবর। হাসান! হাসান! কি ব'লছ? কোথায় তিনি?

হাসান। ঐ আস্ছেন! সুলতান তবে আমি বিদায় হই!

[প্রস্থানোদ্যত।

নসির। হাসান! হাসান! রমজানকে তুমি হত্যা কর নাই—আমি সব শুনেছি! তুমি মহান্। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর বৎস!

বাবর। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর বৎস। এ বিপদে আমাদের পরিত্যাগ ক'রে যেওনা—বৎস! এই নাও পাঞ্জা! পিতার অবর্ত্তমানে পুত্রই রাজ্য শাসন করে! তুমি আজ থেকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা।

নসির। আর আমার আদরের রাজিয়া তোমারই! তাকে আমি তোমার মহত্ত্ব ও দেবত্বের উপহার দিলাম! যাও দিল্লী কক্ষে রাজিয়া তোমারই প্রতীক্ষায় ব'সে আছে!

হাসান। সুলতানের অনুগ্রহ শিরোধার্য্য। কিন্তু আর আমার এ সকল বন্ধনে ইচ্ছা নাই। আপনার কাছে আমায় থাকৃতে দিন্ সুলতান!

বাবর। আমি রণস্থলে,তুমি দিল্লীতে যাও বৎস! উজীরের উপর এখন শাসন ভার অর্পিত বটে, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, তুমিই এখন থেকে সে ভার গ্রহণ কর। যাও, তোমার পিতার অনুরোধ রক্ষা কর!

হাসান। (স্বগত) যাই, দিল্লীতে যাই! রাজিয়াকে দেখ্‌তে পাব। তাকে অনেক দিন দেখি নাই। (প্রকাশ্যে) সুলতান! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমি এই দণ্ডেই দিল্লী যাত্রা ক'ল্লাম। আসুন সেনাপতি আপনার সমক্ষে সুলতান বাবর শা! [প্রস্থান।

(শীল্বাদির প্রবেশ)

বাবর। সেলাম।

নসির। সেলাম।

বাবর। আপনার এ অযাচিত বন্ধুত্ব, এ উদারতা, এ মহদুপকার জীবনে বিস্মৃত হ'ব না! যদি আমরা জয়ী হই তাহ'লে মেবার-সিংহাসন আপনার। আসুন বন্ধু!

শীল্বাদি। সুলতান! আমি রাজপুত, প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি—আমার সাহায্যের বিন্দুমাত্র ত্রুটী হবে না।

বাবর। আপনার এ সৌজন্য জীবনে বিস্মৃত হব না। এস সৈন্যগণ আর বিলম্ব ক'র না।

(দ্রুত জনৈক দূতের প্রবেশ)

বাবর। (সবিস্ময়ে) কি ? কি ? কি সংবাদ ?

দূত। জাঁহাপনা ! শাযাদা হুমায়ুন বন্দি—রাজপুত—

বাবর। এ্যাঁ ! কি ব'লছ ? কি ব'লছ ?—আমার স্নেহের হুমায়ুন বন্দি ! বৃষ্টিধারার ন্যায় গোলা বর্ষণ কর ! মুহূর্ত্ত নিরস্ত থেক না—রাজপুতকে একেবারে ধরণীশায়িত কর ! শাজাদাকে ছিনিয়ে নিয়ে এস ! আসুন বন্ধু ! আর বিলম্ব ক'ল্লে চ'লবে না ! মোগল ! মোগল ! বহু দিন সঞ্চিত—গিরিশৃঙ্গে, তুষারপাতে পরীক্ষিত শক্তির আজ সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত কর ! বন্যার মত গিয়ে শত্রুবাহিনী ভাসিয়ে দাও ! এস, এস— (কামান গর্জ্জন ধ্বনিত হইল)

[সকলের প্রস্থান।
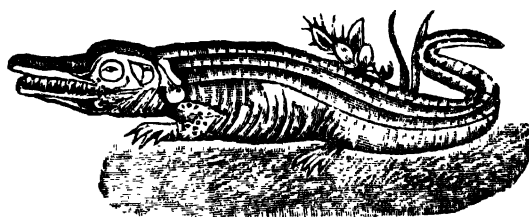
পঞ্চম অঙ্ক।

"Love took up the harp of life, and smote
on all the chords with might ;
Smote the chord of self that trembling
passed in music out of sight."

—*Tennyson.*

বাবর শা।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ফতেপুর—সিক্রি—রাজপুত শিবির।

(রাণা সঙ্গ ও রাজপুত সর্দ্দারগণের প্রবেশ)

রাণা সঙ্গ। বন্ধুগণ! ভ্রাতৃগণ! রাজস্থানের উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ! ঐ দেখুন আমাদের ভাগ্যবিধায়ী সমরস্থল! আমাদের বিপুল বাহিনীর সমবেত শক্তি মোগল কখনই প্রতিরোধ ক'ত্তে সক্ষম হবে না! আমরা নিশ্চয়ই বিজয়-গৌরব লাভে সমর্থ হব! ঐ দেখুন! ঐ দেখুন! সৈন্য—কতিপয় দ্রুতবেগে আমাদের শিবিরাভিমুখে ধাবিত হ'চ্ছে! বোধ হয় কোন সুসংবাদ নিয়ে আসছে! এই যে ওরা কাকে যেন বন্দি ক'রে নিয়ে আসছে!

(পুনঃ পুনঃ "জয় শঙ্কর," "জয় শঙ্কর" রব ধ্বনিত হইল
(সৈনিকদ্বয় শাজাদা হুমায়ুনকে বন্দি করিয়া লইয়া আসিল)

১ম সৈনিক। মহারাণার জয় হউক! ইনি বাবর শার পুত্র হুমায়ুন। এই কিশোর বয়সে যে অসামান্য শৌর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমরা বিস্মিত! মুগ্ধ! বহু আয়াসে আমরা এঁকে বন্দি ক'ত্তে সক্ষম হ'য়েছি!

সঙ্গ। বালক! এ দুর্ম্মতি কেন হ'ল? স্বেচ্ছায় পতঙ্গের মত অনল কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে এলে কেন? এ রণভূমি, শিশুর ক্রীড়াভূমি নয়!

হুমায়ুন। রাণা! খোদার মর্জ্জিতে আমি আপনার বন্দি! কিন্তু রাণা! সিংহ-শিশু, শিশুকাল হ'তেই করি-কুম্ভের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবদ্ধ রাখে! তার প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু শার্দ্দূলই হয়! তুচ্ছ শশকের উপর সে তার পরাক্রম পরীক্ষা করে না।

সঙ্গ। উদ্ধত বালক! তোমার এ প্রগল্ভতার পরিণাম কি জান? জান যে তুমি আমার বন্দি? আমরা তোমায় নির্জ্জন কারা-গারে আজীবন আবদ্ধ ক'রে রাখব! তবে বোধ হয়—বোধ হয় কেন? নিশ্চয়ই, বেশী দিন তোমায় নির্জ্জনে বাস ক'ত্তে হবে না! তোমার পিতাকেও অনতিবিলম্বে তোমার সঙ্গী হ'তে হবে!

হুমায়ুন। রাণা, বৃথা ভয় প্রদর্শন ক'রবেন না। ওতে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হব না! আমার কৈশোর, আমার যৌবন পিতার কার্য্যে, সৈন্য-সংসর্গে অতিবাহিত! ধরণী অঙ্ক, গিরিপ্রস্থ, বাজীপৃষ্ঠ আমার বিশ্রাম স্থান! মরুবাসে, গিরি উল্লঙ্ঘনে, বন্যা প্লাবনে, প্রভঞ্জনবাতে, হিমানি-সম্পাতে এতদিন যাপন ক'রেছি! আমি বিলাসে গঠিত এ দেহ কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত করি নাই

রাণা! প্রাণের গভীরতম প্রদেশে শুধু এক পিতৃ আজ্ঞা—অহোরাত্র ধ্রুবতারার মত আমায় এ দুনিয়ার কর্ত্তব্য দেখিয়ে দিচ্ছে! রাণা আপনার তুচ্ছভীতি পিতৃভক্তির পদতলে দলিত! আমি আপনার বন্দি। আপনি আমার উপর যথেচ্ছা ব্যবহার ক'ত্তে পারেন—যে দণ্ড ইচ্ছা হয় দিতে পারেন, তাতে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই! কিন্তু স্মরণ রাখ্‌বেন রাণা, যখন পিতা আমার শুনবেন যে তাঁর স্নেহের হুমায়ুন বন্দি হ'য়েছে তখন তাঁর হৃদয়ে একটা দাবানল প্রজ্জলিত হবে! সেই ভীষণ রোষ বহ্নিতে আপনার সোণার চিতোর ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে! তখন বুঝ্‌বেন যে তার পরিণাম কত ভয়ঙ্কর! কত বিষময়!

সঙ্গ। (স্বগত) মুগ্ধ আমি! মুগ্ধ আমি! বাবর শা! তুমিই ধন্য! এ হেন পুত্রের পিতা তুমি! আর আমি—আমি এক পুত্রের পিতা! (প্রকাশ্যে) চমৎকার! বৎস হুমায়ুন! আমি তোমায় পরীক্ষা ক'চ্ছিলাম মাত্র! রাজপুত বীরের সম্মান জানে—অক্ষত বীরকে রাজপুত কখনই বন্দি ক'রে নিশ্চেষ্ট ক'রে রাখে না—রাজপুত ন্যায় সমরে, প্রকৃত বাহুবলে নিজের বীরত্ব পরীক্ষা করে বৎস! তোমার কথায় আমি মুগ্ধ! এস বৎস, আমি স্বহস্তে তোমার শৃঙ্খল উন্মোচন করে দিচ্ছি। (শৃঙ্খল উন্মোচন) যাও, বৎস—তোমার পিতার স্নেহময় অঙ্কে ফিরে যাও! আশীর্ব্বাদ করি, দিগ্বিজয়ী বীর হ'য়ে তোমার পিতার মুখোজ্জ্বল কর।

হুমায়ুন। ধন্য, ধন্য, রাণা! এত উদার, এত মহাপ্রাণ এই রাজপুত জাতি! আমি পিতার মুখে যে মহত্বের কথা, যে উদারতার কথা শুনেছিলাম—আজ তা প্রত্যক্ষ ক'রলাম। আমার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করুন রাণা—আমি বিদায় হই! সেলাম।

সঙ্গ। যাও, শাজাদাকে সসম্মানে, অতি সতর্কভাবে মোগল শিবিরে রেখে এস। [হুমায়ুনকে লইয়া প্রস্থান

রায়মল! সালুম্ব্রাপতি! উদীসিংহ! আপনারা সেনাপতির দক্ষিণ ও বামপার্শ্ব রক্ষা করুন। ভয় নাই—বিচলিত হবেন না! আমাদের সমবেত শক্তির সম্মুখে মুষ্টিমেয় মোগল সৈন্য প্রভঞ্জন সম্মুখে শুষ্ক তৃণের মত উড়ে যাবে! আসুন আমারা অবিলম্বে অগ্রসর হই!

[সকলের প্রস্থান।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক। একি হ'ল। একি হ'ল! সেনাপতি কোথায়! বৃষ্টিধারার ন্যায় গোলা বর্ষণ! রাজপুত! রাজপুত! আর পাল্লে না, আর পাল্লে না!

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈনিক। হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল। রাণা কোথায়! সেনাপতি কোথায়! সব ছত্র ভঙ্গ হ'য়ে গেছে—সব ছত্র ভঙ্গ হ'য়ে গেছে! উপায় কি? উপায় কি?

(বহু সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্যগণ। রাণা বুঝি নাই! রাণা বুঝি নাই—কে আমাদের চালাবে? কে আমাদের চালাবে?

(অশ্ব পৃষ্ঠে রাণী কর্ণাবতীর প্রবেশ)

কর্ণাবতী। যদি তাই সত্যই তাই হয়—বিচলিত হ'ও না। আমিই তোমাদের চালনা ক'রব। এস, এস, বৎসগণ মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না। মা করালবদনি! রণ-রঙ্গিণি! তোমার ভীমা ভৈরবী শক্তি আমার বক্ষে সঞ্চারিত কর মা, আজ আমি রাজস্থানের বাহিনী চালনা ক'রব—স্বামীর গুরু কার্য্য ভার আজ আমার উপর ন্যস্ত।

এস, এস, বৎসগণ! আমার অনুসরণ কর—উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে উন্নত বর্ষা হস্তে বৃষ্টিধারার ন্যায় গোলা বর্ষণ লোষ্ট্র রাশির ন্যায় তুচ্ছ ক'রে প্রভঞ্জন বেগে ছুটে এস! মুষ্টিমেয় মোগল—শুধু তোমাদের সমবেত নিশ্বাসে উড়ে যাবে! [প্রস্থান।

সৈন্যগণ। জয়। রাণী জী কি জয়। জয়! শঙ্কর জী কি জয়।

(অনুসরণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ফতেপুর সিক্রি—রণস্থল।

(ঘন ঘন কামান গর্জ্জন চলিতেছে—রণস্থল ধূলি ও ধূম্র পুঞ্জে অন্ধকারময় হইয়া উঠিল—রাজপুত সৈন্যগণ মোগলদিগকে উত্তোলিত বর্ষা হস্তে দূরীভূত করিতে লাগিল "তোবা"—"তোবা" করিয়া পলাইতে লাগিল, ক্ষণ পরে বিপরীত বর্ত্তন দৃষ্ট হইল। লক্ষ লক্ষ সৈন্য ধরাশায়ী হইল।—ক্ষণ পরে রাজপুতগণ রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল)

(রাণা সঙ্গ ও বাবরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

রাণা। সাবধান! পারত আত্মরক্ষা কর। (অসির আঘাত)

বাবর। (ব্যর্থ করিয়া) রাণা—মোগল দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না। (যুদ্ধ)

[বাবর সঙ্গকে ভীষণ আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, জনৈক রাজপুত উন্নতবর্ষা বাবরকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। হুমায়ুন আসিয়া সেই

বর্ষাগতি রোধ করিতে অক্ষম হইলেন। এবং সেই বর্ষাঘাতে আর্ত্তনাদ সহকারে ধরাশায়ী হইলেন।]

বাবর। হুমায়ুন! হুমায়ুন! একি হ'ল! আল্লা এ কি কল্লে! (ধারণ)

রাণা। কে এমন কায ক'ল্লে? গুপ্তহত্যা! কে নরাধম এমন কায ক'রেছ? রাজপুত-শৌর্য্যে কলঙ্ক লেপন ক'রেছ? তবে তোমার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত! [প্রস্থান।

হুমায়ুন। উঃ! ভীষণ বর্ষাঘাত! বক্ষে ভীষণ বর্ষা বিদ্ধ হ'য়েছে! (বাবর বক্ষ হইতে বর্ষা খুলিয়া ফেলিলেন—ভীষণ রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—হুমায়ুনের পরিচ্ছদ শোণিতার্দ্দ হইল) ওঃ! ওঃ!—পিপাসা! দারুণ পিপাসা! বাবা! বাবা!

বাবর। কে আছ? শীঘ্র এস! এই মুহূর্ত্তে শাজাদাকে সতর্কভাবে দিল্লী প্রেরণ কর! হকিমকে সাবধানে ক্ষতস্থানের চিকিৎসা ক'ত্তে ব'লে এস। যাও, যাও!

(দুইজন সৈনিক হুমায়ুনকে লইয়া গেল)

কি হ'ল! কি হ'ল! যুদ্ধের ভীষণতার মধ্যে একি দৈব দুর্ব্বি-পাক! খোদা! একি ক'ল্লে! (নেপথ্যে কোলাহল) ঐ, ঐ আবার রাজপুত সৈন্যগণ অসংখ্য সাগর তরঙ্গের মতন ছুটে আস্‌ছে! আর চিন্তা করবার অবসর নাই · আর বিলম্ব ক'ল্লে চ'লবে না! (ভেরী নিনাদ) এস সৈন্যগণ! এখনও শেষ হয় নাই—আর অল্প মাত্র অবশিষ্ট! [প্রস্থান।

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো—বাবর শা কি ফতে! (রাজপুত সৈন্যগণ সম্মুখীন হইল এবং মোগলদের সহিত ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত হইল। অবশেষে রাজপুতগণ পলায়ন করিতে লাগিল। মোগল

সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে—ঘন ঘন—"সুলতান বাবর শা কি ফতে।" রব ধ্বনিত করিতে লাগিল।)

(রাণা সঙ্গের প্রবেশ)

সঙ্গ। গেল! গেল! ঐ দিল্লী-সিংহাসন সরে গেল! দূরে—দূরে—সুদূর ঐ তুর্কীস্থানে সরে গেল! নিয়ে গেল! নিয়ে গেল—মোগল দিল্লী সিংহাসন নিয়ে গেল! প্রাণের অত আশা--অতল জলে ডুবে গেল! তবে আর কেন? আমরাও চল ঐ অন্তহীন নীল সাগরগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়িগে। (প্রস্থান ও অবশিষ্ট রাজপুতসৈন্যগণ অনুসরণ করিল)

(বাবর ও সৈন্যদলের প্রবেশ)

বাবর। ধন্য, ধন্য মোগল! তোমাদের বীরত্বে আজ ভারত স্তম্ভিত! গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে ঐ দেখ গৌরব-তপন উদিত হ'চ্ছে! ঐ দেখ তার পুণ্য-আলোকে ভারত-গগন অনুরঞ্জিত হ'য়েছে! রাজপুত অন্ধকারে ডুবে গেছে! রাজপুত কলরব থেমে গেছে! বিজয় লক্ষ্মী ঐ দেখ অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাদের ভারত সিংহাসন দেখিয়ে দিচ্ছেন! এস, এস, আমরা এ অনুগ্রহ পরিত্যাগ ক'রব না। খোদার প্রদত্ত এ গৌরব আমরা ভক্তিসহকারে মাথায় তুলিয়া রাখি! এস।

[প্রস্থানোদ্যত।

(অশ্ব পৃষ্ঠে রাণী কর্ণাবতীর প্রবেশ)

কর্ণাবতী। সে গৌরবে কার মস্তক মণ্ডিত হবে তা এখনও স্থির হয় নাই মোগল! রাজপুত এখনও সব মরে নাই—এখনও অনেক বাকী! রাণা পরাজিত! অসংখ্য বাহিনী ধরণী-শায়িত,—

কিন্তু মেবারের রাণী এখনও জীবিত! এস, অগ্রসর হও—যুদ্ধে অগ্রসর হও! মোগল!

বাবর। (স্তম্ভিত ভাবে) কে তুমি মা! এই ভীষণ রণাঙ্গনে কে তুমি স্থিরাসৌদামিনীর মত আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! কে তুমি আমার দেহের সমস্ত শক্তি অলক্ষ্যে কেড়ে নিলে!

কর্ণা। স্বামী যে কার্য্য বাকী রেখে গেছেন—আমি তাই সম্পুর্ণ ক'র্ত্তে এসেছি—অগ্রসর হও বৎসগণ! বিজয়-গৌরব-মুকুট ঐ মোগল ঐ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে! কেড়ে নাও! ছিনিয়ে নাও! মোগলদের দেখিয়ে দাও—যে রাজপুত একজন মাত্র জীবিত থাক্‌তে সে গৌরবের অধিকারী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব! এইবার বুঝিয়ে দাও—যে রাজপুত একেবারে নির্ম্মূল না হ'লে সে গৌরব লাভাশা আকাশ কুসুমের মত অমূলক—যাও আক্রমণ কর।

বাবর। ক্ষমা করুন, আমি নারীর সঙ্গে কোন মতেই যুদ্ধে নিযুক্ত হ'তে পারব না।

কর্ণা। নারী! নারীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে ঘৃণা বোধ ক'চ্ছ? কিন্তু শোন মোগল—এ ইন্দ্রিয়-বিলাস-মগ্না কাবুলী রমণী নয়! এ "রাজপুত রমণী"। এদের বীরত্ব-গাথা নিখিলে ঝঙ্কৃত! এদের স্নেহের, এদের প্রেমের অন্তরালে কি মহান স্বার্থ বলিদান, কি অসীম বীরত্ব তেজ, প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করে—তা তুমি জান না— এস. তোমায় ভাল ক'রে জানিয়ে দিচ্ছি, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়ে দিচ্ছি!

বাবর। কিন্তু শুনেছি, স্নেহ আর ভক্তি,—মন্দার আর পারিজাত কুসুম দুটী-ভারত রমণীর প্রাণের মনোহর ভূষণ!

কর্ণা। শুধু তাই নয়।—তার সঙ্গে—

বাবর। রমণীর আর কি সৌন্দর্য্য আছে মা! খোদার অপূর্ব্ব সৃষ্টি রমণী! কোমলতা স্নেহ মমতার জীবন্ত প্রতিমা—তাতে এত কঠোরতা!

কর্ণা। কঠোরতা! হাঁ, কঠোরতার প্রয়োজন হ'য়েছে—তাই আজ রাজপুত-রমণী মহাদ্রির মত কঠোর, কুলিশে কুসুম-হৃদয় বেঁধেছে! ভারত সিংহাসন—

বাবর। তা আমি চাই না—আমি এই মুহূর্ত্তে সে সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে কাবুলে ফিরে যাচ্ছি মা—

কর্ণা। রাজপুত, অনুগ্রহ প্রদত্ত-ভিক্ষা গ্রহণ ক'র্ত্তে অগৌরব ও ঘৃণা বোধ করে! তারা বাহুর শক্তিতে তা লাভ ক'রে থাকে!

বাবর। না মা! আমায় নিরাশ ক'র না—ঐ শোন ভারতের আকাশ-পবনে, কি এক করুণ তান বেজে উঠ্‌ছে! কি এক মর্ম্ম-স্পর্শী হৃদয় দ্রাবী আকুল স্বর ভেসে বেড়াচ্ছে! আমিই এ ব্যাকুল রোদনের সৃষ্টি ক'রেছি। সে সঙ্গীত আমার প্রাণে শেল সম বেজে উঠ্‌ছে! আমি বিদায় হই মা! এ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ ক'র্‌ছি!

কর্ণা। না, তা হবে না! আমি তা পারব না! আমি তোমার অনুগ্রহ গ্রহণে অক্ষম! রাজপুত, বাহুর শক্তিতে সে গৌরব অর্জ্জন ক'রতে উদ্যোগী। এস, আমাদের সে সুযোগ দান কর। আক্রমণ কর! তোমাদের ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আমরা সে গৌরব অর্জ্জন করি—আর অনুরোধ ক'রো না—সময় ব'য়ে যায়! এস, এস।

(রাজপুত-সৈন্যগণ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল)

(মোগল-সৈন্যগণ তরবারি কোষ মুক্ত করিল।)

বাবর। নিরস্ত হও! মা, মা! আজ আমি দুর্ব্বল! আমার

বাহুতে শক্তি নাই। খোদার কোমল সৃষ্টি তুমি জননি! দুনিয়ার সমস্ত স্নেহ তোমার হৃদয়ে পুণ্য সরোবর সৃষ্টি করেছে মা! আমি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন! সে স্বর্গীয় পীযূষধারা অনেক দিন পান করি নাই! এ কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে গেছে! দাও, মা! নিরাশ ক'রনা—একবিন্দু সুধা পিপাসু আমি, কণ্ঠ শীতল কর মা।

কর্ণা। একি যাদু! একি মোহন সঙ্গীত! আমার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের ভীষণ অনল নিভিয়ে দিচ্ছে!

বাবর। দিলে না মা—দিলে না মা! তবে হুকুম কর মা তোমার সৈন্যগণকে—আমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করুক, আমার দেহ শোণিতে প্লাবিত করুক! দেখি তাতেও তোমার অনল প্রশমিত হয় কি না! দেখি তাতে তোমার রুদ্ধ স্নেহ মন্দাকিনী বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে—দুকূল ভাসিয়ে দিয়ে ব'য়ে যায় কি না!—হুকুম কর—হুকুম কর মা!

কর্ণা। নিরস্ত হও রাজপুত! এস বৎস! আজ আমি পরাজিত! সত্যই তুমি বীর—সত্যই তুমি বিজেতা—আশীর্ব্বাদ করি—দিগন্তে তোমার কীর্ত্তি-গাথা ঝঙ্কৃত হ'ক! ভারত-সিংহাসন তোমার! আমি তোমার মা! আমার পুত্র তোমার ভাই! হিন্দু মুসলমান এক বৃন্তে দুটী ফু

বাবর। মা, মা—কত আনন্দ! কত শান্তি! আমার উষ্ণ নিশ্বাসে চারিদিক পুড়ে গেছে! বিজয়-গৌরবের অগ্নি-বাত্যায় আমার হৃদয় শুষ্ক ক'রে ফেলেছে! দৈবের নিষ্ঠুর তুহিন—সম্পাতে আমার হৃদয়ের অশ্রুজমাট হ'য়ে গিয়ে ছিল মা! এই দেখ মা—আজ বাঁধ ভেঙ্গেছে! এই দেখ আমার নয়ন যুগলে কি প্লাবন! মা, মা—

কর্ণা। বাবর! বাবর! বৎস!

বাবর। চল মা—আমার ভাইকে মেবার সিংহাসনে বসিয়ে, তার চাঁদ মুখে আনন্দের শারদ জ্যোৎস্না, তোমার মুখে ফুল্লকমলহাস্য প্রত্যক্ষ ক'রে এ তপ্ত বক্ষ শীতল ক'রে আসি মা—

কর্ণা। (স্বগত) এত মহৎ! এত উদার মোগল! (প্রকাশ্যে) মোগল! মোগল! বিজয়লক্ষ্মী তোমার—দিল্লীর মণিময় আসন তোমার!

সৈন্যগণ। মোগল সুলতান বাবর শা কি ফতে।

(বাবর নতজানু হইয়া কর্ণাবতীর সম্মুখে বসিলেন—
কর্ণাবতী আশীর্ব্বাদ করিলেন।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী-কক্ষ।

বাজিয়ার গীত।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

উধাও হইয়ে, তোমারে হেরিতে চাহে চারি ভিতে আঁখি!
আকুল মরমে কাঁদে হৃদি বীণা—তোমারে কভু না দেখি।
এসহে এস আজি হৃদয় কুঞ্জে
আঁধার ঘুচে যাক্ কিরণ পুঞ্জে!
কামনা বেদনা কিছুত রবে না—
তোমারে হৃদয়ে রাখি।
সব দুঃখ সখা লব আমি যাচি
মর্ম্মে ম'রে সখা তবু রব বাঁচি
নিখিল ভুলে যাবে, শুধু চেয়ে রবে
তোমা পানে মম আঁখি। (গীতান্তে অশ্রু মার্জ্জনা)

রাজিয়া। রমজান্! রমজান্! আমায় ছেড়ে এতদিন কেমন ক'রে র'য়েছ ? প্রণয়ের তীব্র স্রোতে মরণের বাঁধ ভেঙ্গে ফেল্‌তে পাচ্ছে না ? হাসান ! হাসান ! আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ ! ও হো হো ! আমার হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছ !

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। রাজিয়া ! রাজিয়া ! তাই তোমার ক্ষমা ভিক্ষা ক'ত্তে আবার ছুটে এসেছি ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর রাজিয়া !

রাজিয়া। মার্জ্জনা ! কে মার্জ্জনা ক'রবে হাসান ? আমি মরে গেছি ! এ আমার কঙ্কাল ! কে তোমায় মার্জ্জনা ক'রবে হাসান !

(রোদন)

হাসান। (স্বগত) একি করুণ দৃশ্য ! একি প্রণয়ের পবিত্র তীর্থ ! একি ! এ দৃশ্য দেখে যে আমিও ম'রে যাচ্ছি ! ও হো হো ! আমি কোমল কুসুম কলিকা কি কঠিন প্রাণে বৃন্তচ্যুত ক'রেছি ! কি ক'রেছি ! কি ক'রেছি ! কিন্তু রমজান্ শুধু তুমি তা জান ! আর কেউ জানে না—আমি তোমায় হত্যা করি নাই ! না, না, না ! আমিই তোমায় হত্যা ক'রেছি ! আমিই এই কুসুম কোরকে শেলাঘাত ক'রেছি ! (প্রকাশ্যে) রাজিয়া ! রাজিয়া ! ভগ্নি ! নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর, উন্মত্ত ভ্রাতার অপরাধ মার্জ্জনা কর !

রাজিয়া। হাসান ! হাসান ! একি !

হাসান্ ! আজ তুমি আমার চক্ষু দান কল্লে ! আমার মহাভ্রম বিদূরিত ! আজ উত্তেজনা, বৃথা উন্মাদনার চেয়ে একটা পবিত্র জিনিস দেখ্‌তে পেয়েছি ! আমি তোমায় ভালবাসি—মুক্তকণ্ঠে ব'লছি,—তোমায় ভালবাসি ! ভাইয়ের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

(নতজানু)

রাজিয়া। ভাই, ভাই একি! তুমিও আমায় কাঁদালে! ওঠ! ওঠ! ভাই!

হাসান। (উঠিয়া) আমি প্রায়শ্চিত্ত করে আসি। হৃদয়ের প্রজ্বলিত বহ্নি কর্ত্তব্য-সলিলে নির্ব্বাপিত ক'রে আসি। আমি শান্তি চাই—শান্তি চাই! ঐ দেখ ফতেপুর সিক্রি! ঐ দেখ ভীষণ রণস্থল! ঐ শোন সৈন্য কোলাহল! ঐ খানে ছুটে গিয়ে শান্তি ক্রয় ক'রে নিয়ে আসি। তোমার নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা কর—পারত কখনও কখনও ভাই ব'লে মনে ক'র।—

[প্রস্থান।

রাজিয়া। হাসান্! হাসান্! তুমি এত মহান্! এত পবিত্র! হাসান। ভাই ফের। ফের,— [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বতোপরি মস্‌জিদ।

(মস্‌জিদ্ শীর্ষে অর্দ্ধ-চন্দ্রকণা-লাঞ্ছিত পতাকা)

(গীত গাহিতে গাহিতে চারণীর প্রবেশ)

গীত।

মালকোষ—চৌতাল।

ভেঙ্গে গেছে হাট, চলে গেছে সব, থেমে গেছে যত কলরব!
আঁধার ঘিরিতেছে, জলদ ডাকিতেছে, উঠিছে ভীষণ প্রলয় রব।
মুরজ মন্দ্রে আর উঠিবে না সে তান—
সমীরণে আর ভাসিবে না সে গান—
বিহগ কুজিবে না, ভ্রমর গুঞ্জিবে না,—নীরব মলিন সব।

হাহা রবে শুধু ভরিবে ভুবন
তপ্ত মর্ম্ম ল'য়ে কাঁদিবে সমীরণ!
ছিন্ন হৃদি-বীণা, সে তান তুলিবে না, জাগাবে করুণ রব।

[প্রস্থান।

(রাণা সঙ্গের প্রবেশ)

সঙ্গ। মা রাজস্থান! কেন আমায় প্রসব ক'রেছিলে মা? আমি তোমার অযোগ্য সন্তান! তোমার পবিত্র নামে কলঙ্ক কালিমা লেপন ক'রেছি! আর তোমার অঙ্কে ফিরে যাব না মা! ঐ দুস্তর খর রবি কর দগ্ধ মরুভূমি! ঐ আমার শান্তি নিকেতন! যাই— যাই—(হঠাৎ মস্‌জিদ্ দর্শন করিয়া) ওঃ! একি! একি! রাজপুত-গৌরব-মুণ্ড-নির্ম্মিত মস্‌জিদ্! ওঃ! আর দেখ্‌তে পারি না! আর দেখ্‌তে পারি না! শরীর কণ্টকিত হ'চ্ছে! মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হ'চ্ছে! আমার তালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হ'য়ে গেল! পিপাসা! দারুণ পিপাসা! জল! জল!

[প্রস্থান।

(শীল্বাদি সিংহের প্রবেশ)

শীল্বাদি। দেখ্‌তে পেয়েছি! দেখ্‌তে পেয়েছি! কোথায় যাবে! মেবার-সিংহাসন আমার।

সঙ্গ। (নেপথ্যে) জল! জল! ভয়ঙ্কর পিপাসা!

শীল্বাদি। তবে এই উপযুক্ত অবসর! আর বিলম্ব ক'রব না!

[প্রস্থান।

(পুনঃ সঙ্গের প্রবেশ)

সঙ্গ। একবিন্দু জল! একবিন্দু জল! মা রাজস্থান! আমি তোমার অকৃতী সন্তান! একবিন্দু পীযুষ আমায় দান কর, আমি পান ক'রে সুখে মরি!

(জলপাত্র হস্তে শীল্বাদির পুনঃ প্রবেশ)

শীল্বাদি। শীতল জলে গরল মিশ্রিত ক'রেছি! একবার পান করাতে পাল্লেই সকল যাতনার অবসান হবে! আমার পথ পরিষ্কার হবে! মেবার সিংহাসন! আমি তোমার প্রেমে অন্ধ!

(জলদান)

সঙ্গ। আঃ শান্তি! আঃ জুড়িয়ে গেল! কে তুমি? কে তুমি? চ'লে গেলে কেন? এমন বন্ধুর কায ক'রে পালিয়ে যাচ্ছ কেন? এস,আমায় আলিঙ্গন দাও ভাই! (হঠাৎ) ওঃ তীব্র হুতাশন! আপাদ মস্তক উৎকট বিষে জর্জ্জরিত! কিন্তু হৃদয়ে যে বহ্নি প্লাবন, মস্তিষ্কে যে বিষের অনল উদ্গার—তার চেয়ে এ জ্বালা বেশী তীব্র নয়! ওঃ! ওঃ! ওঃ! (নেপথ্যে গমন পতন ও মৃত্যু)

শীল্বাদি। ওঃ! কি ক'ল্লাম! কি ক'ল্লাম! (হঠাৎ উপবেশন)

(পশ্চাদ্ দিক হইতে চারণীর প্রবেশ ও শীল্বাদির বক্ষে ছুরিকাঘাত)

চারণী। বিশ্বাসঘাতক! মর! রাজস্থানের কলঙ্ক বিদায় হ'ও!

[প্রস্থান।

শীল্বাদি। ও হোহো! কে আমায় মেরে ফেল্লি? কে আমায় গুপ্ত-হত্যা কল্লি? মা! রাজস্থান! এই আমার উপযুক্ত পুরস্কার! (উঠিয়া চলিতে চলিতে) রাণা! রাণা! আমি পাষণ্ড! আমি রাজস্থানের উজ্জ্বল কীর্ত্তি মোগলকে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেছি! আপনাকে বিষপ্রদান ক'রেছি! ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন রাণা।

[প্রস্থান

(রাণী কর্ণাবতীর প্রবেশ)

কর্ণা। কই রাণা? কোথায় রাণা?

শীল্বাদি। এই যে এসেছ মা? ঠিক সময়ে এসেছ!

কর্ণা। কি বলছ? কে তুমি?

শীল্বাদি। আমি! আমি মেবার-কলঙ্ক! বিশ্বাসঘাতক! পিতৃহন্তা! আমায় চিন্তে পারবে না মা! এ তোমার সে স্নেহের, সে আদরের শীল্বাদি নয়, এ তার প্রেত-মূর্ত্তি!

কর্ণা। শীল্বাদি! তুমি! তুমি! যাও, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? মোগলের অনুগ্রহ লাভ ক'ত্তে ছুটে যাও। রাণার অগাধ পুত্র স্নেহের ঋণ পরিশোধ কর। (হঠাৎ) না, না—বিস্মৃত হ'চ্ছি কেন—আমায় মাতৃ-সম্বোধন ক'রেছে! আবার একি অনল! শীতল হও! শীতল হও!

শীল্বাদি। মৃত্যু! মৃত্যু! এস বন্ধু! আর সহ্য হয়না, বুক্ জ্বলে গেল! সর্ব্ব শরীর পুড়ে গেল! চল, তোমার সাধের আরাম কুঞ্জে আমায় শীঘ্র নিয়ে চল ভাই! রাণা! রাণা! ক্ষমা করুন!

[কষ্টে প্রস্থান ও নেপথ্যে পতন ও মৃত্যু।

কর্ণা। রাণা! রাণা! স্বামী! রাজস্থানের তপন! ডুব্‌লে! ডুব্‌লে! আঁধার। আঁধার—চারিদিকে হাহাকার! না, না, না—জ্যোৎস্নামেলা! রাকার চন্দ্রমা-লীলা। "মা!"—মা!"—কি মধুর সম্বোধন! কি অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা! কি মধুর মূরলীতান!—হৃদয়ে উজান বয়ে যায়! [প্রস্থান।

(অশ্বপৃষ্ঠে বাবর ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

বাবর। ধন্য ধন্য বীরগণ! তোমাদের বীরত্বে ও আত্মদানে আমি মুগ্ধ! এ বিজয় গৌরবে তোমরা সকলেই গৌরবান্বিত!

সৈন্যগণ। সুলতান বাবরশা কি ফতে! গাজি! গাজি!

(কুর্ণিশ)

(বাবা দোস্তের প্রবেশ)

দোস্ত। কিন্তু সুলতান! এ দৃশ্য আমার প্রাণে শেলাঘাত ক'চ্ছে!

সৈন্যগণ। বুড়োটা খেপেছে! ওকে দূর করে দাও!

দোস্ত। তা দাও তাতে একটুও দুঃখ নাই! আমি এ পাশবিক কার্য্যের সমর্থন করিতে পারব না। এ পৈচাচিক উল্লাসের পোষকতা ক'রতে পারব না। ও হো হো! এ দৃশ্য আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনা! আমি যাই—চলে যাই— [প্রস্থান।

বাবর। দোস্ত! শোন—শোন! তুমি কি জান না যে আমি ধর্ম্ম-রক্ষক!

(সেখজিনের প্রবেশ)

(বাবর অশ্ব হইতে অবতারণ করিলেন)

জিন্। নির্ব্বোধ অপদার্থ দাম্ভিক সুল্‌তান! তোমার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর!

বাবর। ফকির সাহেব ঐ মস্‌জিদ্! ঐ দেখুন চন্দ্রকণা-লাঞ্ছিত পতাকা মস্‌জিদ্ শীর্ষে উড্ডীয়মান! ইস্‌লামের গৌরব জ্ঞাপন ক'চ্ছে!

জিন্। তুমি মূর্খ! বিজয় গর্ব্বে তোমার মস্তিক বিকৃত! মনে কর কি সুলতান! এ দৃশ্য তাঁর প্রাণে শেলাঘাত ক'চ্ছে না? মনে কর কি দাম্ভিক! এ নিষ্ঠুরতায় বিচার নাই? মনে কর কি সম্রাট! তোমার শাসনকর্ত্তা কেউ নাই? খোদা,—যাঁর কাছে চেতন অচেতন, ক্ষুদ্র মহৎ, হিন্দু মুসলমান সমান করুণা পেয়ে থাকে, যাঁর করুণায় সকলের সৃষ্টি, সকলের পরিপুষ্টি, এই রাজপুত জাতি কি তাঁরই সৃষ্ট নয় মূর্খ? ওঃ! আমার প্রাণে আঘাত ক'রেছ! আমার

প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে ! আমি যাই—আর মুহূর্ত্তেকও এখানে থাক্‌তে পাচ্ছি না ! (প্রস্থান)

বাবর। এ্যাঁ ! তাইত !-সত্যইত ! আমি বিজয়োল্লাসে সত্যই বিবেকহীন হ'য়েছিলাম ! ফকিরের ভৎর্সনায় আমার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত ! আমিও আর এ দৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ওঃ ! কি করেছ ! কি করেছ ! চিন্তায় আশঙ্কায় আমার মাথা ঘুরে আস্‌ছে !

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ ?

দূত। জনাব ! শাজাদার অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর ! শোণিত-শ্রাব বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু শরীরে ভীষণ উত্তাপ ! সংজ্ঞা-শূন্য হ'য়ে আছেন ! বেগমসাহেবা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন—শীঘ্র চলুন সম্রাট ! বুঝি সর্ব্বনাশ হয় !

বাবর। এ্যাঁ ! কি বল্লে ?—(বাবর পড়িয়া যাইতেছিলেন—দুইজন সৈনিক তাঁহাকে ধরিল—আকাশে মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুৎ প্রকাশ ও ঝড়) এ্যাঁ ! একি ! একি ! আকাশে ঐ দেখ খোদার ভীষণ ভ্রূকুটি ! রক্তিম বিদ্যুচ্ছটায় ঐ দেখ তাঁর গভীর রোষ ব্যক্ত হ'চ্ছে ! ভৈরব মেঘমন্দ্রে ঐ শোন তাঁর ভীষণ অভিসম্পাৎ উচ্চারিত হ'চ্ছে ! ও হোহো ! কি হ'বে ! কি হবে !

সৈন্যদ্বয়। আস্থন স্থলতান। স্থির হ'ন।

বাবর। (সৈন্যদ্বয়কে সরাইয়া দিয়া) ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ! আমি খোদার পায়ে লুটিয়ে পড়িগে ! আমার স্নেহের হুমায়ুন পীড়িত ! [প্রস্থান।

সৈন্যগণ। ধর, ধর, সম্রাট পড়ে যাবেন ! (অনুসরণ)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

আলা। কার এ আকুল স্বর মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাচ্ছি? কে যেন মর্ম্মান্তিক বেদনায় ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে! কে তুমি?

(শূন্যে গীত গাহিতে গাহিতে পাঠান-কীর্ত্তির আবির্ভাব)

বেহাগ মিশ্র—তাল বর্জ্জিত।

এতকাল পরে, দূরিয়া দিল মোরে
আকুল অন্তরে কেঁদে চ'লে যাই!
চিরদিন তরে চলিনু আঁধারে,
আলোকে আমারে না দিল ঠাঁই!
রব যতদিন, কাঁদিব নিশি দিন,—
কেহত শুনিবে না আমার রোদন;—
কেহত দেখিবে না, কেহত বুঝিবে না
কত যে বেদনা কত যে যাতনা সই।

(গীত সহকারে অন্তর্হিত হওন)

আলা। চিনেছি! চিনেছি জননি! আমিই তোমায় স্বহস্তে দূর ক'রে দিয়েছি! আবার তুমি দীনা মলিনা অনাথিনীর মত আমার চ'খের সাম্‌নে কেন এলে মা! আমি আজীবন অশ্রুজলে কি তোমার হৃদয়ের ক্ষত ধুয়িয়ে দিতে পারব মা? মা! মা! দাঁড়াও! দীন সন্তান কাতর-কণ্ঠে ব'লছে—আমায় ও সঙ্গে নাও! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী কক্ষ।

শয্যায় হুমায়ুন শায়িত।

(পার্শ্বে বাবর, নিসা বেগম, হকিম ও রাজিয়া)

বাবর। কেমন দেখছ হকিম, সত্য বল ?

হাকিম। জনাব, সত্য ব'লব—আমার সাধ্য নাই! খোদা রক্ষা না ক'ল্লে—কারু সাধ্য নাই যে একে রক্ষা করে!

নিসা। এ্যাঁ! কি বল্লে! কি বল্লে! হুমায়ুন! হুমায়ুন! (রোদন)

রাজিয়া। ভাই! ভাই! (রোদন)

বাবর। চুপ্ কর। কেঁদনা! অস্থির হ'ওনা! আমি নেমাজ সেরে আসি। [প্রস্থান।

রাজিয়া। ভাই! ভাই! ওঠ! ওঠ! আমার সঙ্গে কথা ক'চ্ছ না কেন ভাই ?

(বাবরের পুনঃ প্রবেশ)

বাবর। খোদা! খোদা! আমার পাপ ক্ষমা কর।

(সেখজিন্ ও নসিরের প্রবেশ)

জিন্। কিন্তু সুল্‌তান! একটা মহা বলিদান আবশ্যক!

বাবর। ফকির সাহেব! প্রভু! আপনার চরণে পড়'ছি! আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করুন!

নসির। দাদা! দাদা! আমি ফকির সাহেবের পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে এনেছি! আর ভয় নাই!

বাবর। প্রভু! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন—আমার যথা সর্ব্বস্ব,—আমার ভবিষ্যৎ—ঐ! ঐ দেখুন কি অবস্থায়! উপায় কি!

জিন্। উপায় আছে। বলেছিত সুলতান, একটা মহা বলিদান চাই! শপথ কর দেবে?

বাবর। শপথ ক'চ্ছি। আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করুন, আমি রাজ্য সম্পদ, বিষয় বৈভব, রজতকাঞ্চন সমস্তই বিসর্জ্জন ক'ত্তে প্রস্তুত!

জিন। তাতে হবে না সুলতান! সে সব অতি তুচ্ছ!

বাবর। তবে—তবে কি ফকির সাহেব?

জিন্। তোমার জীবন!

বাবর। আমার জীবন! তবে আমার মৃত্যুই সে মহাপাপের দণ্ড?

জিন্। দণ্ড নয়, তোমার কীর্ত্তি! এ মৃত্যুতে তোমার সম্মান, তোমার জাতির সম্মান, তোমার ধর্ম্মের সম্মান চিরদিন অম্লান হ'য়ে থাক্‌বে! পারবে?

বাবর। (চিন্তা করিয়া) হাঁ পারব! পারব! হুমায়ুন! হুমায়ুন! তবে নিদ্রার কোমল অঙ্ক ত্যাগ করে ওঠ বৎস! নবীন উৎসাহে ভারতের শাসন-দণ্ড ধারণ কর! আমি পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ! আমি তোমার শয্যায় শয়ন করি! এস ব্যাধি! (শয্যাপরিক্রমণ) এস ব্যাধি! আমার পাপ দেহে প্রবেশ কর! আমার স্নেহের পুত্রের দেহ পরিত্যাগ কর! এস, আমার শরীরে সংক্রামিত হও! আমার শিরায় শিরায় তোমার উগ্র শক্তি সঞ্চারিত কর! আমার পুত্রকে মুক্ত কর!

নসির। দাদা, দাদা, কি ক'চ্ছেন?

বাবর। (সাহ্লাদে) কেড়ে নিয়েছি, কেড়ে নিয়েছি! ওঠ বৎস! (পতন)

নসির। (বাবরকে অঙ্কে ধরিয়া) দাদা দাদা! একি ক'ল্লেন?

নিসা। সুলতান! সুলতান্! একলা যাবেন না একলা যাবেন না আমায় ও সঙ্গে নিন! (রোদন)

বাবর। কই? দোস্ত কই? হাসান কই? তাদের জন্মের শোধ দেখে যাই।

(সৈনিক দ্বয়ের স্কন্ধে ভর করিয়া হাসানের প্রবেশ। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত)

বাবর। কেও? হাসান! এসেছ বৎস?

হাসান। (কষ্টে) জনাব। ওঃ! আমি ম'রতে চ'লেছি! মরবার আগে একবার আপনাকে শেষ সেলাম দিতে এসেছি! ওঃ!

(উপবেশন)

বাবর। হাসান! হাসান! তুমিও আমার অনুসরণ ক'চ্ছ? কেন বৎস?

হাসান। রাজিয়া! ভগ্নি! আমায় ক্ষমা কর—আমি যাই—সুলতান্!—পিতা!— (মৃত্যু)

রাজিয়া। হাসান! ভাই! নিষ্ঠুর হ'য়ে অভিমান ক'রে চ'লে গেলে ভাই! (অশ্রুমার্জ্জনা)

(বাবাদোস্তের প্রবেশ)

দোস্ত। কই, কই? আমার সুলতান কই? আমার দোস্ত কই?

বাবর। এই যে দোস্ত! আমি যাই ভাই! হাসান চলে গেছে! আমার আগে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, একটা শেষ চুম্বন ক'ত্তে দিলে না!

নসির। দাদা! দাদা! (রোদন)

বাবর। কই হুমায়ুন? ওঠ বৎস! তোমার মুখে শেষ চুম্বন করি! হাসান ফাঁকি দিয়েছে। তুমিও নিরাশ করনা বৎস! ওঠ!

(হুমায়ুন উঠিয়া)

হুমায়ুন। বাবা! বাবা! একি! (বাবরকে ধারণ)

বাবর। এস বাবা! তোমার চাঁদমুখে চুম্বন ক'রে সকল জ্বালা বিস্মৃত হই। (চুম্বন) আমি যাই—ঐ খোদা আমায় ডাক্‌ছেন! খোদা! (মৃত্যু)

নিসা! সুলতান্! সুলতান্! দাসীকে কেন ফেলে যান? আমায়ও সঙ্গে নিন্! (মৃত্যু)

হুমায়ুন। কি হ'ল! কি হ'ল! একসঙ্গে সব চ'লে গেল! আমায় একলা ফেলে চলে গেল! সমস্ত দুনিয়াটা অকস্মাৎ কাল মেঘে ঢেকে গেল! ঐ উন্মত্ত ঝঞ্ঝা ছুটে আস্‌ছে! করকাপাত! অগ্নিবৃষ্টি! ভূমিকম্প! সব একসঙ্গে যোগ দিয়েছে! তারা আমায় বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেল্লে! কি ক'রব! কি ক'রব!

জিন্। ওঠ বৎস! সুলতানের এ মহাবিরামে ব্যাঘাত ক'র না! আজীবন পরিশ্রম ক'রেছে, একটুও বিশ্রামের অবসর পায় নাই! যাও সুলতান্! বেহেস্তের ঐ চির শান্তি-কুঞ্জে যাও! তুমি চিরদিন শান্তির কাঙাল! তাই খোদা তোমায় হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছেন! তুমি সার্থকজন্মা! তুমি পুণ্যবান্! খোদা তোমায় অনন্ত শান্তির, অনন্ত স্বস্তির পুণ্য আলোকে চিরনবীন, চির পুলকময় ক'রে রাখুন! খোদা! তোমার বলি গ্রহণ কর!

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

১৩২৪ সনের ১৭ই কার্ত্তিক তারিখে. এই নাটকখানি কলিকাতা ৯১৩ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ প্রেসিডেন্সী থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। উক্ত থিয়েটারের নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক সময় সংক্ষেপার্থে ও অভিনয় সৌকর্য্যার্থে পুস্তকের অনেকস্থল পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। যে সকল স্থান পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, সহৃদয় দর্শকগণ তাহা সহজেই অভিনয়কালীন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন, কেননা এই পরিবর্জ্জনে অনেকগুলি গ্রন্থি বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তকের অনেক ঘটনাবলী যে অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ বলিয়া জন সাধারণের নিকট প্রতীত হইবে তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বঙ্গের কয়েকজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও কলাভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ মত আমরা প্রথম সংস্করণে যে ভাবে দৃশ্যাবলীর পারম্পর্য্য-বিধান করিয়াছি তাহা অভিনয়কালে সুবিধাজনক হইবে, আশা করা যায়। তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য এবং প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের ও পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের অধিকাংশ থিয়েটারের নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ও প্রুফ্ সংশোধন ব্যাপারে আমাদের প্রিয় সুহৃদ, সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াপদ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, মহোদয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

ইতি—

প্রকাশক।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।/	১৩	সত্যানু সান্ধিৎসু	সত্যানুসন্ধিৎসু
৬	১৩	—দ	উন্মাদ
৭	৩	অকুল	অকূল
১৩	৯	অরন্যানী	অরণ্যানী
১৫	১৫	পুত	পূত
২৩	৩	অশ্রু ফেলে	অশ্রুজলে
”	১৭	বেঁধে নিয়ে	বেঁধে নিয়ে গিয়ে
”	২৪	তুমি	তুমি
২৭	১০	সৈন্যগ—	সৈন্যগণ
২৭	২২	শার্দ্দুলের	শার্দ্দূলের
৩১	২০	ধূল	ধূলা
৩২	৮	দি নাই	দিই নাই
৩৫	২২	বীরত্বে	বীরত্বের
৯২	২১	যুগ্ধ	মুগ্ধ
৯৩	১১	—াসতে	হাঁসতে
১১৫	২৪	শৈথীল্য	শৈথিল্য
১২৭	১৭	স্থিয়	স্থির
১৩৩	১৪	সময়	সমর•
১৪১	২৩	আমি	×
১৪৮	২৩	হিমান সম্পাতে	হিমানী-সম্পাতে

১৪৯	৩	ভীতি	ভীতি-প্রদর্শন
১৫০	২০	তাই সত্যই তাই	সত্যই তাই
১৫৬	২১	তুহিন—সম্পাতে	তুহিন-সম্পাতে
১৬৩	৬	পৈচাচিক	পৈশাচিক
১৬৩	১২	অবতারণ	অবতরণ

স্থানে স্থানে মুহুর্ত্ত অথবা মুহুর্ত্ত এর পরিবর্ত্তে মুহূর্ত্ত হইবেক
" " স্ফুর্ত্তি " স্ফূর্ত্তি "
" " তুর্বিসহ " দুর্বিষহ "

এই পুস্তকের দ্রুত মুদ্রাঙ্কন হেতু অনেক ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল। যতদূর সম্ভব ইহার শুদ্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ ভ্রম বাহির করিয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

প্রকাশক—